বীরযাত্রা

নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসর্গ

পূজ্যপাদ—

৺অতুলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

মেজদা,

তোমার ছোট ভাই যাহা কিছু লিখিত, তাহাতেই তুমি স্নেহবশে উৎসাহ প্রদান করিতে। সেই উৎসাহের ফলে "বীররাজা" লিখিয়াছিলাম। "বীররাজার" অর্দ্ধেক শুনিয়া তুমি কতই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে। আজ ইহা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইতে চলিল। শেষ তোমাকে শুনাইতে পাইলাম না, এ দুঃখ রাখিবার আমার স্থান নাই। তবু তোমারই নামে "বীররাজা" উৎসর্গ করিয়া কতকটা তৃপ্তি লাভ করিলাম। ইতি—

লাভপুর, বীরভূম
আষাঢ়, ১৩২২ সাল

সেবক—
নির্ম্মলশিব

নিবেদন

বীরভূম, হেমতপুরের মহারাজকুমার, আমার জ্যেষ্ঠপ্রতিম শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর প্রণীত "বীরভূম রাজবংশ" নামক গ্রন্থ হইতে এই নাটকের মূল উপাদান গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

লাভপুর, বীরভূম
১৭ই আষাঢ়, ১৩২২ সাল

বিনীত
শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র

(পুরুষ)

বীররাজা	বীরভূম-রাজ
জয়ন্ত	ঐ পুত্র
রহিম শা	ফকির
রোস্তম	দুর্দ্ধর্ষ দস্যু
আসাদ, জোনেদ	মল্ল-ব্যবসায়ী পাঠান ভ্রাতৃদ্বয়
হেদায়েৎ	আসাদের শ্যালক
বাহাদুর	জোনেদের পুত্র
সোলেমান	সম্ভ্রান্ত নাগরিক
ফকরউল্লা	জনৈক তোৎলা
রেজা	রোস্তমের অনুচর
জয়নারায়ণ	বীররাজার সহকারী সেনাপতি

মোগল-সেনাপতি, জনৈক সৈনিক, মালী, জনৈক কর্ম্মচারী, জনৈক সন্ন্যাসী, প্রহরীগণ, মল্লগণ, দস্যুগণ, রাজ-অনুচরগণ ইত্যাদি।

(স্ত্রী)

ভানুমতী	বীরভূমের রাণী
রোমেনা	রোস্তমের স্ত্রী
আমিনা	আসাদ ও জোনেদের মাতা
সোনাবিবি	সোলেমানের পত্নী

সখীগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

বীররাজা

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

স্বত্বাধিকারী	শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে
অধ্যক্ষ ও শিক্ষক	„ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
সঙ্গীতাচার্য্য	„ দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী
নৃত্য-শিক্ষক	„ সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়
বংশীবাদক	„ অমৃতলাল ঘোষ
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	„ কালীচরণ দাস

প্রথম অভিনয়-রজনীর প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

বীররাজা	শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ
জয়ন্ত	শ্রীমতী পারুলবালা
রহিম শা	শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে
রোস্তম	„ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
আসাদ	„ নরেন্দ্রনাথ সিংহ
জোনেদ	„ মৃত্যুঞ্জয় পাল
হেদায়েৎ	„ হীরালাল চট্টোপাধ্যায়
বাহাদুর	শ্রীমতী লীলাবতী
সোলেমান	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ফকরউল্লা	„ হরিদাস দত্ত
রেজা	„ কুঞ্জবিহারী সেনগুপ্ত
জয়নারায়ণ	„ জিতেন্দ্রনাথ দে
ভানুমতী	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী
রোমেনা	„ তারাসুন্দরী
আমিনা	„ প্রকাশমণি
সোনা	„ শশীমুখী

বীররাজা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বীরসিংহপুর—ময়ূরাক্ষী-তীর

নৌকাবক্ষে রোস্তম ও রোমেনা

রোমেনা। রোস্তম! এ প্রতিহিংসা কেন? প্রতিহিংসা নিলেই কি তোমার ভাইকে ফিরে পাবে? আর এ প্রতিহিংসা ত তুমি বীররাজার উপর নেবে না, নেবে সমস্ত বীরভূমবাসীর উপর। ভেবে দেখ দেখি, কি ছিলে, কি হ'য়েছ? বাঙ্গালার শেষ-প্রান্তে এক নিভৃত পল্লীতে জন্মগ্রহণ ক'রে জমীদারের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে শেষে দস্যু হ'য়ে উঠ্‌লে। নিজের কি অধঃপতন হ'য়েছে, একবার ভেবে দেখ দেখি।

রোস্তম। ক্ষান্ত দে রোমেনা, আর বলিস্‌নি। বহুবার ত ও-কথা বলেছিস্, আর আমিও বহুবার ও-কথা ভেবেছি। কিন্তু পারি কৈ! অর্থের লোভ, একটা বিশ্বব্যাপী নামের লোভ, আমার সমস্ত কুপ্রবৃত্তিকে দোলা দিয়ে জাগরিত ক'রে দেয়, আর মনে হয়, বিখ্যাত

হ'ক, কি কুখ্যাত হ'ক্, নাম ত বটে। দিল্লীর বাদশা পর্য্যন্ত আমার নামে কাঁপে। রোমেনা, এ কি কম গৌরবের কথা! হুঁসিয়ার, হুঁসিয়ার রোমেনা, অন্যমনস্ক ছিলুম ব'লে নৌকা ঘূর্ণিতে প'ড়েছে, গেল গেল, বুঝি তোকে আর বাঁচাতে পার্‌লুম না!

(নৌকা ঘুরিতে লাগিল)

রোমেনা। খোদা কি ক'র্‌লে? নাথ, আমাকে বাঁচাতে গেলে তুমি শুদ্ধ বিপন্ন হ'বে, তুমি নিজের প্রাণ রক্ষা কর।

রোস্তম। নিজের প্রাণ? যদি প্রাণ আমার থাকেই প্রেমময়ি! তবে কোন্ প্রাণে তোকে বিসর্জ্জন দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাব? দস্যু ব'লে কি আমি প্রাণহীন রোমেনা? আয় রোমেনা, আমার বাহুবন্ধনে ধরা দে, যদি মর্‌তে হয়, তবে দু'জনে এক সঙ্গেই মরি!

(রোমেনাকে বেষ্টন)

রোমেনা। হায়! কেউ কি আমার স্বামীকে রক্ষা কর্‌তে পারে না?

রোস্তম। তা হ'লে ভগবানের রাজ্যে বিচার থাকে কই? শক্তি-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে যে মহাপাপে লিপ্ত হ'য়েছ, তার ফল এমন ভাবে না ফল্‌লে তাঁর সুবিচারে যে কলঙ্ক হ'বে। মৃত্যুতে আমার এখন কোন দুঃখ নেই রোমেনা। কিন্তু আমার পাপে তুই শুদ্ধ মজ্‌লি, এই যা দুঃখ। (দূরে বীররাজাকে দেখিয়া) কে তুমি পথিক? বিপন্নকে রক্ষা ক'র্‌বার ক্ষমতা বাহুতে ধর কি?

নেপথ্যে বীররাজা। অবশ্য ধরি! কিন্তু কোথায় তুমি?

রোস্তম। ময়ূরাক্ষী-গর্ভে। (নৌকা ডু'বল)

রোমেনা। হায় খোদা! (জল খাইয়া অচেতন হইল ও রোস্তম রোমেনাকে ধরিয়া সন্তরণ করিতে লাগিল)

রোস্তম। রোমেনা! রোমেনা! না, জ্ঞান নেই! খোদা! এ কি ক'ল্লে?

বীররাজার প্রবেশ

এ কি! তুমি? বীররাজা! না, না. তোমার সাহায্য চাই না। মর্‌ব সেও ভাল, তবু তোমার সাহায্য চাই না।

বীররাজা। আমি তোমার কি ক'রেছি ভাই?

রোস্তম। সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রে এ সময়ে প্রতিহিংসা-বহ্নিতে ইন্ধন দিও না। আল্লার নাম কর্‌তে দাও। তুমি চ'লে যাও রাজা, তোমার সাহায্য আমি কোনমতেই গ্রহণ কর্‌ব না—তুমি চ'লে যাও।

বীররাজা। তা কেমন ক'রে পারি ভাই! বিপন্নকে ত্যাগ করা যে হিন্দুর ধর্ম্ম নয়! (ঝম্পপ্রদান) উঃ, কি ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্ত! কি শ্বাসরোধী তরঙ্গ!—দোহাই ঈশ্বর! বিপন্নকে রক্ষা কর্‌তে আমার হস্তে হস্তীর বল দাও। (নিকটে গমন) ধর ভাই, আমার কটিদেশ ধর।

(সহসা রোমেনা রোস্তমের হস্তচ্যুতা হইল)

রোস্তম। ওঃ, এ কি হ'ল! রোমেনা, রোমেনা, কোথায় গেলি? (অন্বেষণে প্রবৃত্ত)

বীররাজা। ভাই, তুমি পাগল হ'য়েছ? ওকে আর পাবে না! চ'লে এস। আর একটু অপেক্ষা কর্‌লে তোমার ও আমার উভয়েরই জীবন যাবে, চ'লে এস।

রোস্তম। না না, আমায় ছেড়ে দাও, আমি বাঁচ্‌তে চাই না। জীবন-সঙ্গিনী যখন চ'লে গেল, হৃদয়ের আলো যখন নিভে গেল,—তখন আমার এ ছার-জীবনে আর প্রয়োজন কি? ছেড়ে দাও রাজা, ছেড়ে দাও! রোমেনা, রোমেনা—(অন্বেষণ)

বীররাজা। তুমি এখন উন্মাদ, তোমার কথা শুন্‌তে চাই না, তুমি নিজে

না যাও, আমি তোমায় জোর ক'রে নিয়ে যাব। আমার চ'খের সাম্‌নে তোমায় মর্‌তে দেব না। চ'লে এস।

(বীররাজা সবলে রোস্তমকে আকর্ষণ করিয়া তীরে তুলিলেন)

রোস্তম। রাজা!

বীররাজা। কেন ভাই!

রোস্তম। আপনি এত শক্তিধর! আমার মত শক্তিশালীকে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বে এই ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্ত হ'তে টেনে তুল্‌লেন!

বীররাজা। ভাই, কালীর কৃপায় তোমায় তুল্‌তে পেরেছি, আমার শক্তিতে নয়।

রোস্তম। কিন্তু রাজা, আমি যে আপনারই উপর প্রতিশোধ নিতে বীরভূমে আস্‌ছিলুম!

বীররাজা। আমার উপর প্রতিশোধ নিতে? আমি তোমার কি ক'রেছি ভাই?

রোস্তম। কি ক'রেছেন? আপনি অবিচারে আমার ভাইকে বধ ক'রেছেন।

বীররাজা। সে কি—অবিচারে! আজ পর্য্যন্ত ত কেউ আমাকে অবিচারী ব'ল্লে না। সে যা' হ'ক্, প্রতিশোধ নেবার বাসনাই যদি তোমার থাকে, আমি বল্‌ছি, তা তুমি এখনও নিতে পার্‌বে। তোমার মত লোকের প্রতিশোধে আমার ক্ষতি কি হবে?

রোস্তম। আপনি জানেন কি, আমি কে?

বীররাজা। না, তা জানি না। তবে এটা বুঝেছি যে, তুমি বীর এবং ধার্ম্মিক; নতুবা ওরূপ বিপন্ন অবস্থায় কৃতজ্ঞতায় প্রতিহিংসা ডুবে যাবার ভয়ে কেউ সাহায্য প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পারে না।

রোস্তম। রাজা, আমি রোস্তম। (বিস্ময়বিহ্বল রাজা পিছাইয়া গেলেন)

বীররাজা। ভারতবিখ্যাত দুর্দ্ধর্ষ দস্যু রোস্তম!

রোস্তম। দুর্দ্ধর্ষ আর রাখ্‌লেন কই রাজা? আজ হ'তে ত আমাকে মন্ত্রৌষধি বশীভূত সর্প ক'রে নিলেন। এখন আপনার ইঙ্গিতে না উঠ্‌লে বস্‌লে আমার ধর্ম্ম থাকে কই?

বীররাজা। ধর্ম্মকেই যদি মাথায় রেখেছ রোস্তম, তবে আমার সহায় হ'তে তোমার বাধা কি? আমার রাজ্য ধর্ম্মরাজ্য; আজীবন আমার চেষ্টা —প্রজা কিসে সুখী হয়, কিসে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। এতেই বোঝ রোস্তম, অন্তরের সহিত যা কামনা করা যায়, তা কখনও বিফল হয় না। এই তুমি আমার রাজ্যে অশান্তি উৎপাদন কর্‌তে এসে-ছিলে, এখন হ'তে বোধ হয় শান্তিস্থাপনের সহায়তা কর্‌বে?

রোস্তম। বোধ হয় নয় রাজা, নিশ্চয়ই কর্‌ব। দস্যু আমি, যদি আমার কথায় আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে দস্যুতার প্রধান অবলম্বন এই অসি ছুঁয়ে শপথ—

রহিম শার প্রবেশ

রহিম। আবার অসি রোস্তম! একবার অত্যাচার দমন কর্‌বার জন্য অসি ধর্‌তে গিয়ে দুর্দ্ধর্ষ্য দস্যু হ'য়ে উঠেছ, তবু ত তুমি তখন দীন যুবকমাত্র ছিলে। এখন আবার রাজার সাহায্যে অসি ধর্‌তে গিয়ে কি শেষে বিশ্ব নাশ কর্‌বে? যদি তোমার প্রাণদাতার মঙ্গল চাও বীর, তবে অসি ত্যাগ কর। শত্রুদলনের জন্য আর কখনও অসি ধর' না।

রোস্তম। রাজার শত্রুদলনের জন্য যদি অসি না ধরি, তবে আমার মত অসি-ব্যবসায়ী তাঁর আর কি উপকারে আস্‌বে হজরৎ?

রহিম। উপকার কি কেবল অসি দিয়েই করা যায় রোস্তম? ইচ্ছা

থাকলে উপকার কর্‌বার অভাব কি? রাজার সন্তানকে তোমার ন্যায় অস্ত্রচালনায় পটু কর, রাজার সাধের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য যাতে রাজপুত্র সুশৃঙ্খলে পরিচালন কর্‌তে পারে, তার ব্যবস্থা কর। সুমন্ত্রণায় রাজাকে বশীয়ান্ কর। স্মরণ রেখো রোস্তম, যে দিন তুমি শত্রু-দলনের জন্য অস্ত্র ধর্‌বে, সেই দিনই তুমি স্ত্রীহত্যা কর্‌বে।

[প্রস্থান।

রোস্তম। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) রাজা! এখন আপনি যেমন অনুমতি করেন।

বীররাজা। এস ভাই, আমার সন্তানের অস্ত্র-শিক্ষকের কার্য্যই কর্‌বে এস। অস্ত্র ধর্‌তে ব'লে তোমাকে মহাপাপে লিপ্ত কেন কর্‌ব?

রোস্তম। তাই ভাল! কিন্তু রাজা, একটি প্রার্থনা।

বীররাজা। কি?

রোস্তম। যখন দস্যু রোস্তম ম'রে গেল, তখন আর তার নামের আবশ্যক কি? অনর্থক লোকে আমাকে ঘৃণা কর্‌বে। রাজা! আজ হ'তে লোকসম্মুখে মহম্মদ নামে আমাকে ডাক্‌বেন।

বীররাজা। বেশ, তাই ডাক্‌ব। এখন এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

নদী-তীরস্থ বন

রহিমশা ও রোমেনার প্রবেশ

রোমেনা। আপনি কে হজরৎ ?

রহিম। দেখ্‌তেই ত পাচ্ছ মা, ফকির।

রোমেনা। আমি এখানে কেমন ক'রে এলুম ?

রহিম। তুমি জলমগ্না হয়েছিলে, তার পর খোদার ইচ্ছায় তোমাকে তুলে আমি এখানে এনেছি।

রোমেনা। আপনারই চেষ্টায় কি আমি পুনর্জ্জীবিত হলুম ?

রহিম। তাই ত হলো মা!

রোমেনা। (নতজানু হইয়া) হজরৎ, আয়ু থাক্‌তেও আমি আয়ুহীনা হয়েছিলুম। আপনি আমার সেই গতায়ুকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন। কি ব'লে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব ?

রহিম। কোন আবশ্যক নাই মা। এখন বল মা, আর আমি তোমার কি কর্‌তে পারি ?

রোমেনা। মৃত্যুর দ্বারসমীপস্থাকে আপনি জীবিত জগতে এনেছেন, এর অপেক্ষা আর বেশী কি কর্‌বেন হজরৎ ?

রহিম। তোমার স্বামীর কাছে পাঠান কিংবা তোমার আশ্রয় সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা ?

রোমেনা। সে ব্যবস্থা আমি নিজেই ক'রে নিতে পার্‌ব। আপনাকে আর কষ্ট দেব না।

রহিম। কিন্তু মা, এই জগতে একলা তোমাকে কেমন ক'রে ছেড়ে দেব ?

রোমেনা। একলাই ত এ সংসারে এসেছি জনাব, তবে আজ একলা যেতে আমার ক্ষতি কি ?

রহিম। তখন ত তোমার যৌবন ছিল না, মা !

রোমেনা। হজরৎ, আমি বীরপত্নী।

রহিম। তবে যাও মা বীরজায়া, এই বিশাল জগতে আশ্রয়-স্থল খুঁজে নিতে নিজের অদৃষ্টকে সহায় ক'রে চলে যাও। ভবিতব্য কে খণ্ডন কর্‌তে পারে ! [উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজনগরের উপকণ্ঠ

আমিনা, আসাদ, জোনেদ, হেদায়েৎ ও বাহাদুরের প্রবেশ

আমিনা। বাবা, বুড়ো মানুষ, আর ত চল্‌তে পারি না।

জোনেদ। তবে এই গাছতলায় আজকের মত বিশ্রাম কর।

হেদায়েৎ। যা বল্লে ছোটমিঞা ! জঙ্গলের ধারে গাছতলা ভিন্ন সুবিধামত বিশ্রামের জায়গা কোথাও মেলে না। অন্য স্থানে বিশ্রাম ক'র্‌লে যে বাঘে এসে গা শুঁক্‌বে না, ভালুক এসে চড়িয়ে দিয়ে যাবে না !

বাহাদুর। মামু তোমার প্রাণের এত ভয় কেন ?

হেদায়েৎ। তোমার মত গুণ্ডা নই ব'লে। কচি বয়েস, কোথায় গায়ে হাত দিলে মনে হবে যেন তুলোর বস্তায় হাত দিলুম, তা না হয়ে মনে হয় যেন ভুলে লোহার গায়ে হাত দিয়ে ফেলেছি।

আসাদ। তবে কি তুমি বল্‌তে চাও বেকুফ, যে পুরুষে নারীর মত কোমল আর তোমার মত দুর্ব্বল আর গাধা হবে?

হেদায়েৎ। এই ত বোনাই সাহেব, গোল বাধিয়ে বস্‌লে। পুরুষে নারীর মত কোমল না হ'ক্, কিন্তু ছেলেকে যে হতে নেই, তা তোমাকে কে বল্‌লে? সবে বছর দশেক বয়েস, ও এখন পুরুষই দাঁড়ায় কি মেয়েই দাঁড়ায়, তার ঠিক কি? তবে যখন জোনেদ-মিঞার পয়দা, তখন আখেরে পুরুষ দাঁড়ানই সম্ভব বটে। কিন্তু বোনাই সাহেব! ছেলে-বেলায় মা ম'রে গিয়ে মাই-দুধ পাই নি ব'লে দুর্ব্বল বল্‌ছ, বল্‌তে পার, কিন্তু গাধা বল্লে যে তোমাকেও দোষ পড়ে। গাধার বোন্‌কে গাধা ভিন্ন আর কে বিয়ে করে?

আসাদ। চুপ্ কর্ বেকুফ।

হেদায়েৎ। ঐ ত! কিছু বল্‌তে গেলেই অমনি 'বেকুফ' ক'রে ওঠ। কিন্তু বোনাই-সাহেব, আমাকে 'সাকুফ' ক'রে নিলে না কেন? শিশুকাল থেকে তোমার অন্নে মানুষ, বেকুফই হই আর সাকুফই হই, সে ত তোমারই হাতযশ।

আমিনা। ওরে, তোদের শালা-ভগ্নীপতির ঝগড়ায় ক্ষান্ত দে। তবে কি এইখানেই বিশ্রাম কর্‌ব, জোনেদ?

জোনেদ। নিশ্চয়ই। আরও পথ হাঁটিয়ে কি শেষে তোমায় মেরে ফেল্‌ব!

হেদায়েৎ। ছি ছি, পথ হাঁটিয়ে মারা মহাপাপ, অমন কাজও করো না ছোট মিঞা! তার চেয়ে এইখানে বুড়ীকে বাঘ-ভালুক দিয়ে খাওয়াও, মহাপুণ্য হবে।

আসাদ। চোপ্‌রও বেকুফ!

হেদায়েৎ। ঐ দেখ। আচ্ছা বোনাই-সাহেব, যদি আমাকে দিনরাত

বেকুফই বল্‌বে, তবে মা-বাপের রাখা এমন সুন্দর হেদায়েৎ নামটি ছেলেবেলাতেই পাল্টে দাও নি কেন? হেদায়েৎ পাল্টে বেকুফ রাখ্‌লেই ত সকল লেঠা চুকে যেত।

আসাদ। চুপ কর্‌ হেদায়েৎ, আর জ্বালাস্‌নে।

নেপথ্যে রোমেনার গীত

আজি খেলাধূলা অবসান।
খেলার সাথী হারা হয়ে মন ম্রিয়মাণ॥

আসাদ। (স্বগত) আহা, কে তার সুধাস্বরে বনভূমি প্লাবিত ক'রে দিলে? (দূরে রোমেনাকে দেখিয়া) মরি মরি, এই নির্জ্জন বনপথে, রক্ত-সন্ধ্যার আভায় নিজ বর্ণকে উদ্ভাসিত ক'রে কে ঐ সুন্দরী করুণসুরে গান গেয়ে চলেছে! একবার কাছে গিয়ে ভাল ক'রে দেখে আসি। পারি ত দু'টো কথা কয়ে আসি। (প্রকাশ্যে) তোমরা সবাই বিশ্রাম কর। আমি ঐ পুষ্করিণীতে হাত-মুখ ধুয়ে আসি।

হেদায়েৎ। বোনাই-সাহেব! ওখানে পুকুর কই?

আসাদ। আছে আছে।

হেদায়েৎ। না থাক্‌লেও আছে, কেমন বোনাই-সাহেব? তা হ'লে বোনাই-সাহেব, পুকুরধারে যখন যাবে, তখন আমি বদ্‌নাটা সঙ্গে নিয়ে যাই না কেন?

আসাদ। না না, তোকে আস্‌তে হবে না। আর বদ্‌নায় কি হবে?

হেদায়েৎ। পুকুরধারে বদ্‌না দরকার হবে না ত কি খাগড়াই সান্‌কি দরকার হবে বোনাই-সাহেব?

আসাদ। চুপ্‌ কর বেকুফ! তোমরা ব'স, আমি এই যাব আর আস্‌ব।

[প্রস্থান।

হেদায়েৎ। ছোট-মিঞা! তোমরা ব'স, তবে আমিও চল্লুম।

জোনেদ। তোকে যে যেতে বারণ ক'রে গেল।

হেদায়েৎ। আমাকে বারণ করে কে মিঞা? ভেতুড়ের অন্ন ভগবান্ জোগান। আমাকে বারণ কর্‌তে একজন বই আর দ্বিতীয় নেই।

(হেদায়েৎ আলি আসাদের অনুসরণ করিল)

জোনেদ। গলগ্রহটাকে বাল্যকাল থেকে আস্কারা দিয়ে তোমরাই ওর পরকালটি খেয়েছ।

আমিনা। অ্যাঁ?

জোনেদ। বলি, তোমরাই ত আস্কারা দিয়ে ওর পরকালটি খেয়েছ।

আমিনা। আহা, জোনেদ, ও বালক বড় দুঃখী। তোরা দেখিস্ ওকে বেকুফ, কিন্তু আমি দেখি, ও প্রকৃত বুদ্ধিমান্।

জোনেদ। যেমন ধেড়ে যুবককে বালক বল্‌ছ। তোমার আদরেই ত ওর আরও মাথা খাওয়া গেছে।

আমিনা। অ্যাঁ?

জোনেদ। (উচ্চৈঃস্বরে) তোমার আদরেই ত ওর আরও মাথা খাওয়া গেছে।

আমিনা। জোনেদ! দেখেছিলি কি যখন মাতৃহারা ক্ষুদ্র শিশু অবস্থা ভুল্লে গিয়ে, হাসির লহর তুলে, আমার কোলে ছুটে আস্‌ত! যখন "মা" রবে ঐ মাতৃহারা বালক কোলে উঠে আমায় জড়িয়ে ধর্‌ত! বল দেখি, সন্তানের জননী হয়ে কেমন ক'রে মাতৃহীন বালককে আদর না ক'রে থাকি? হ'ক সে পরের সন্তান, কিন্তু পালনের মায়ায় ও যে আমার কাছে তোদেরই মত প্রিয়।

জোনেদ। যাক্ ও কথা, এখন অন্ধকার হ'য়ে গেল, তুমি একটু বিশ্রাম কর।

আমিনা। অ্যাঁ?

জোনেদ। (উচ্চৈঃস্বরে) বল্‌ছি তুমি একটু বিশ্রাম কর।

আমিনা। বিশ্রাম ত সকলেরই আবশ্যক জোনেদ। তুইও একটু বিশ্রাম কর।

জোনেদ। আমি শুদ্ধ বিশ্রাম কর্‌লে তোমাদের পাহারা দেবে কে?

বাহাদুর। কেন বাবা, আমি। সত্য বল্‌ছি বাবা, আমি একটুও হায়রাণ হইনি। দাদুমা কিনা বুড়ো, তাই একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। আর আমি কি না ছেলেমানুষ, তাই আমার কিছুই হয়নি,—না বাবা? বাবা! এখনও আমি পঞ্চাশটা বৈঠক্ কর্‌তে পারি।' দেখ্‌বে?

আমিনা। ওরে ক্ষ্যাপা ছেলে, চুপ্ ক'রে শো।

বাহাদুর। দাদুমা, দেখ, আমি কেমন তুড়ি দিতে শিখেছি। (তুড়ি দেওন)

আমিনা। খুব ভাল শিখেছ। এখন ঘুমোও দেখি।

বাহাদুর। বাবা না শুলে আমি কিছুতেই শোব না।

আমিনা। তুই শুদ্ধ একবার শো জোনেদ্, নইলে ও দুরন্ত ছেলে সবাইকে জ্বালিয়ে মার্‌বে। ও ঘুমুলে একটু পরে উঠিস্ এখন।

(জোনেদ ও সকলের শয়ন এবং নিদ্রাকর্ষণ)

রহিম শার প্রবেশ

রহিম। (জোনেদকে পায়ে করিয়া ঠেলিয়া) জোনেদ্! এত ঘুম?

(সকলের উত্থান)

আমিনা। ছেলে আমার কি অপরাধ করেছে যে, তাকে আপনি পদাঘাত কর্‌লেন হজরৎ?

রহিম। পদাঘাত করিনি মা, পদাঘাতের আবরণে আবার আশীর্ব্বাদ দিয়েছি। (জোনেদের প্রতি) অলস! আলস্য ত্যাগ কর।

ওদিকে সমগ্র বীরভূমের রাজশ্রী তোমার ললাটে রাজটীকা পরিয়ে দেবার জন্য তোমাকে আবাহন কর্‌ছে, আর তুমি এই শুভক্ষণে অলসে গা ঢেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যা'চ্ছ ?

জোনেদ। এ কি বল্‌ছেন হজরৎ ?

রহিম। আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আসিনি জোনেদ! যদি রাজ্যলাভের বাসনা থাকে, এখানে বিশ্রাম করো না, অগ্রসর হও। এই শুভক্ষণে রাজনগরে প্রবেশ কর।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

জোনেদ। হজরৎ, আর একটু অপেক্ষা করুন, আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

রহিম। কিন্তু আমার যে বক্তব্য শেষ হয়েছে, অন্য কর্ত্তব্য রয়েছে।

জোনেদ। তা হ'লেও—

রহিম। কারও কর্ত্তব্যে বাধা দিও না জোনেদ! অন্যায় আগ্রহে সময় নষ্ট করোনা। রাজ্যলাভ তোমার অদৃষ্টের ফল ; কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতকতায় তা গ্রহণ কর্‌তে গেলে অভিশাপগ্রস্ত হবে।

[প্রস্থান।

জোনেদ। দরিদ্র পথিক! একজন সামান্য ফকিরের কথায় তুমি রাজ্য-লাভের আশা মনে স্থান দিলে, কিন্তু এমন দুরাশা কি কখনও সফল হয় ? কোথায় আকাশ আচ্ছাদন, ভূমিতে শয়ন, আর কোথায় বীরভূমের সিংহাসন! ক্ষণ বয়ে যায়।—বাহাদুর!—জাগো, মা! চল,—এই শুভক্ষণে রাজনগরে প্রবেশ করি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বন

রোমেনার গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

গীত

আজি খেলাধূলা অবসান।
খেলার সাথী হারা হ'য়ে মন ম্রিয়মাণ ॥
কত আদর সোহাগে, কত প্রেম-অনুরাগে,
আবেগে তুষিত মোরে, ভাঙ্গিত এ অপমান।
সারাদিনের খুঁটিনাটী, থেকে থেকে মনে উঠি,
দিঠি ভরে আসে জলে, কেঁদে ওঠে এ পরাণ ॥
একেলা আকুলা নারী, পথহারা ভেবে মরি,
কি করি বুঝিতে নারি, মন দেহ কম্পমান ॥

রোমেনা। তাই ত! ফকিরের সাহায্য অবহেলা ক'রে, অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে পথ চল্‌তে এ কোথায় এসে পড়্‌লুম? আর যে পথ দেখ্‌তে পাচ্ছি না। একে নিবিড় বন, তায় অন্ধকার হ'য়ে এল। এখন আমি কি করি? কা'কে পথ জিজ্ঞাসা করি? যখন ফকিরের সাহায্য নিই নাই, তখন বিপদে পড়ে আর কারও সাহায্য গ্রহণ কর্‌ব না। কিন্তু খোদা! বিপদ্‌গ্রস্তা নারীর এ তুচ্ছ অভিমান, এক তুমি ভিন্ন আর কে বজায় রাখ্‌তে পারে? করুণাময়! তোমার করুণায় নির্ভর ক'রে এই বনমধ্যে নিবিড় অন্ধকারে আবার আমি অগ্রসর হলুম।

[প্রস্থান।

হেদায়েৎ আলির প্রবেশ

হেদায়েৎ। এই ভেতুড়ের দ্বারা কি একটা ভাল কাজও হবে না? একটি

রমণীর সতীত্বরক্ষা—ছলে নয়, বলে নয়,-কৌশলে নয়, কেবলমাত্র উপস্থিতি দ্বারা যা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব, তাও কি আমার দ্বারা হবে না খোদা! বোধ হয়, সেটুকু শুভাদৃষ্টও আমার নাই। নইলে আসাদ-মিঞার পেছনে পেছনে এসেও তাকে হারিয়ে ফেল্‌ব কেন? জন্মদুর্ব্বল, অস্ত্রশিক্ষাহীন, ভগ্নীপতির অন্নদাস—খোদা! আমার দ্বারা এতটুকু একটুও কিছু করাও, যার দ্বারা বুঝতে পারি, আমি পাঁচ জনের একজন—আমি জীবিত। বনে ঢুকেই বাঘের ভয়, অন্ধকার হতেই ভূতের ভয়,—আমি এসেছি, আমার এক অপরিচিতা মাকে রক্ষা কর্‌তে। যখন এত ভয়েও এখনও পালাই নাই, তখন খোদা, সতীর সতীত্ব-রক্ষার শুভ অবসরটুকু আমায় দাও। আজ বাঘেই থাক্‌, আর মামদোতেই ধরুক, আসাদ-মিঞাকে খুঁজ্‌ব—ফেরাব।

[প্রস্থান।

রোমেনার পুনঃপ্রবেশ

রোমেনা। এ কি! ঘুরে ফিরে আবার এক স্থানেই এসে পড়্‌লুম! সারা রাত্রি কি তবে এমনি ক'রে গোলকধাঁধায় ঘুরে মর্‌ব? এ দিকে শ্রান্তিতে পা ভেঙ্গে পড়্‌ছে। একটু বিশ্রাম কর্‌তে হ'ল।

(উপবেশন)

আসাদের প্রবেশ

আসাদ। কি আপ্‌শোষ, পেয়ে হারালুম, শুধু লড়কানি দেখিয়ে অমন সুন্দরী আমার চোখ এড়িয়ে পালাবে? না, না, পালাবে কোথায়? এই যে। সুন্দরি!

রোমেনা। (কণ্ঠস্বরে ভয় পাইয়া) কে? (উত্থান)

আসাদ। মার্জ্জনা কর সুন্দরি! আমি কোন সদভিপ্রায়ে আসি নাই!

তোমার রূপজ্যোতিতে অন্ধ হয়ে জ্ঞান হারিয়েছি, তাই পশুর মত তোমার অনুসরণ করেছি।

রোমেনা। কে তুমি?

আসাদ। দেবার মত পরিচয় কিছুই নাই। তোমার রূপমুগ্ধ এক পশু,—উপস্থিত এই আমার পরিচয়।

রোমেনা। আমার কাছ থেকে স'রে যাও।

আসাদ। তা যদি পার্‌তুম, তবে আপনাকে আপনি পশু ব'লে পরিচিত কর্‌ব কেন?

রোমেনা। সাবধান! আমি সতী নারী।

আসাদ। অ্যাঁ! সতী! তাই ত, কি করি? না, না, ফিরে যাই। অ্যাঁ, ফিরে যাব—ফিরে যাব? (ইতস্ততঃ করণ) না, পার্‌ব না। সুন্দরি, একে আমার দুর্ব্বল মন, তায় এই অন্ধকার, এই নির্জ্জনতা, আমার সেই দুর্ব্বল মনকে আরও অভিসারের দিকে টান্‌ছে। আমি বুঝি—সতীত্বরত্ন একবার গেলে আর ফেরে না। মার্জ্জনা কর সুন্দরি, আমি আত্ম দমন কর্‌তে পার্‌ছি না।

রোমেনা। দেখ্‌ছি আপনি জ্ঞানপাপী। আপনাকে ভাল মন্দ বোঝান বৃথা। কিন্তু তবু বল্‌ছি, আপনি প্রতিনিবৃত্ত হন। নইলে জেনে রাখুন, আমি জাতিতে অবলা হলেও, কাজে নই।

আসাদ। বলের অহঙ্কার আমার নিকট ক'র না সুন্দরি! আমি বেশী বলবান্ যদিই বা না হই, তবু একজন বলশালিনী রমণীকে বলের দ্বারা বশীভূত করবার ক্ষমতা আমার আছে, এটা জেনে রেখো। আশা করি, সে বল প্রকাশ কর্‌তে আমায় বাধ্য কর্‌বে না। সুন্দরি!

(হস্তধারণ)

রোমেনা। (হাত ছাড়াইয়া) সাবধান!

আসাদ। পূর্ব্বেই বলেছি সুন্দরি, বলপ্রয়োগ ক'রে বৃথা পরিশ্রান্ত হয়ো না।

রোমেনা। করুণাময়। তোমার নাম নিয়ে ফকিরের সাহায্য অবহেলা করেছি; অস্ত্রহীনা আমি, কি ক'রে সতীত্ব রক্ষা কর্‌ব? না, না, প্রভু, এই যে দন্ত দিয়েছ—নখ দিয়েছ।

আসাদ। আমি ধৈর্য্যহারা! অপেক্ষা সইবে না। সুন্দরি!

(হস্তধারণ ও আকর্ষণ)

রোমেনা। কি বজ্রমুষ্টি! খোদা! খোদা! তবে কি সতীর সতীত্ব যাবে?

হেদায়েতের প্রবেশ

হেদায়েৎ। সতীর সতীত্ব কি খোদার রাজ্যে যায় মা! তার সম্ভাবনা-মাত্রেই তিনি তাঁর অধম সন্তানকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আসাদ। কি লজ্জা, হেদায়েৎ!

[দ্রুত প্রস্থান।

রোমেনা। কে তুমি—এমন মহৎ?

হেদায়েৎ। তোমার সন্তান। তুমি কে মা? কেন এমন অবস্থায়?

রোমেনা। তুমি যখন সন্তান, তখন সমস্তই তোমাকে বল্‌ব। আমার স্বামী ও আমি ময়ূরাক্ষীর ঘূর্ণিতে প'ড়ে জলমগ্ন হই। এক ফকির আমার প্রাণদান করেন, তিনি অসহায় ভেবে আমাকে ছেড়ে দিতে চান নাই। কিন্তু তাঁর অযাচিত সাহায্য প্রত্যাখ্যান ক'রে চ'লে এসেছি,—শুধু স্বামীর বীরগর্ব্ব খর্ব্ব হবে ব'লে।

হেদায়েৎ। কোন্ বীর তোমার স্বামী মা?

রোমেনা। রোস্তম।

হেদায়েৎ। (বিস্ময়ে) রোস্তম!

রোমেনা। হ্যাঁ বাপ, তিনিই আমার স্বামী।

হেদায়েৎ। এখন কোথায় যাবে মা?

রোমেনা। স্বামীর সন্ধানে।

হেদায়েৎ। সঙ্গে যাই?

রোমেনা। না বাপ! তুমি এ অভাগিনীর সঙ্গে কোথায় যাবে? তুমি যা করেছ, তারই প্রতিদান কেমন ক'রে দেব, তা জানি না। এর উপর আর আমার ঋণভার বাড়িও না। যাও বাপ, তোমার স্বকার্য্যে যাও। সতী আমি, কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, চিরদিন তোমার সৎপথে মতি থাক্।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান

ভানুমতী

বীররাজার প্রবেশ

বীররাজা। রাণি, পুষ্পচয়ন সাঙ্গ হ'ল ?

ভানুমতী। কিছু কি প্রয়োজন আছে ?

বীররাজা। প্রয়োজন বিশেষ কিছু নয়, কেবল একটা সুসংবাদ দেওয়া মাত্র।

ভানুমতী। কি সুসংবাদ মহারাজ ?

বীররাজা। রাণি, আজ আমি ভারতের মধ্যে বিখ্যাত বলশালী, বিখ্যাত কৌশলীর সাহায্য পেয়েছি। এখন যদি আমি সময় ও সুযোগ পাই, তবে বোধ হয়, ক্রমে দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত করায়ত্ত কর্‌তে পারি।

ভানুমতী। সুসংবাদ বটে। কিন্তু সে বিখ্যাত লোকটি কে ?

বীররাজা। দুর্দ্ধর্ষ দস্যু রোস্তম। (রাণীর পুষ্পাধার হস্তচ্যুত হওন)

ভানুমতী। সে কি মহারাজ ! আপনি সেই দুর্দ্ধর্ষ দস্যুকে কোন্ বিশ্বাসে ঘরে আন্‌লেন ?

বীররাজা। সে দস্যু স্বীকার করি রাণি, কিন্তু সে একটা মানুষ।

ভানুমতী। তাকে আপনি মানুষ বলেন ? তার মনুষ্যত্ব কোথায় থাকে, যখন শত শত নরহত্যা, স্ত্রীহত্যা, বালকহত্যা তার দ্বারা সংসাধিত

হয়, যখন কোন প্রকার দ্বিধা না বোধ ক'রে সে লুণ্ঠনে, দাহনে, সতীর সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হয়! আপনার সাহসকে ধন্য মানি মহারাজ যে, আপনি এমন লোককে অসংশয়ে আশ্রয় দেন!

বীররাজা। রাণি! লোকমুখে রঞ্জিত অপবাদের মধ্যে কতটুকু সত্য—কতটুকু মিথ্যা, তা স্থির করা বড়ই কঠিন। তোমার মত আমারও ধারণা ছিল যে, সে নরঘাতী, অত্যাচারী, অধার্ম্মিক। কিন্তু তাকে দে'খে আমার সে ধারণা সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। রাণি! মানুষ যে এমন ধার্ম্মিক হ'তে পারে, গল্পে প'ড়েছি বটে, কিন্তু আজ ভাগ্যবশে প্রত্যক্ষ কর্‌লুম।

ভানুমতী। তা হ'লে তাকে আর মানুষ বল্‌ছেন কেন? দেবতা বল্লে বোধ হয় আপনি আরও সন্তুষ্ট হন!

বীররাজা। তুমি বিদ্রূপ কর রাণি, কিন্তু প্রকৃত কথা বল্‌তে গেলে তা হই বৈ কি? এমন ধর্ম্মজ্ঞান বুঝি দেবতাতেও দুর্লভ।

ভানুমতী। তা হ'লে তাকে দেবতার আসনেও বসিয়ে সন্তুষ্ট নন! দেবতারও উচ্চে যদি কারো আসন থাক্‌তো, তাকে সেই আসনে বসাতে আপনার অভিপ্রায়?

বীররাজা। রাণি! একটা মহৎ লোকের উপর এমন মন্দ ধারণা পোষণ ক'রে রাখা ঠিক নয়। তা হ'লে তার সৎকার্য্যগুলিও তোমার কাছে মন্দ ব'লে প্রতীত হবে। রাণি! আমি স্বচক্ষে তার যে ব্যবহার দেখেছি, সেইগুলির উপর বিশ্বাস ক'রে তোমার ধারণা পরিবর্ত্তন কর। নতুবা তার সকল কার্য্যই সন্দেহের চক্ষে দে'খে, আমাকে তার শাসনের জন্য উত্ত্যক্ত কর্‌বে, আর আমাদের দাম্পত্য-সুখকে অশান্তিপূর্ণ ক'রে তুল্‌বে।

ভানুমতী। বিশ্বাসের কথা কেন তুল্লেন মহারাজ! আমি কবে আপনাকে

অবিশ্বাস করেছ? কিন্তু মানুষের ত ভুল বিশ্বাসও জন্মায়, আপনিও যখন মানুষ, তখন আপনারও ত তারপ্রতি ভুল বিশ্বাস জন্মাতে পারে।

বীররাজা। রাণি! তোমার ধারণা দূর করা দেখ্‌ছি আমার ক্ষমতার অতীত।

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ

কি চাও?

প্রহরী। মহারাজ! রাজসভায় দু'জন মল্ল এসেছে, মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। আপনার অর্দ্ধরাজ্য পণে মল্লক্রীড়ার ঘোষণা শুনে তারা আস্ফালন ক'রে ব'ল্‌ছে, রাজার মল্লগণকে যদি পরাজিত কর্‌তে পারি, তবে অর্দ্ধরাজ্য পুরস্কার নেব, যদি হারি, সেই উপযুক্ত দণ্ড নিয়ে প্রস্থান কর্‌ব।

বীররাজা। তুমি চল, আমি যাচ্ছি। [প্রহরীর প্রস্থান।

এ মল্লরা কে? আশ্চর্য্য সাহস বটে! কিন্তু আমার পক্ষে এ যে গুরুতর চিন্তার বিষয় হয়ে উঠ্‌ল। মল্লক্রীড়া-অনুরাগী আমি, প্রসিদ্ধ মল্লদের নিয়োজিত রেখেছি সত্য, কিন্তু যদি তারা কোন ক্রমে পরাজিত হয়, তবে পণ রক্ষার জন্য অকারণে অর্দ্ধরাজ্য হারাতে হবে। আবার যদি পণরক্ষা না করি, তবে আমার বীর নামে দেশ জুড়ে কলঙ্ক রট্‌বে। অর্দ্ধরাজ্য হারাতে হয়, তাও ভাল, তবু কলঙ্ক কিন্‌তে পার্‌ব না। যখন ঘোষণা প্রচার করেছিলুম, তখন এ সমস্ত ভাবা উচিত ছিল, এখন ভাবা বৃথা।

ভানুমতী। মহারাজ! আপনার সেই বিশ্বাসভাজন দস্যুকে তাদের সঙ্গে লাগিয়ে দিন না!

বীররাজা। সে আর অস্ত্র ধর্‌বে না প্রতিজ্ঞা করেছে।

ভানুমতী। মল্ল তারা—অস্ত্র-ধারণের আবশ্যক কি?

বীররাজা। রাণি! অস্ত্রচালনা কৌশলও মল্লযুদ্ধের একটা অঙ্গ। তবে আমাদের দেশে মল্লের সে অর্থ ক্রমে লুপ্ত হ'য়ে আস্‌ছে। কিন্তু এরা যখন এমন পণে মল্লক্রীড়া কর্‌তে প্রস্তুত, তখন এরা অস্ত্র-ব্যবসায়ীও বটে।

ভানুমতী। একটু পূর্ব্বেই না বল্‌ছিলেন, বিখ্যাত কৌশলীর সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেন। বিখ্যাত কৌশলী কি তার একটা কৌশল দ্বারা তাদের পরাভূত কর্‌তে পার্‌বে না?

বীররাজা। রাণি! পরিহাস পরিত্যাগ কর। [প্রস্থান।

ভানুমতী। তোমায় বরাবরই জানি, তুমি বীর, সরল, বিশ্বাসী। তোমার বিশ্বাস, কথায় নড়ান অসম্ভব। যাক্, বিষয় গুরুতর হলেও এ নিয়ে এখন আন্দোলন ক'রে কোন লাভ নাই। মা কালীর মনে যা আছে, তাই হবে। পূজার ফুল চয়ন ক'রে মন্দিরে যাই।

সখিগণের প্রবেশ ও গীত

ফুল না ফোটা ভাল।
ফুটিয়ে ঝরিতে যদি জনম গেল॥
রচি মোহন মালা, যদি সাজায়ে ডালা
বঁধুয়ারে দেয় ডালি বিলাসী বালা,
ফুল জীবনে বিষাদ, হায় পূরিল না সাধ,
না শুকাতে নিজ তাপে নিজে শুকাল॥
যদি দেবের কৃপায় উঠে দেবতার পায়,
সৌরভ গৌরব সফল তাহায়,
ফুল জনমে, সে বিভুরে নমে,
অন্তরে বাহিরে তার সকলি আলো॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মল্লভূমি

বীররাজা, আসাদ, জোনেদ ও মল্লগণ

জোনেদ। মহারাজ, আপনার মল্লদের বীরত্ব তো দেখ্‌লেন? আর যদি কেউ মল্ল থাকে, অনুমতি করুন, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোক্। না হয়, আপনি স্বয়ং অস্ত্র ধরুন। আর যদি হীন মল্ল ব'লে নিজে যুদ্ধ কর্‌তে ইচ্ছা না করেন, আপনি হিন্দু, সত্যরক্ষার্থে আপনার অর্দ্ধরাজ্য আমাদের দিন।

বীররাজা। (স্বগত) তাই তো. অভিমানের বশে সত্য সত্যই কি অর্দ্ধ-রাজ্য হারাতে হ'ল! কি অদ্ভুত শক্তিশালী এই অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয়! আমার কোন মল্লই এদের পরাস্ত করা দূরে থাক্, এদের শক্তির নিকট কেউ দাঁড়াতেই পাল্ল না। এখন বাকি আমি। আমার পরাজয়ে শুধু আমার অর্দ্ধরাজ্য নয়, আমার জীবনদানে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্‌তে হবে। এ কলঙ্কের বোঝা নিয়ে তো বেঁচে থাক্‌তে পার্‌ব না।

আসাদ। মহারাজ, নীরব কেন? কর্ত্তব্য স্থির করুন। আমরা আর বৃথা বিলম্ব কর্‌তে পারি না।

বীররাজা। আর বিলম্ব কর্‌তে হ'বে না বীর। আমার মল্লদের হারিয়েছ ব'লে মনে কোরো না যে, বাঙ্গালা এখন বীরশূন্য। এখনও আমি মরিনি। প্রস্তুত হও, হিন্দু কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। আমায় পরাজিত ক'রে আমার অর্দ্ধরাজ্য গ্রহণ কর।

(যুদ্ধার্থে অগ্রসর)

রোস্তমের প্রবেশ

রোস্তম। সে কি মহারাজ? ভৃত্য থাকৃতে আপনি কেন? যতদিন

আমি আছি, ততদিন বাঙ্গালা বীরশূন্য নয়। কে যুদ্ধার্থী আগন্তুক, এ দিকে এস, ভৃত্যকে পরাজিত ক'রে মহারাজের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার স্পর্দ্ধা ক'রো।

বীররাজা। এ কি! মহম্মদ, তুমি!

রোস্তম। বিস্মিত হচ্ছেন কেন মহারাজ? ময়ূরাক্ষী নদীতীরে বৃথাই কি আপনার ভৃত্যত্ব স্বীকার করেছি?

বীররাজা। কিন্তু বীর, তুমি যে অস্ত্র ধর্‌বে না প্রতিজ্ঞাবদ্ধ?

রোস্তম। অস্ত্রের প্রয়োজন কি মহারাজ? আগে বাহুযুদ্ধে এরা আমায় পরাস্ত করুক, পরে অস্ত্র। এস বীর, এগিয়ে এস। একা কিম্বা যদি ইচ্ছা কর, দু'জনে এক সঙ্গে আমার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

আসাদ। কে এ!

জোনেদ। কে তুমি?

রোস্তম। চেয়ে দেখ, চিন্‌তে পার?

আসাদ ও জোনেদ। এঁ্যা, আপনি—আপনি—

রোস্তম। সন্দিগ্ধ পাঠান! আমার অগম্য স্থান কি আছে? যে আজ দিল্লী, কাল মুর্শিদাবাদ, পরশু ঢাকা ক'রে বেড়াতে পারে, তার বীরভূমে আগমন কি অসম্ভব? স্মরণ কর দেখি, যেদিন ঢাকার নবাব-বাড়ীতে ডাকাতি হয়, সেদিন তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে। নবাবের আদেশক্রমে তোমরা দস্যুদিগকে বাধা প্রদান কর্‌তে অগ্রসর হও। শেষে দস্যুসর্দ্দারের হাতে যখন তোমার জীবনসংশয় হ'ল, তখন পরাভবের চিহ্নস্বরূপ এক রত্নখচিত অসি প্রদান ক'রে সেই দুর্দ্ধর্ষ সর্দ্দারের পদতলে জীবন ভিক্ষা ক'রে নাও। এখন চেন দেখি জোনেদ, তোমাদের এই সম্মুখস্থ ব্যক্তি সেই দুর্দ্ধর্ষ সর্দ্দার কি না?

জোনেদ। (পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া) ক্ষমা করুন প্রাণদাতা! প্রথম

দর্শনেই আপনাকে চিন্‌তে না পেরে বড়ই গর্হিত কার্য্য করেছি! মহারাজ, আমরা পরাস্ত! মল্লযুদ্ধের কথা তুলে আর আমাকে লজ্জিত কর্‌বেন না।

রোস্তম। ওঠ জোনেদ ওঠ। (জোনেদকে উত্তোলন ও আসাদের প্রতি) তোমার যদিও পরাভবের কোন চিহ্ন নেই আসাদ,—কিন্তু স্মরণ কর, প্রথমেই কে দন্তে তৃণ ক'রে প্রাণ ভিক্ষা করেছিল?

আসাদ। যথেষ্ট স্মরণ আছে, আর লজ্জা দেবেন না।

হেদায়েতের প্রবেশ

হেদায়েৎ। লজ্জা দেবেন না বল্লেই কি ছাড়ান পাবে সাহেব? আর মুখে লজ্জা দিলেই কেবল লজ্জা পাও, মনে তোমাদের লজ্জা কৈ? তা থাক্‌লে কি আর তুচ্ছ প্রাণের জন্য দন্তে তৃণ ক'রে গরুর মত জাবর কাট্‌তে লেগে যাও, না ছোট মিঞা থপ্ ক'রে থাপ্ শুদ্ধ তলোয়ার-খানা পায়ের গোড়ায় ফেলে দিয়ে টাট্টু ঘোড়ার মত টাপে পা চালিয়ে দেয়? আমাকে বলেছিলে গাধা, তা সে ত তোমাদের চেয়ে ভাল। মারের ভয়ে সে কখনই দৌড় দেয় না। যত করেই মার, সে টাপে কিছুতেই চল্‌বে না। তবু সে ক্ষুদ্র দুর্ব্বল প্রাণীর বীরত্ব আছে বল্‌তে হবে।

আসাদ। চুপ কর বেকুফ! এটা তোর ফক্কুড়ির স্থান নয়।

হেদায়েৎ। নয়? তবে বুঝি এটা কেবল ঐ সিঁদুরে মেঘটিকে দে'খে (রোস্তমকে নির্দ্দেশ করিয়া) জন্তুবিশেষদের ডরিয়ে পালাবার স্থান? তা বেশ! তবে এই চুপ্।

বীররাজা। এ যুবকটি কে?

আসাদ। ওটি আমারই শ্যালক। বাল্যকালেই মাতৃহীন হ'য়ে আমার

মৃত। পত্নীর আর আমার মাতার আস্কারা পেয়ে পেয়ে, আমারই খায়, আর আমারই বুকে ব'সে দাড়ি ওপড়ায়। আবার ওকে কিছু বল্‌তে গেলেই মা দুঃখিত হন। কাজেই এমন বেল্লিক হ'য়ে উঠেছে।

বীররাজা। না না, বেল্লিক্ বল্‌ছ কেন? আনন্দময় বল।

হেদায়েৎ। বলুন ত রাজা ম'শায়, অমন সুন্দর নাম না ব'লে কোথা বেল্লিক, কোথা ফক্কড়, কোথা গাধা, কোথা বেকুফ—এই সমস্ত ব'লে ব'লে আমার মাথা খারাপ ক'রে দেয়। তা যাক্। দেখুন প্রাণদাতা, আপনি, এঁদের প্রাণ দিয়েছেন, আমারও প্রাণ দান করুন। দুর্ব্বল প্রাণ আমার দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠেছে। অস্ত্রশিক্ষা দিয়ে আমাকে সবল ক'রে আমার ভেভুড়ে দুর্নাম অপনোদন করুন। কিন্তু দোহাই, এঁদের ওপর যেন বরাত দেবেন না। তা হ'লে ওঁরা অস্ত্রকৌশলের সঙ্গে সঙ্গে জাবর-কাটার কৌশল এবং টাট্টু ঘোড়ার টাপের কৌশলও শিখিয়ে দেবেন।

রোস্তম। বেশ, আমার কাছেই যদি অস্ত্রশিক্ষা কর্‌তে তোমার অভিপ্রায়, তবে আমার নিকটেই শিখো। তোমাকে যেরূপ বুদ্ধিমান্ দেখ্‌ছি, তুমি অল্পদিনেই সমস্ত কৌশল আয়ত্ত কর্‌তে পার্‌বে।

হেদায়েৎ। শুনে রাখ বোনাই সাহেব, শুনে রাখ। তোমাদের প্রাণদাতা আমাকে কি বল্‌ছেন, শুনে রাখ! যদি গালাগালি দিতে হয়, তবে বুদ্ধিমান্ ব'লে দিও, সেই উল্টোটা ব'লে দিও না। এখন চল বোনাই-সাহেব, আর মুখ চুণ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে কি কর্‌বে? আহা, ছোট মিঞা, অর্দ্ধরাজাটা বড় ফস্কে গেল!

বীররাজা। রাজ্যলাভ হ'ল না বটে, কিন্তু বীরদ্বয়! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমরা যথার্থই বীর। প্রকৃত বীরের মর্য্যাদাদানে আমরা

কখনই পরাঙ্মুখ নই। আজ হ'তে আমি তোমাদের সেনাপতির পদ প্রদান কল্লুম।

উভয়ে। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

জোনেদ। তবে দু'জন সেনাপতির কি আবশ্যক হবে? শুনেছি, দেওয়ান ম'শায় মারা গেছেন, আমাকে দেওয়ানের পদে নিয়োগ কর্‌তে কি মহারাজের কোন আপত্তি আছে?

বীররাজা। কিছুমাত্র না। বুদ্ধিমান্‌দের দ্বারা সকল কার্য্যই সম্ভব। ভাল, তবে তোমরা এখন বিশ্রাম কর গে।

উভয়ে। যথা আজ্ঞা।

[আসাদ ও জোনেদের প্রস্থান।

রোস্তম। মহারাজ! অধীনের অপরাধ নেবেন না, একটা কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই। অপরিচিতকে গুরু রাজকার্য্যভার দেওয়া কতদূর যুক্তিসঙ্গত, সেটা কি বিচারসাপেক্ষ নয়?

বীররাজা। না রোস্তম, বীরভূমের সিংহাসন বালির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অপরিচিতের দ্বারা কোন অনিষ্টাশঙ্কা আমি করি না।

রোস্তম। খোদা করুন, তাই হোক্। কিন্তু মহারাজ, আসাদ আর জোনেদ জেনে গেল যে, আমি রোস্তম। অনুগ্রহ ক'রে তাদের সঙ্গে সঙ্গে ব'লে পাঠান, যেন তারা আমাকে এখানে মহম্মদ বলেই প্রচার করে।

বীররাজা। বেশ। কিন্তু রোস্তম! তোমারই অনুগ্রহে আজ আমি অর্দ্ধরাজ্য ফিরে পেলুম্। তোমাকে পেয়ে অবধি মনে আশা জেগেছে যে, একদিন আমি বঙ্গের একচ্ছত্রী রাজা হ'তে পার্‌ব। আজ যদি অর্দ্ধেক রাজ্য হারাতেই হ'ত, তবে সে আশায় জলাঞ্জলি দেওয়া

ব্যতীত আর উপায় ছিল না। যদিও আমি এ রাজ্য শাসন কর্‌ব, তবুও আমি মনে মনে জান্‌বো, ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ এ অর্দ্ধরাজ্য তোমার।

রোস্তম। যদি তাই জান্‌বেন মহারাজ! তবে এটাও জানুন্—এ গোলাম কার?

বীররাজা। (আলিঙ্গন করিয়া) তুমি যে আমার তা জানি! আর তা জানি ব'লেই ফিরে পাওয়া অর্দ্ধরাজ্য শাসন কর্‌তে মনে কোন দ্বিধা বোধ কর্‌ব না। এমন কি, সেই রাজ্য-সংক্রান্ত তোমার কোন অপরাধে তোমাকেও শাসন কর্‌তে কুণ্ঠিত হব না।

রোস্তম। রাজা! আমার দলস্থ দস্যুগণ কেউ কেউ বা আপনার বেতন-ভোগী সৈনিকমধ্যে গণ্য হ'তে চায়, কেউ বা বীরভূমের বিপদসময়ে এসে সাহায্য কর্‌তে চায়। অস্ত্র ত্যাগ ক'রে আমি ত অকর্ম্মণ্য হয়ে গেছি। তাদের সাহায্যে আপনার বঙ্গ-বিজয়ের আশা সফল করুন। আপনার পায়ে তরবারি রাখ্‌বার জন্য তারা বহির্দ্দেশে অপেক্ষা কর্‌ছে। এ গোলাম স্বত্ব ত্যাগ ক'রে তার এই শিক্ষিত সৈন্যদল মহারাজকে নজর দিচ্ছে, গ্রহণে বাধিত করুন।

বীররাজা। রোস্তম! তুমি আমার শত্রু না মিত্র, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। না, নিশ্চয়ই তুমি আমার শত্রু; নতুবা এক সঙ্গে এতগুলো আনন্দ সংবাদে আমায় পাগল ক'রে দিতে চাও কেন? এখন আমি ভাব্‌ছি, তোমার পূর্ব্ব বৃত্তিতে দস্যুতা বল্‌ব, না ধর্ম্মের শিক্ষকতা বল্‌ব! এস এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

হেদায়েৎ। কাঠকুড়ুনীর ছেলে সদর-নায়েব হ'লেই তার মনে অহঙ্কার এসে উঁকিঝুঁকি মারে। আর আমার বোনাই সেনাপতি হ'ল ব'লে আমি শালা—আমার মনে অহঙ্কার দেখা দিচ্ছে। কেননা, বোনাই মুখে যাই বলুক, কাজে আমাকে ভাইয়ের অধিক ভালবাসে। আমি যা করি, বোনাই মুখে আমাকে তিরস্কার কর্‌লেও, সে কাজের নড়চড় করে না। বরং কেউ তা কর্‌তে গেলে আমার মনে দুঃখ হবে ব'লে তাতে বাধা দেয়। এই ত আমার জোর। সেটুকু জোরের জোরেই যদি মনে এত অহঙ্কার দেখা দেয়, তবেই ত সর্ব্বনাশ! শালা না হ'য়ে যদি ছেলে হতুম, তবে ত আমি বোধ হয় হাতে মাথা কাট্‌তুম। আর বাপ যদি সেনাপতি কি মন্ত্রী কি রাজাই হয়, তাতে ছেলেরই বা অহঙ্কার কর্‌বার আছে কি? ছেলের তাতে বাহাদুরীটা কি আছে? তা হ'লে হেদায়েৎ আলি! এ বৃথা অহঙ্কার রাখা ত তোমার উচিত নয়। এ অহঙ্কারকে হয় কেঁদে তাড়াও, নয় হেসে ওড়াও।

ফকর-উল্লার প্রবেশ

এইও, সেলাম না ক'রে বড় যে চ'লে যাচ্ছিস্?

ফকর। (অবাক্ হইয়া সেলাম করিবে কি না করিবে ভাবিতে ভাবিতে সেলামকরণ)

হেদায়েৎ। তোর নাম কি?

ফকর। সে—এ—থ—ম—মহম্মদ—ফ—ফ—ফ—

হেদায়েৎ। থাম্ থাম্, অত কষ্টে কাজ নেই। এই তোৎলার অত বড় দেড়গজ নাম! সর্ব্বনাশ! ছোট ক'রে বল্, ছোট ক'রে বল্। যেটুকু ব'লে লোকে সাধারণতঃ ডাকে, কেবল সেইটুকু বল্।

ফকর। ফ—ফ—ফ—কর—অ—অ—উ—উ—উল্লা।

হেদায়েৎ। আচ্ছা, ঐ হয়েছে। তা ফকর-উল্লা, তোমার কি করা হয়?

ফকর। ভি—ভিক্ষে করি।

হেদায়েৎ। (স্বগত) তবু ত ভেতুড়ের চেয়ে উঁচু কাজ করে। (প্রকাশ্যে) অমন গতর, চাকৃরি কর না কেন?

ফকর। চা—চাকরি কে—কেউ দেয় না যে।

হেদায়েৎ। পেলে কর?

ফকর। হুঁ।

হেদায়েৎ। বেশ, কি কি কাজ কর্‌তে পার বল।

ফকর। স—সবই পারি।

হেদায়েৎ। এই মিছে কথা বল্‌ছ। বক্তৃতা কর্‌তে পার?

ফকর। (লজ্জিতভাবে) জি, না।

হেদায়েৎ। তবে? যদি খানসামাগিরি কর, তবে তোমায় একটি খানসামাগিরি দিতে পারি।

ফকর। আজ্ঞে খু—উব কর্‌ব। খে—তে পাই না হু—হুজুর।

হেদায়েৎ। আচ্ছা, তা হ'লে উপস্থিত এক কাজ কর। আমি সেনাপতির ভেতুড়ে শালা, রাস্তা দিয়ে চলেছি, সঙ্গে একটি শরীররক্ষক নাই। তুমি শরীররক্ষক হয়ে আমার সামনের ভিড় সরাতে সরাতে "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও" বলে হেঁকে চল।

ফকর। যে—যে—আজ্ঞে হুজুর। ত—ত—ত—

হেদায়েৎ। ত—ত—তয়ে কাজ নেই। শুধু "ফাৎ যাও" বল্ দেখি, তা হ'লেই "তফাৎ যাও" এর মত শোনাবে।

ফকর। ফা—ফা—ফাৎ—ফা—ফা—ফাৎ—.

হেদায়েৎ। বেরো আঁটকুড়ির ছেলে, শুধু 'ফাৎ' 'ফাৎ' কর্‌তে লাগ্‌ল। তোকে আর মুখে কিছু বল্‌তে হবে না বাপু, শুধু জঙ্গী জোয়ানের মত দেমাক্‌ভরে সাম্‌নে সাম্‌নে চল্। (ফকর-উল্লার তথাকরণ)

সোলেমানের প্রবেশ

সোলে। এ কি সং না কি!

হেদায়েৎ। এইও! আমাকে যে সেলাম না ক'রে চ'লে যাচ্ছ?

সোলে। কি রকম?

হেদায়েৎ। রকম? রকম আবার কি? জানো—আমার বোনাই এ রাজ্যের সেনাপতি বাহাল হ'লেন?

সোলে। হ'লেন, তা হয়েছে কি?

হেদায়েৎ। জানো, সেনাপতির শালা, কত লোকের ভগ্নীপতির ধাক্কা, তার চেয়েও বড়। তেমন সেনাপতির শালা রাস্তা দিয়ে চলেছে, তুমি আদাব না ক'রে চলে যাচ্ছ?

সোলে। তা ত যাচ্ছিই। সেনাপতির শালা রাস্তা দিয়ে চলেছে ত লোকের কি?

হেদায়েৎ। তোমাকে এখুনি ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে দেব জানো?

সোলে। ওহে, এটা বীররাজার রাজ্য, এখানে খামখেয়ালি চলে না। কোথাকার ছোটলোক হে তুমি? বোনাই সেনাপতি হয়েছে ত তোমার মেজাজ বিগড়ে গেল কেন?

হেদায়েৎ। তাই বল ত ভাই, বোনাই সেনাপতি হ'ল ত আমার মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেল কেন? শুধু ছোট লোক ব'লে ক্ষান্ত হ'য়ো না ভাই,

আরও গোটাকতক ঐ রকম রসাল বুকনি ঝাড, নইলে মেজাজ বেশ দোরস্ত হবেনা ; যে অহঙ্কারটা মনে এসে উঁকি ঝুকি মার্‌ছে, সেটা দূর হবেনা।

সোলে। (স্বগত) এ কি ধরণের লোক !

হেদায়েৎ। ঘৃণা দেখাও ভাই, ঘৃণা দেখাও। এমন ঘৃণা দেখাও, যা আমার মর্ম্মে গিয়ে আঘাত কর্‌বে। মর্ম্মান্তিক হ'য়ে যেটা আমায় বুঝিয়ে দেবে যে, আত্মসম্মানের অহঙ্কার ব্যতীত আর সকল অহঙ্কারই লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হয়। বুঝিয়ে দাও, জোর ক'রে ধ'রে, কারও মাথা নুইয়ে দিলে তাকে সেলাম বলে না, ভক্তিতে যখন তার মাথা আপনি অবনত হ'য়ে আসে, তাকেই সেলাম বলে।

সোলে। এ কি ! এমন জ্ঞানী আপনি, সমস্ত জেনেশুনেও এই নীচ প্রহসনের অভিনয় কর্‌ছিলেন কেন ?

হেদায়েৎ। হেসে ওড়াচ্ছি ভাই, হেসে ওড়াচ্ছি। মনে যে অন্যায় অহঙ্কারটা জম্‌ছিল, সেটাকে তাড়াবার দু'টো পথ ঠিক করেছিলুম, হয় কেঁদে তাড়ান, নয় হেসে ওড়ান। কেঁদে তাড়ান বড়ই কঠিন। ঈশ্বরে ভক্তি না থাক্‌লে তেমন কান্না আসে না, তাই হেসে ওড়াচ্ছি। তোমার মত আর গোটাকতক লোক অম্‌নি মিষ্টি বুক্‌নি ঝেড়ে গেলেই অহঙ্কারের দফা একদম ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সোলে। তার আর আবশ্যক হবে ব'লে বোধ হয় না। আপনার নাম্‌টি জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি ?

হেদায়েৎ। পার। কিন্তু আমার একটা সমস্যা হয়েছে। আমরা ত পাঠান, কিন্তু বোনাই হ'লেন হিন্দু রাজার সেনাপতি। হিন্দুদের অখাদ্য ছেড়ে এখন হ'তে আমাদের হিন্দুর মতই থাক্‌তে হবে। তাই ভাব্‌ছি, নামটি মোনিন মতে ব'ল্‌ব, না হিন্দুমতে ব'ল্‌ব ?

সোলে। যখন হিন্দুভাবেই থাক্‌বেন, তখন না হয় হিন্দুমতেই বলুন।

হেদায়েৎ। আমার নাম বিশ্রী হেদায়েৎ আলি খাঁ ; তারপর দিনকতক মুরগীর ঠ্যাং না খেলেই একেবারে গঙ্গোপাধ্যায় হ'য়ে পড়্‌ব!

সোলে। (হাসিয়া) বেশ, বেশ! তা বিশ্রী হেদায়েৎ আলি খাঁ কি রকম?

হেদায়েৎ। ওঃ, ওর মধ্যে ভারি আইনের মার-প্যাঁচ আছে।

সোলে। নামের মধ্যে আবার মার-প্যাঁচ কি?

হেদায়েৎ। আচ্ছা, তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার চেহারাটা কি রকম? ঠিক ব'লো।

সোলে। বিশেষ যে ভাল, তা বল্‌তে পারা যায় না।

হেদায়েৎ। তবে! এমন বিশ্রী চেহারাকে "শ্রী" ব'লে চালাতে গেলে আইনের লোক-ঠকানে ধারায় শাস্তি পাওয়া উচিত কি না? তাই আমি আইন বাঁচিয়ে নাম বল্লুম।

সোলে। আপনার আইন-জ্ঞান তো খুব টন্‌টনে।

হেদায়েৎ। তোমার নামটি কি ভাই?

সোলে। সোলেমান খাঁ।

হেদায়েৎ। অত ছোট নাম! আর এই বেটা তোৎলার নামটা যেন একটা দেড়গজি বয়েৎ। ওকে নাম ব'ল্‌তে ব'লেই বেকুফ্‌ খিঁচুনি দেখে মনে হ'ল বুঝি বা দম আট্‌কেই মারা যাবে। যাক্‌, দেখা-সাক্ষাৎ হবে ত?

সোলে। নিশ্চয়ই হবে। আপনার মত সাধুর সঙ্গ কার না বাঞ্ছনীয়?

হেদায়েৎ। সেনাপতির শালা হ'লুম ব'লে মনে যে অহঙ্কারটা জম্‌ছিল, সেটা যদি দয়া ক'রে তাড়িয়ে দিলে, তবে আবার সাধু ব'লে তার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে দিচ্ছ কেন ভাই? তবে এখন চল্লুম! চল ফক্কর-উল্লা। [পরস্পরের সেলাম ও প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

হেদায়েতের কক্ষ

(নেপথ্যে ফকরউল্লা) র—অ—অক্ষে কর, র—অ—অক্ষে কর।

(নেপথ্যে হেদায়েৎ) যখন ধরেছি, তখন আজ আর তোকে কিছুতেই ছাড়্‌ছি না।

ফকরউল্লাকে টানিয়া লইয়া প্রবেশ

নে, তলোয়ার নে, যুদ্ধ কর্।

ফকর। আ—আমি যু—উদ্ধের কি জা—আনি।

হেদায়েৎ। সে কথা শুন্‌বো না, তলোয়ার ধর্।

ফকর। হা—আত কেটে যাবে।

হেদায়েৎ। বেটা, বাঁটে ধর্‌লে হাত কাটে ?

ফকর। আ—আগায় যখন গ—অলা কাটে, তখন বাঁ—আঁটে আর হা—আতটা কাট্‌তে পা—আরে না ?

হেদায়েৎ। বেটার কি বুদ্ধি! নে বেটা, ধর্, ধর্।

ফকর। কো—ওন খানে ধ—অরব দে—এখিয়ে দাও।

হেদায়েৎ। এইখানটায়। বেশ ক'রে চেপে ধর্।

ফকর। ধ—ধরেছি।

হেদায়েৎ। এইবার বল্—"রে পাপিষ্ঠ ধৃষ্ট—আজ আর আমার হাতে তোর নিস্তার নাই।"

ফকর। বে—এয়াদবী হ—অবে যে হুজুর!

হেদায়েৎ। বেটা, আমি নিজেই যখন বল্‌তে বল্‌ছি, তখন, আবার বেয়াদবী কি ? গালাগাল দিয়ে আমার একটু রাগ জমিয়ে দে। নইলে যুদ্ধ কর্‌তে মন উঠ্‌বে কেন ?

ফকর। শেষে যদি স—অত্যি রেগে গিয়ে, এক কোপ ব—অসিয়ে দাও ?

হেদায়েৎ। না না, তা দেব না। নে, এখন বল্—রে পাপিষ্ঠ ধৃষ্ট—

ফকর। রে—পা—আ—আপিষ্ট—ধি—ধি—ধি

হেদায়েৎ। (ভেঙ্গাইয়া) ধি—ধি—ধি। বেরো বেটা, তোকে নিয়ে কি যুদ্ধ হয় ? রাগের পরিবর্ত্তে হাসি আস্‌ছে। আমি নিজে নিজেই যুদ্ধ কর্‌ব, তুই যা।

ফকর। বা—বা—বাঁ—বাঁ—আঁচ্‌লুম। [প্রস্থান।

হেদায়েৎ। হুঁ, ওস্তাদজী ব'লে দিয়েছিলেন, ডাইনে একটা টোক্কর, তার পর বাঁয়ে একটা প্যাঁচ। (তদ্রূপ করণোদ্যোগ) না, না মাটীতে দাঁড়িয়ে ক'র্‌লে ত ঘোড়ার উপর অভ্যাস হবে না। একটা ঘোড়া চাই। একটা ঘোড়া দেখি। (প্রস্থান ও একটা আল্‌নায় কম্বল ও লাগাম দিয়া টানিয়া আনয়ন) এইটাকেই ঘোড়া করা যাক্। (উপরে আরোহণ) বাঁয়ে প্যাঁচ, ডাইনে টোক্কর। বাঁয়ে প্যাঁচ ত এই; কিন্তু ঘোড়ার ওপর ডাইনে টোক্কর কেমন ক'রে দিই। (চিন্তা)

রোস্তমের প্রবেশ

রোস্তম। এ কি! হেদায়েৎ আলি আল্‌নার ওপর চড়ে ব'সে কেন ? ওঃ, ঐ যে লাগাম লাগিয়েছে, হাতে তলোয়ার। ধন্য ধন্য এই যুবকের একাগ্রতা। এমন তন্ময় হ'য়ে অসি-চালনার প্রণালী চিন্তা কর্‌ছে যে, আমার আগমন সম্বন্ধেও কিছুই জান্‌তে পারে নাই। ধন্য একাগ্রতা। হেদায়েৎ আলি!

হেদায়েৎ। (নিরুত্তর)

রোস্তম। এত তন্ময় যে, আমার আহ্বানও ওর কর্ণে প্রবেশ কর্‌লে না। (অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে) হেদায়েৎ আলি!

হেদায়েৎ। (লজ্জিতভাবে জিহ্বা কর্ত্তন ও আল্‌না হইতে অবতরণ)

রোস্তম। ও কি কর্‌ছ?

হেদায়েৎ। আজ্ঞে, ও কিছু নয়।

রোস্তম। লজ্জিত কেন বৎস? শিক্ষার এই একাগ্রতা ত লজ্জার বিষয় নয়, এ ত গৌরবের কথা। কিন্তু বৎস! একাকী এমন ভাবে সাধনা কর্‌তে গেলে হয় ত ভুল অভ্যাস হ'তে পারে। যতক্ষণ অভ্যাসের ইচ্ছা থাকে, আমার সম্মুখে কর না কেন?

হেদায়েৎ। একে ত সারা সকালটা আপনাকে বিরক্ত করি, তার ওপর—

রোস্তম। কর্ম্মহীন দস্যুর আর কি কার্য্য আছে বাপ! যতক্ষণ তোমার আর রাজকুমারের শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকি, ততক্ষণই আমার বেশ কাটে, তার পর দারুণ দুঃখের স্মৃতি এসে আমায় চেপে ধরে। কিন্তু তখন এমন কোন অবলম্বন থাকে না, যার দ্বারা সেই স্মৃতির তাড়না হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করি। তুমি যদি আমাকে সেই অবলম্বন প্রদান কর, তবে শুধু যে তোমার শিক্ষালাভ হবে, তা নয়, আমারও যথেষ্ট উপকার করা হবে।

হেদায়েৎ। যে আজ্ঞে, এখন হ'তে যতক্ষণ ক্লান্ত না হব, ততক্ষণ আপনার নিকটে থেকেই অস্ত্র শিক্ষা কর্‌ব। কিন্তু নিজেকে দস্যু ব'লে অভিহিত কর্‌লেন কেন, তা ত বুঝলুম না।

রোস্তম। সেই কথা বল্‌বার জন্যই আজ নির্জ্জনে তোমার কক্ষে এসেছি। কারণ, প্রিয়তম শিষ্যের নিকট গুরুর আত্মগোপন করা কর্ত্তব্য নয়। সে দিন আমার নাম মহম্মদ ব'লে তোমার নিকট পরিচয় দিয়েছিলুম, কিন্তু আমার নাম মহম্মদ নয়।

হেদায়েৎ। সে কি! তবে আপনার প্রকৃত নাম কি?

রোস্তম। সে নাম ত্রিভুবন-ত্রাস নাম, সে নাম গৌরব-অগৌরবে মিশ্রিত নাম, সে নাম এখন আমার জীবননাশী নাম।

হেদায়েৎ। এমন নাম! কি সে নাম?

রোস্তম। সে নাম—রোস্তম।

হেদায়েৎ। (পশ্চাৎপদ হইয়া) আপনি! আপনিই সেই ভারতবিখ্যাত মহাপরাক্রান্ত দস্যু রোস্তম?

রোস্তম। আমিই সেই কুখ্যাত হতভাগ্য।

হেদায়েৎ। হতভাগ্য তাতে আর সন্দেহ নাই, নইলে অমন সাধ্বী সতী স্ত্রীকে হারাবেন কেন?

রোস্তম। সে করুণ কাহিনী আর তুলো না হেদায়েৎ আলি! তা হ'লে অন্তর্নিহিত যাতনা হাহাকারে ফেটে পড়বে। (মুদ্দিত-নেত্রে) আহা, কি সে সময়! ময়ূরাক্ষীর আবিল তরঙ্গে নির্ম্মল চন্দ্রের প্রতিবিম্ব, সমীরণে বাব্‌লা ফুলের গন্ধ, আর সেই অবিশ্রাম শব্দময়ী তরঙ্গ। তার মাঝে মোহন সাজে প্রেমিক দম্পতী। এমন সময় ঘূর্ণিতে তরণী ডুব্‌লো, দস্যুর দুর্দ্ধর্ষতাও সেই সঙ্গে অতল জলে ডু'ব গেল।

(সমাধিমগ্ন হইলেন)

হেদায়েৎ। একি! গুরুজী যে সত্য সত্যই ধ্যানমগ্ন হ'য়ে পড়্‌লেন! গুরুজী! গুরুজী! বিগত চেতন,—কিন্তু কাষ্ঠপুত্তলিকার মত দণ্ডায়মান। আহা! ডাক্‌তে সাহস হয় না; সাধক সমাধিতে বসেছে, কেমন ক'রে তার সাধনে ব্যাঘাত দেব? কি পবিত্র প্রেম! শুভ্র, অনাবিল, কামনাগন্ধহীন। দস্যু হ'য়ে এমন পবিত্র প্রেমের অধিকারী —যা সাধুরও প্রার্থনীয়, দেবতারও অনুকরণীয়· এই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের টানই, সেই প্রেমিকাকে মৃত্যুর ঘর হ'তে ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু সে সংবাদ ত ইনি অবগত নন। সংবাদ দেব কি? এ সময় যদি

অধিক উল্লাসে কোন বিপদ ঘটে ; না, বীরের হৃদয়, বিপদের সম্ভাবনা কি ? আশা দিই, তবু এ নিরাশ প্রাণ আশার আলোকে উদ্ভাসিত হবে। (গা ঠেলিয়া) গুরুজী !

রোস্তম। কে ও, হেদায়েৎ আলি ? চির দুঃখীর ক্ষণিক সুখস্বপ্ন কেন ভেঙ্গে দিলে বাপ ! স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম্, যেন আমার রোমেনা জীবিত,—আমার প্রতীক্ষায় কুটীরে শয্যা রচনা ক'রে ব'সে আছে। এমন সময়ে তুমি আমার গা ঠেলে আমার তেমন সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে ?

হেদায়েৎ। তা' হ'লে ত বড়ই অপরাধ করলুম। কিন্তু গুরুজী ! আপনার ন্যায় প্রেমিকের স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয় না। আপনার স্ত্রী জীবিত।

রোস্তম। কি, কি বল্লে ?

হেদায়েৎ। তিনি জীবিত। আপনার এই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের টানে তিনি মৃত্যুর ঘর হ'তে ফিরে এসেছেন। এক ফকীর তাঁর প্রাণ দান করেছেন। এমন কি, আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি তাঁকে মাতৃ সম্বোধন করেছি।

রোস্তম। সত্য ক'রে বল হেদায়েৎ আলি, আমার অবস্থা দেখে মিথ্যা দ্বারা আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ক'রো না। বয়োজ্যেষ্ঠ আমি, তোমার গুরু আমি, তোমার পায়ে ধ'রে বল্‌ছি, সত্য ক'রে বল, রোমেনা জীবিত ?

হেদায়েৎ। জীবিত।

রোস্তম। রোমেনা জীবিত ?

হেদায়েৎ। জীবিত।

রোস্তম। রোমেনা জীবিত ?

হেদায়েৎ। জীবিত। (রোস্তমের মূর্চ্ছিত হওন)

হেদায়েৎ। গুরুজী—গুরুজী !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আসাদের কক্ষ

আসাদ ও নর্ত্তকীগণ

গীত

কোথা হ'তে ফুটে উঠে মাঝে মাঝে দেখা দাও।
শরতের ধারা সম ক্ষণেক নাহিক রও॥
হইয়ে পলকহীন আবেশে চাহিয়া থাকি,
ও মোহন ছবিখানি হৃদয়ে আঁকিয়া রাখি,
পড়িলে পলক হেরি উড়িয়া গিয়েছে পাখী,
নাহি যদি রবে তবে কেন হেন এস যাও।
নিরমল নভে কেন বরিষা ধারা ঝরাও॥

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। উজীর সাহেব আস্‌ছেন।

আসাদ। তোমরা এখন যাও। ভাইজান নাচগানের উপর বড় চটা।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

হঠাৎ জোনেদের আগমন কেন? সে দিন এত বল্লুম, তবু কি দুরভিসন্ধি ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লে না। অন্নহীন ছিল, দেওয়ানী পেলে, এখন রাজ্য চায়। আর আমাকে তারই সহায়তা কর্‌তে বলে। এ বেইমানী আমার দ্বারা হবে না।

জোনেদের প্রবেশ

জোনেদ। ভাইজী, এখনও ভাল্ ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ।

আসাদ। এর আর বিবেচনা কর্‌ব কি? এ ত সোজা কথা। বেই-মানের স্থান জাহান্নমেও নেই।

জোনেদ। হঠাৎ তোমার ধর্ম্মজ্ঞানটা এত প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল কেন?

আসাদ। বিদ্রূপ কর্‌তে পার বটে। যে লম্পট, তার আর ধর্ম্মজ্ঞান কোথায়? কিন্তু ভাই, এক দোষে দোষী ব'লে যা কিছু কর্‌ব সবই যে দোষের কর্‌তে হবে তার মানে কি? এখনও মনে এ সান্ত্বনাটা পাই যে, আমি লম্পট বটে, কিন্তু আর কিছু নই। অন্য সকল বিষয়ে আমি সকলের সঙ্গে, মাথা সমান উঁচু ক'রে চল্‌তে পারি।

জোনেদ। তোমারই জন্য আমার এ আশা সফল হবে না?

আসাদ। এ যে তোমার দুরাশা। ছিলে মল্লব্যবসায়ী, ধনীদের বেতন-ভোগী মল্লদের সঙ্গে মল্ল-ক্রীড়া ক'রে ধনীর নিকট কিছু পুরস্কার ভিক্ষা ক'রে নিতে। এখানে এসে ভাগ্যবশে দেওয়ানী পেলে। তাতেও সন্তুষ্ট না হ'য়ে এখন রাজ্যের পানে হাত বাড়াতে চাও। ভিক্ষুক ভিক্ষাপাত্র ফেলে দিয়ে রাজদণ্ড ধর্‌লে রাজ্য বিশৃঙ্খল হয়ে উঠবে; শেষে বাধ্য হয়ে আবার ভিক্ষাপাত্র হাতে কর্‌তে হবে; মাঝখান থেকে লাঞ্ছনা ভোগটাই সার হবে।

জোনেদ। দরিদ্র ধনী হয়, ধনী দরিদ্র হয়, এই জাগতিক নিয়ম। চির-দিন কেউ একভাবে থাকে না। আজ যে পথের ভিখারী, কাল সে রাজ্যের অধিকারী; আবার আজ যে রাজ্যের অধিকারী, কাল সে পথের ভিখারী। এইরূপ উত্থান-পতন জগতে আবহমানকাল থেকে চ'লে আস্‌চে। কিন্তু কি উত্থানসময়ে কি পতনসময়ে যে তোমার মত নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকে, সেই কাপুরুষ।

আসাদ। রসনা সংযত কর জোনেদ। জেনে রেখো, মানব-ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। কাপুরুষতা বেশী কার? নিমক্‌হারামের না নিমক্‌হালালের? তুমি আমাকে কাপুরুষ বল কোন্ লজ্জায়? অন্তরে যার নীচতার প্রবল স্রোত প্রবাহিত, সে সাধুবাক্যের দোহাই দেয় এ বড় আশ্চর্য্য কথা। তোমার বেইমানীর পোষকতা না কর্‌তে পার্‌লে যদি লোকে কাপুরুষ হয়, তবে তোমার মত দু'একটা ছাড়া সকলকেই কাপুরুষ বল্‌তে হয়।

জোনেদ। (স্বগত) এ পথে ত হ'ল না। মনে করেছিলুম, ধিক্কৃত হ'য়ে আমার মতে মত দেবে, কিন্তু চটে গেল যে! অন্য পথ অবলম্বন কর্‌তে হ'ল। (প্রকাশ্যে) তুমি রেগে যাচ্ছ ভাইজী, কিন্তু বুঝ্‌ছ না, এতে কার স্বার্থ অধিক। জ্যেষ্ঠ তুমি, তুমিই রাজা হবে। আমি কেবল তোমার আজ্ঞাবাহী ভৃত্য মাত্র থাক্‌ব। অতুল ঐশ্বর্য্য অখণ্ড প্রতাপের অধিকারী নবাব আসাদুল্লাকে—

আসাদ। ক্ষান্ত হও জোনেদ। প্রলোভনে আমাকে মুগ্ধ কর্‌বার চেষ্টা ক'র না। সে অতুল ঐশ্বর্য্য, সে অখণ্ড প্রতাপের মূল্য কি, যা বেইমানীর দ্বারা লব্ধ! প্রতি স্তরে যার অভিশাপ জড়িত, তেমন ঐশ্বর্য্য ভোগ কর্‌বার ক্ষমতা কে ধরে? অমন ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে, অমন প্রতাপের প্রলোভনে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা ক'র না। আমি আমার বর্ত্তমান অবস্থায় আশাতীত সুখে আছি।

জোনেদ। (স্বগত) আমার কপালের দোষেই দেখ্‌ছি আজ লম্পটের মাথায় ধর্ম্মজ্ঞান ঢুকেছে। আচ্ছা, এইবার স্নেহের সুযোগ নিয়ে দেখি, তাতে যদি সম্মত হয়। সৈন্য ওর হাতে, নইলে ঐ অপদার্থের মতামতের জন্য কে অপেক্ষা কর্‌ত! (প্রকাশ্যে) ভাইজী! তুমি না হয় অন্তরে সন্ন্যাসী, ঐশ্বর্য্য চাও না; কিন্তু ছোট ভাই যদি

একটা আব্‌দার ধরে, সেটা পূরণ করা কি জ্যেষ্ঠের কর্ত্তব্য নয় ?

আসাদ। এ যে তোমার অন্যায় আব্‌দার ভাই!

জোনেদ। আব্‌দার যা, তা আর কোন্ কালে ন্যায় হ'য়ে থাকে ?

আসাদ। তবু ত তার লঘু গুরু আছে।

জোনেদ। ভাইজী! বুঝ্‌লুম্ যে, সংসারে আমার কেউ নেই। নতুবা পিতৃস্থানীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর বর্ত্তমানে কনিষ্ঠের আকুল আবেদন অগ্রাহ্য হবে কেন ? বয়োবার্দ্ধক্যে মাতা বধির, আর তাঁর আব্‌দার পূর্ণ কর্‌বার ক্ষমতাই বা কোথায় ? বরং তাঁরই আব্‌দার আমাদের রক্ষা কর্‌তে হয়। কিন্তু এ বড় মর্ম্মভেদী কথা, যে ক্ষমতাবান্ জ্যেষ্ঠ সহোদর বর্ত্তমানে কনিষ্ঠের আব্‌দার রক্ষিত হয় না। যদি আদৌ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা না থাক্‌ত, তা হলেও বুঝ্‌তুম্ যে পিতৃহীন আমি, আমার অভিযোগ আব্‌দার শোন্‌বার কেউ নেই; কিন্তু বর্ত্তমানেও যখন সে আকুল প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় তখন সে অপমান বহন করার চেয়ে মৃত্যুই ভাল। তোমার ধর্ম্ম নিয়ে তুমি থাক ভাইজী, অভিমানের ধর্ম্ম শেষ আত্মহত্যা। আমি তারই শরণ নিই।

(আত্মহত্যা করিতে তরবারি উন্মোচন ও আসাদ কর্ত্তৃক ধারণ)

আসাদ। ছি ছি, পাগল হ'লে নাকি জোনেদ ?

জোনেদ। এ মর্ম্মযাতনায় কে পাগল না হয়ে থাক্‌তে পারে ? যদি পাগলই হই, তাতে আমার অপরাধ কি ভাইজী ? তলোয়ার ছেড়ে দাও; কেন মৃত্যুতে বাধা দিয়ে আমার স্কন্ধে একটা দুঃসহ জীবন-ভার চাপিয়ে দিচ্ছ ? আর এখন তোমার সম্মুখে আছি ব'লে না হয় বাধা দিচ্ছ, কিন্তু সর্ব্বদা ত আর তুমি আমার সঙ্গে থাক্‌তে পার্‌বে না ? সুতরাং বাধা দাও আর না দাও, মৃত্যু আমার সুনিশ্চিত।

আসাদ। জোনেদ! আমায় এ কি সমস্যায় ফেল্লি? ধর্ম্মহীন যখন দু'হাত বাড়িয়ে ধর্ম্মকে ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছ, তখন কোথা হ'তে স্নেহের তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা তার সে আকুল বাহু দু'টী ছিন্ন ক'রে দিতে এলে? এখন ধর্ম্ম রাখি না তোকে রাখি? (চিন্তা) না ভাই, তুইই থাক্। জ্যেষ্ঠ যখন আমি, তখন সকল লোকসান আমার ঘাড় দিয়েই যাক্। তোমার যা মনে আসে কর ভাই, আমি কোন বাধা দেব না। দ্বিধা কর্‌বো না, বিচার কর্‌ব না, তুমি যেমন ব'লে যাবে, আমি তেমনই ক'রে যাব। ধর্ম্ম কি, যদি সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে হয়, তবু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ কর্‌ব।

জোনেদ। ভাইজী! আমার অপরাধ নিও না। যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জেগেছে, তা দমন কর্‌বার শক্তি নেই ব'লেই আজ মনের দুঃখে তোমাকে অনেক রূঢ় কথা বলেছি, ক্ষমা কর! এখন পরামর্শ দাও, কোন্ উপায় অবলম্বন ক'র্‌লে নিশ্চিত কৃতকার্য্য হব।

আসাদ। আমার পরামর্শ চেয়ো না ভাই পরামর্শ দিলে তা তোমার মনোমত হবে না। আমাকে খালি হুকুম্ ক'রে খাটাও।

[প্রস্থান।

জোনেদ। তা'হলে আর বিলম্ব ক'রে লাভ কি? কালই দিল্লী যাত্রার উদ্যোগ করা যাক্। রোস্তমকে ধরিয়ে দেব ব'লে বাদশার কাছ থেকে ফৌজ আদায় ক'রে গে। এদিকে দেশের সম্পত্তির ব্যবস্থা কর্‌বার অছিলায় রাজার কাছে ছুটী নিই। তা হ'লে রাজার মনে কোন সন্দেহ জাগ্‌বে না। [জোনেদের প্রস্থান।

হেদায়েতের প্রবেশ

হেদায়েৎ। কি সর্ব্বনাশ! জোনেদ মিঞা যে ছুঁচ হ'য়ে ঢুকে ফাল হ'য়ে বেরুতে চায়! কি ক'রে ফেরাবো? আমার পরামর্শ ত কানেই

তুল্‌বে না। শুন্‌লে, আসাদ মিঞার যুক্তি শুন্‌ত। ওর পেছনে পেছনে দিল্লী যাই। কোনরূপে বাদসাকে ওর বিপরীত কথা জানাই। তা ভিন্ন ত উপায় দেখি না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কেন্দুয়ার ডাঙ্গা—রোমেনার কুটীর

মেঘ ও বিদ্যুৎ

ভিক্ষা-ঝুলি-স্কন্ধে গাহিতে গাহিতে রোমেনার প্রবেশ

গীত

এই চির-ব্যাকুলিত মরমে, আসন পাতি ব'সে ছিল সে।
দশ-গঞ্জনা-লাঞ্ছিত-সরমে, মম অঞ্জলি ধরে'ছিল সে॥
অনন্ত বাসনা ভকতি সাধনা, আপনার গুণে টেনে নিয়েছিল সে।
(তার) কলঙ্ক-বিজড়িত-যাতনার মাঝারে মোরে সান্ত্বনা চেয়েছিল সে॥
দেবতার মত এসে দেবতার মত হেসে. দেবতার মত কৃপা করেছিল সে॥
পলক-বিহীন-নয়নে ব'সে আছি, আমার সে দেবতা কোথা আছে সে?

রোমেনা। এমনি ক'রেই দিন কেটে যায়। প্রাতে উদরান্নের জন্য ভিক্ষায় বহির্গত হই, গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গান গেয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করি, তার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে আশা ও নিরাশার মাঝে দুল্‌তে দুল্‌তে কুটীরের দিকে ফিরে আসি। একবার মনে হয় বুঝি বা তিনি আমার সন্ধানে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে শেষে আমারই কুটীরদ্বারে এসে দাঁড়িয়ে

আছেন। এক স্থানে স্থায়ী না হ'লে, তিনি কখনই আমাকে খুঁজে নিতে পার্‌বেন না। তাই এই নির্জ্জন প্রান্তরে ঘর বেঁধেছি। অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে এই স্থানে স্থায়ি ভাবে বাস কর্‌ছি। তাঁকে এইখানে যেমন ক'রে হ'ক্ নিয়ে আস্‌তে, অদৃষ্ট বাধ্য হবে। আমার এ আকুল প্রার্থনায়, অদৃষ্টকে তাঁকে জানিয়ে দিতেই হবে যে আমি জীবিত আছি। সন্ধ্যা হয়, এই সময় জল নিয়ে আসি।

(কুটীরে প্রবেশ)

হেদায়েতের প্রবেশ

হেদায়েৎ। এ কি খোদার মর্জ্জি যে, মহানুভব বীররাজার পরিবর্ত্তে বেইমান ছোট মিঞা বীরভূমের সিংহাসনে বস্‌বে? নইলে আমার এ শুভ সঙ্কল্পে এত বিঘ্ন এসে উপস্থিত হবে কেন? রাজনগর থেকে বেরোবার সময় তাড়াতাড়িতে অর্থ আন্‌তে ভুল্‌লুম, পথে সর্দ্দি গরমিতে ঘোড়াটা ম'রে গেল। খোদা! এ কার্য্যে ত আমার স্বার্থগন্ধ নাই, এমন নিঃস্বার্থ কার্য্যে তুমি এত বাধা দিচ্ছ কেন খোদা! দিচ্ছ দাও, আমি কিন্তু আমার এ শুভ সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌ব না। যদি দিল্লী পর্য্যন্ত পদব্রজেও যেতে হয়, তাও স্বীকার, তবু ছোট মিঞাকে এ দুষ্কার্য্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত কর্‌ব। ইমান নষ্ট ক'রে বেইমান হ'তে দেব না। ছলে হ'ক, বলে হ'ক, কৌশলে হ'ক, তাকে এ অপকর্ম্ম হ'তে প্রতিনিবৃত্ত কর্‌তেই হবে। এতদিন তাদের অন্নধ্বংস কর্‌লুম, এ উপকারটাও যদি না কর্‌তে পার্‌লুম, তবে ত আমি নিমক হারাম। (প্রস্থানোদ্যত ও নেপথ্যে সোনাবিবির "রক্ষা কর রক্ষা কর" চীৎকার ও দস্যুগণের কোলাহল) এ কি! বিপন্ন বামা-কুণ্ঠে কে "রক্ষা কর রক্ষা কর" ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল? অন্ধকার হয়ে গেছে, কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না। হেদায়েৎ আলি! ভারতের প্রধান

অস্ত্র-কৌশলীর নিকট অস্ত্র-চালনা শিক্ষা ক'রে, তা প্রয়োগ কর্‌বার সুযোগ তোমার অদৃষ্টে কখন ঘটে নাই; বুঝি বা আজ তোমাকে প্রথম সে অস্ত্র কৌশলের পরীক্ষা দিতে হবে। জন্মদুর্ব্বল হেদায়েৎ! শত্রু-ভয়ে পলায়ন ক'রে, বা দুর্ব্বল হস্তে অসি ধ'রে যেন তেমন গুরুর অপমান ক'র না। (পুনরায় চীৎকারধ্বনি) ঐ আবার। এই দিক্ থেকেই যেন শব্দটা আস্‌ছে। একবার দেখ্‌তে হলো।

(শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রস্থানোদ্যোগ)

বেগে সোনাবিবির প্রবেশ

সোনা। ওগো! কে তুমি, আমায় রক্ষা কর! দস্যুরা আয়িবুড়ীকে মেরে ফেলেছে, আমায় তাড়া ক'রে আস্‌ছে; কেবল অন্ধকার ব'লে আমায় এখনো ধর্‌তে পারেনি। অলঙ্কার নিয়ে তারা সন্তুষ্ট হয়, এই নাও অলঙ্কার তাদের দাও। (হার খুলিয়া হেদায়েতের হস্তে প্রদান) কিন্তু আমার ধর্ম্ম বাঁচাও, প্রাণ বাঁচাও। খোদা তোমার মঙ্গল কর্‌বেন।

হেদায়েৎ। তোমার হার তুমি রাখ। হার প্রদান) যতক্ষণ আমার সাধ্য থাক্‌বে, ততক্ষণ প্রাণপণ কর্‌ব। তুমি আমার পেছনে এসে দাঁড়াও। (তথাকরণ) হুঁ, যদি এদিক্ থেকে আসে, তবে—

(চিন্তা)

নেপথ্যে দস্যুগণ। কোন্ দিকে গেল, খোঁজ, শীকার না পালায়

সোনা। (ব্যাকুলভাবে) ঐ বুঝি তারা এলো, কি হবে, খোদা, কি হবে!

হেদায়েৎ। ভয় নেই, আমি যতক্ষণ জীবিত থাক্‌ব, কেউ তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পার্‌বে না।

দস্যু-চতুষ্টয়ের প্রবেশ

১ম দস্যু। (সোনাবিবিকে দেখিয়া) ইয়া আল্লা! মিল্ গিয়া।

২য় দস্যু। তাই ত। ঐ যে অলঙ্কারের হীরেগুলো জ্বল্‌ছে!

৩য় দস্যু। অত চক্‌চকে রূপ কি লুকিয়ে রাখা চলে জানি? (অগ্রসর)

হেদায়েৎ। খবর্দ্দার সয়তান!

(তরবারি উত্তোলন ও দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ)

৪র্থ দস্যু। হাঃ হাঃ হাঃ! আবার এক ব্যাটা তালপাতার সেপাই ওঁকে রক্ষা কর্‌বার জন্য তলোয়ার হাতে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্যাটার সাহসও ত কম নয়! দাঁড়া ব্যাটা, তোর ভিরকুটী ভাঙ্‌ছি।

(যুদ্ধ ও ৪র্থ দস্যুর পতন ও মৃত্যু)

৩য় দস্যু। সে কি! ঐ তালপাতার সেপাইয়ের হাতে খিজিরখাঁ ম'ল!

হেদায়েৎ। মর্‌বে না! খিজির খাঁ যে ভুল দেখেছিল; এ তালপাতা তো নয়, এ যে তালবাক্‌ড়ো। দুই পাশেই যে করাতের ধার।

৩য় দস্যু। আবার বোট্‌কেরা করা হচ্ছে! মার্ মার্।

(আক্রমণ)

২য় দস্যু। মার শালাকে। (সকলের আক্রমণ। যুদ্ধে ২য় দস্যুর মৃত্যু, হেদায়েতের স্কন্ধ বিদ্ধ হওন ও ১ম ও ২য় দস্যুদ্বয়ের পলায়ন)

হেদায়েৎ। তোমার বাড়ী এখান থেকে কত দূর সুন্দরি?

সোনা। আমার বাড়ী রাজনগর।

হেদায়েৎ। রাজনগর? সে যে এখান থেকে ৭।৮ ক্রোশ পথ। তাই ত, তবে কোথায় রাখ্‌লে তোমাকে নিরাপদে রাখা হয় বিবি সাহেব? এ অঞ্চলের মধ্যে কি কেউ তোমার আত্মীয় বা পরিচিত লোক নেই?

সোনা। কৈ, মনে ত পড়ে না। এ কি! আপনার স্কন্ধ যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে!

হেদায়েৎ। (রক্ত মুছিয়া) ও কিছু নয়।

সোনা। কিছু নয় কি মিঞা সাহেব? এ যে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌ছে।

হেদায়েৎ। (অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়া) না, না, ও কিছু নয়। কিন্তু কোথায় তোমায় নিরাপদে রাখ্‌তে পারি? (শয়ন করিয়া) তাই ত কোথায় সে নিরাপদ স্থান! (অচেতন হইল)

সোনা। এ কি! কি হ'ল? আমার ধর্ম্মরক্ষাকর্ত্তা, প্রাণদাতা যে অচেতন হ'য়ে পড়্‌লেন! আহা! কি মহৎ প্রাণ! নিজের কষ্টের দিকে লক্ষ্য নাই, আমি কিসে নিরাপদ হই, সেই চিন্তাই অজ্ঞানাবস্থার পূর্ব্ব-মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ওঁর মনকে ব্যাপৃত রেখেছে। কিন্তু অবলা স্ত্রীলোক আমি কি ক'রে এঁর শুশ্রূষা কর্‌লে, ইনি চেতনা প্রাপ্ত হবেন, তা ত কিছু জানি না। এ জনহীন প্রান্তর; এখানে কারই বা সাহায্য পাব? খোদা! মেহেরবাণী ক'রে তুমি এ মুস্কিলের আসান ক'রে দাও।

রোমেনার কলসী-কক্ষে প্রবেশ

রোমেনা। জল আন্‌তে গিয়ে ভাগ্যক্রমে আবার সেই ফকিরের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি বল্লেন, "তোমার স্বামীর সংবাদ জানে, এমন লোক তোমার গৃহদ্বারে উপস্থিত" তাই ছুটে বাড়ীর দিকে আস্‌ছি। কিন্তু কি ঘোর অন্ধকার।

সোনা। (রোমেনাকে দেখিয়া) কে মা তুমি? এক বীর দস্যু দ্বারা আহত হ'য়ে এখানে মৃত্যুমুখে পতিত। অবলা বালিকা আমি কিছুই জানি না। তুমি যদি মা দয়া ক'রে এই মহাপুরুষের আরোগ্যের

কোন ব্যবস্থা ক'রে দিতে পার, তা হ'লে চিরজীবন তোমার নিকট কেনা হ'য়ে থাকি।

রোমেনা। দস্যু দ্বারা আহত হ'য়ে মৃত্যুমুখে? তাই ত, এ যে আমার সেই রক্ষাকর্ত্তা। (আহত স্থানে জল দিতে দিতে) ফকির-সাহেব ফকির-সাহেব, হজরৎ!

রহিমশার প্রবেশ

রহিম। আমায় কি ডাক্‌লে মা?

রোমেনা। হজরৎ, এক মহাপুরুষ দস্যুর দ্বারা আহত হ'য়ে এখানে মৃত্যু-মুখে প'ড়ে আছেন। আমাকে একবার মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়েছেন, এঁকেও যদি—

রহিম। ফেরাতে পারি—ফেরাব। প্রাণে বাঁচাতে পার্‌ব, কিন্তু মা ওর অদৃষ্টের লিপি ত খণ্ডন কর্‌তে পার্‌ব না। এ যুবকের অন্তঃকরণ বড়ই মহৎ, সৎকার্য্যে সর্ব্বদা প্রবৃত্তি; কিন্তু ওর অদৃষ্টে সৎকার্য্যে কেবল বিঘ্ন উপস্থিত হবে। ও কোন সৎকার্য্যে যাচ্ছিল, তাই পথে বিঘ্ন ঘটেছে। (লতা ছিঁড়িয়া আনিয়া) এই ঔষধ নাও মা, ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিও, নিশ্চিত আরোগ্য হবে, তবে কিছু বিলম্বে।

[প্রস্থান।

রোমেনা। এস মা, ধরাধরি ক'রে কুটীরে নিয়ে যাই।

তৃতীয় দৃশ্য

কেন্দুয়ার ডাঙ্গা

শিবির

জোনেদের প্রবেশ

জোনেদ। দিল্লীতে বড়ই বিলম্ব হয়ে গেল। হবে না? কৌশল কি কম খাটাতে হয়েছে? অনেক টাকাও লাগল। যাক্ তার আর কি করব? যদি এই সামান্য মূল্যে বীরভূমের সিংহাসন ক্রয় কর্‌তে পারি, সেটা কি অলাভের কথা? কিন্তু বড়ই বিলম্ব হয়ে গেল। রাজা জিজ্ঞাসা কর্‌লে কি কৈফিয়ৎ দেব, তাই ভাব্‌ছি। কোন একটা বিপদ-আপদ বা অসুখের অছিলা কর্‌তে হবে।

মোগল-সেনাপতির প্রবেশ

আদাব আরজ। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আসুন আসুন!

মোগল সেনা। আদাব আরজ। মিঞা-সাহেব, আপনাদের দেশে এসে যে মিঁইয়ে গেলুম। আজ ক'দিন ধরেই কাণে গানের সুর আর তবলার চাঁটি প্রবেশ না করায়, কাণ, প্রাণ সবই যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌ছে। আপনারা এ দেশে বাস করেন কি ক'রে?

জোনেদ। এই কোন্ হ্যায়? নাচ্‌নাওয়ালী লোককো হিঁয়া ভেজো।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

গীত

হাসিছে, হাসিছে, হাসিছে প্রকৃতি সুখালস হরষ মগন।
আজি মলয় বহে ধীরে উছলি তটিনীনীরে, বহি ফুলবাস বিমোহন।
আজি থর থর কম্পিত কিসলয় নব, মর্ম্মর মুখরিত বন-পথ সব,
আজি ভ্রমর গুঞ্জন, অন্তর মোহন, সব হেরি আজি সুশোভন।

এ নয় এ নয় ওগো বসন্ত ঋতুরাজ, হৃদয় মোদের আজ ধরেছে এই সাজ,
প্রেম মোহিত বিকশিত আজি চিত
হৃদে বহে প্রেমের প্লাবন—
প্রেমিক থাকে কেহ, এস লহ লহ, প্রেমাকুল এ জীবন॥

মোগল-সেনা। বাঃ বাঃ তোফা। মন্দ কি? বিবিজানেরা! তোমরা এখন একটু অন্য তাঁবুতে যাও, আমি এঁর সঙ্গে দু'টো কাজের কথা কয়ে, তার পর তোমাদের সঙ্গে আমোদ কর্‌ব।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

তার পর মিঞাসাহেব, রোস্তম সম্বন্ধে কতদূর কি ঠিক কর্‌লেন?

জোনেদ। তাকে কি ক'রে আপনার হাতে সমর্পণ কর্‌তে পার্‌ব, সেই চিন্তায় প্রত্যহ কেটে যাচ্ছে। কিন্তু বেশ নিরাপদ উপায় আজও উদ্ভাবন কর্‌তে পার্‌লুম না। মনে করেছি, আজ রাজনগরে গিয়ে আপনার আগমনের কথা বীররাজাকে জ্ঞাপন কর্‌ব। তাতে যদি তিনি ভয়ে রোস্তমকে আপনার নিকট বন্দী ক'রে পাঠিয়ে দেন, ভালই; নচেৎ অগত্যাই যুদ্ধ কর্‌তে হবে।

মোগল-সেনা। বেশ! কিন্তু আপনি তো তাঁর দেওয়ান, আপনি প্রকাশ্যভাবে কি আমাদের পক্ষে থাক্‌তে পার্‌বেন?

জোনেদ। বিজ্ঞ আপনি, ঠিকই অনুমান করেছেন। প্রকাশ্য-ভাবে আমাকে বীররাজার পক্ষেই থাক্‌তে হবে। তাতে আপনাদের বরং আরও সুবিধা হবে। আপনারা সকল গুপ্ত-সংবাদই জান্‌তে পার্‌বেন।

মোগল-সেনা। গুপ্ত-সংবাদ আমার কাছে এ ক্ষেত্রে অতি তুচ্ছ। বাদসার বিশ হাজার শিক্ষিত সৈন্য আমার সঙ্গে, তার কাছে তুচ্ছ বীরভূমরাজের মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত সৈন্য। বাদসার সৈন্যের কাছে, তারা প্রবল বন্যায় তৃণখণ্ডের ন্যায় ভেসে যাবে।

জোনেদ। তা তো নিশ্চয়ই, তা তো নিশ্চয়ই। তবে কি না রোস্তমের দশ হাজার দস্যু-সৈন্য এখনও রাজনগরে আছে। তারা বীররাজার উপকারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যা একটু ভয়—কেবল তাদেরই।

মোগল-সেনা। দস্যু তারা, লুণ্ঠনে পটু। যুদ্ধের তারা কি জানে?

জোনেদ। অবশ্য বাদসার শিক্ষিত সৈন্যের নিকট তারা কিছুই নয়, তবু তারা শিক্ষিত বটে। তাদের প্রতাপে সমস্ত ভারতবর্ষ ভীত। সুতরাং তারা বাদসার সৈন্যের নিকট তুচ্ছ হ'লেও একেবারে অপদার্থ নয়।

মোগল-সেনা। বলেন কি? রোস্তম তা হ'লে যুদ্ধ-প্রণালীও জানে?

জোনেদ। সে কি যেমন তেমন জানা জনাব? রোস্তমের আগমনের পর থেকেই বীরভূমে এক মহা আলোড়ন প'ড়ে গেছে। সৈনিকগণ নূতন প্রণালীতে কুচকাওয়াজ কর্‌ছে, দিনে দিনে সৈন্যস্রোত বৃদ্ধি হচ্ছে, এমন কি, রাজা গৃহস্থদেরও যুদ্ধ শিখ্‌তে বাধ্য কর্‌ছেন।

মোগল-সেনা। বলেন কি! তা হ'লে আপনি রাজনগর রওনা হচ্ছেন কবে?

জোনেদ। এখুনি রওনা হব; মাত্র ছাউনির সব ব্যবস্থা ক'রে দেবার জন্য এখানে এক দিন বিলম্ব কর্‌তে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে রওনা হ'তে পার্‌লেই ভাল হ'ত। কারণ, আমার পূর্ব্বে যদি বাদসাহী ফৌজের আগমন-সংবাদ কেউ রাজাকে দেয়, তা হ'লে হয় ত রাজা বিনা কারণেই আমাকে অবিশ্বাস ক'রে বস্‌বে।

মোগল-সেনা। তা হ'লে আজই যান, আদাব।

জোনেদ। আদাব।

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রোমেনার কুটীর

শয্যা-শায়িত হেদায়েৎ, রোমেনা ও সোনাবিবি

হেদায়েৎ। (প্রলাপে) পায়ে ধরি ছোট মিঞা, এ দুষ্কার্য্য হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হও। তোমাদের বিখ্যাত পাঠানবংশের স্কন্ধে একটা স্থায়ী কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিও না। বীররাজা তোমার অন্নদাতা, রোস্তম তোমার প্রাণদাতা, তাদের অনিষ্ট-চিন্তা ত্যাগ কর।

রোমেনা। এ কি, এ যে আমার স্বামীর নাম কর্‌ছে! ফকির! ফকির! তুমি কি অন্তর্যামী? নইলে তুমি কেমন ক'রে ব'ল্লে যে, "তোমার স্বামীর সংবাদ জানে, এমন লোক তোমার কুটীরদ্বারে উপস্থিত।" অন্তর্যামী ফকির! যদি এত পার, তবে অদৃষ্টের লিখনটা মুছে ফেল্‌তে পার না? আহা! কবে এ আরোগ্য হবে! কবে আমার স্বামীর সংবাদ সম্পূর্ণভাবে বল্‌তে পার্‌বে? খোদা! পূর্ব্বেও প্রার্থনা ক'রেছি এখন আমার স্বামীর জন্য কর্‌ছি, সেই বনে, এই বন্ধ্যা নারীকে যে পুত্র উপহার দিয়েছিলে, আমার সেই মহৎ পুত্রটিকে সত্বর আরোগ্য কর।

সোনা। ইনি কি আপনার পুত্র?

রোমেনা। হ্যাঁ, আমার পুত্র! তবে গর্ভজাত নয়, ঈশ্বর-দত্ত। এক গভীর বনে এই যুবক আমাকে বিপন্ন ভেবে, স্বেচ্ছায় আমার সাহায্যে অগ্রসর হ'য়েছিল; সেই অবধি এ আমার পুত্র।

হেদায়েৎ। অনুরোধ রাখ ছোটমিঞা, অনুরোধ রাখ। রাখ্‌লে না? আমার কাতর অনুরোধে কর্ণপাতও কর্‌লে না? যদি অর্থই তোমার একমাত্র কাম্য-বস্তু হয়, তবে আমাকে বাদসার কাছে ধ'রে নিয়ে চল, আমি বাদসাকে বল্‌ব, যে আমিই রোস্তম। তা হ'লেও তো তোমার

পুরস্কার লাভ হবে? দোহাই তোমার, রোস্তমকে ধরিয়ে দিও না। জগতের উপকার কর্‌তে তো পার্‌বেই না, কেবল অপকারই করবে? কিন্তু তা তোমায় কর্‌তে দেব না। অনুরোধে হ'ল না, এস, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব। (শয্যা হইতে অর্দ্ধোত্থিত হওন, রোমেনা ও সোনা-বিবির হেদায়েৎকে ধারণ ও শায়িতকরণ)

সোনা। কে—ইনি? ইনি বীররাজার কথা কচ্ছেন, নিশ্চয়ই ইনি রাজনগরবাসী। আপনি কি এঁর কোন পরিচয় জানেন?

রোমেনা। একমাত্র পুত্র বলেই আমার নিকট পরিচিত, অন্য পরিচয় তো জানি না। চঞ্চল হওয়ায় ক্ষতস্থানে ঝলকে ঝলকে যে রক্ত উঠতে লাগ্‌ল। ফকিরের সেই প্রলেপটি আবার দাও দেখি। (সোনাবিবির প্রলেপ দেওন) তা হ'লে তুমি এর নিকটে ব'স, আমি এই ছেলের পথ্য, আর আমাদের আহার্য্যের চেষ্টায় একবার ঘুরে আসি। রক্ত উঠ্‌লে বারংবার এই প্রলেপ দিও। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান

ভানুমতীর প্রবেশ

ভানু। সদর রাস্তার ধারে ছোট দরজাটা কে খুলে রেখে গেল? বোধ হয়, মালী কোন কাজে বাইরে গেছে। কিন্তু বন্ধ ক'রে যাওয়া তার উচিত ছিল। আজ মায়ের চরণযুগল পুষ্পরাশি দিয়ে ঢেকে দেব, প্রার্থনা কামনা করব, যেন তিনি আমার স্বামীকে সদ্‌বুদ্ধি প্রদান করেন। এত ক'রেও সেই দস্যুর ওপর তাঁর সুধারণা দূর কর্‌তে পারলুম না! যার নামে সমগ্র ভারত কম্পিত, তাকে যে কি সাহসে তিনি আশ্রয়

দিলেন, তা তিনিই জানেন। হত্যা যার আনন্দ, লুণ্ঠন যার খেলা, তার প্রতি এত বিশ্বাস! তাকে আবার কুমারের অস্ত্রশিক্ষক নিযুক্ত করেছেন! সে আমার ছেলেরই কোন্ দিন কিছু অনিষ্ট না ক'রে বস্‌লেই বাঁচি! কি খাইয়ে একটা নির্ম্মম দস্যু রাজাকে এমন বশ কর্‌লে? আজ প্রাণ ভ'রে মায়ের পূজা কর্‌ব, যাতে রাজার এ ভ্রান্তি দূর হয়। (পুষ্পচয়ন)

(দ্বার দিয়া আসাদের নিরীক্ষণ)

আসাদ। আরে, এ যে দেখ্‌ছি একটা চমৎকার বাগান! এখানে এমন বাগান আছে, তা তো এক দিনও দেখিনি।

আসাদের ভিতরে প্রবেশ

বাঃ বাঃ চমৎকার বাগান। (রাণীকে দেখিয়া) অ্যাঁ, ও কে? পুষ্পচয়ন কর্‌ছে, ও কে? বোধ করি রাণীর কোন সখী, রাণীর জন্য পুষ্পচয়ন কর্‌ছে। আহা, কি সুন্দর রূপ! সামান্য সখী, ও কি একটা কথাও কইবে না? দেখি না। (ধীরে ধীরে অগ্রসর হওন)

(দরজার বাহিরে রোস্তম উপস্থিত হইল)

রোস্তম। যাদের অনুসন্ধান ক'র্‌তে পাঠিয়েছিলুম, তারা সকলেই হতাশ হয়ে ফিরে এল। কিন্তু এ তো শুধু হতাশ নয়, এ যে আমার মৃত্যু। এ কি! এ যে দেখ্‌ছি এক মনোরম উদ্যান। অনেক দিন এ পথে যাতায়াত করেছি, কিন্তু এ উদ্যান তো কখন দেখিনি। অ্যাঁ, কে একটা লোক ঐ পুষ্পচয়ননিরতা নারীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে নয়? তাই ত। কিন্তু লোকটার গমনের ভঙ্গী দেখে, ও মত্‌লব তো ভাল ব'লে বোধ হয় না। দেখ্‌তে হ'ল। (ভিতরে প্রবেশ ও নিঃশব্দে দ্রুত অগ্রসর। আসাদ যখন রাণীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন রোস্তম সজোরে আসাদকে চপেটাঘাত করিল)

আসাদ। (দেখিবামাত্র) ও বাবা রোস্তম! (গুঁড়ি মাড়িয়া পলায়ন)

ভানু। (শব্দে ফিরিয়া ও রোস্তমকে দেখিয়া) কি ব'ল্লে মালি? রোস্তম! (ভয়ে ইতস্ততঃ ধাবন) ওগো, কে আছ, আমার রক্ষা কর!

রোস্তম। (স্বগত) আহা, কি নামই ছুটিয়েছি।

বীররাজার প্রবেশ

বীররাজা। (ব্যস্তভাবে) কি হয়েছে রাণী? এ কি! রোস্তম! তুমি এখানে?

ভানু। থাক্‌বে না? তোমার প্রিয়পাত্র, তোমার প্রেয়সীর প্রতি লোভ-দৃষ্টি দেবে না? অন্ধরাজা! এইবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত ক'রে দেখ, তোমার দেবতার চেয়ে মহৎ দস্যু, মহত্ত্বের কোন্ উচ্চ-শিখরে অবস্থিত। বঙ্গবিজয়প্রয়াসী রাজা! এই লোকের সাহায্যে তুমি বঙ্গবিজয় কর্‌তে চাও? স্বামী তুমি, তোমাকে কটুকাটব্য করা আমার অনুচিত. কিন্তু তোমাকেও ধিক্, আমাকেও ধিক্! নইলে ঐ দুর্বৃত্ত নীচ দস্যু এখনও এখানে দাঁড়িয়ে থাকে? [ক্রুদ্ধভাবে প্রস্থান।

বীররাজা। (স্বগত) তাইত, চোখে দেখেও যে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না! কিন্তু কি ঘৃণা! দস্যু আমার অন্তঃপুরের উদ্যানে, আমারই স্ত্রীর প্রতি অত্যাচারে চেষ্টিত! (প্রকাশ্যে) এ কি রোস্তম?

রোস্তম। রাজা—

বীররাজা। (ক্রোধে উত্তর শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া) চুপ কর্ নেমকহারাম! আর কি সুললিত বাক্যচ্ছটায় মন মুগ্ধ কর্‌বার অবস্থা আছে? তোর প্রকৃত মূর্ত্তি যে আজ জাজ্জ্বল্যভাবে চোখের সামনে জ্বল্‌ছে। নরহত্যা যার খেলা, পরপীড়ন যার ব্যবসায়, পরদারগমন যার প্রীতি, নেমকহারামী যার পেশা—

রোস্তম। (উত্তেজিতভাবে বীররাজার গলদেশ ধরিয়া) রাজা—

বীররাজা। (ক্রুদ্ধভাবে) কি? জানিস্ নরাধম, আমি কে আর তুই কে?

রোস্তম। (ক্রোধ সম্বরণ করিয়া পদতলে পড়িয়া) ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, আমি আপনার চরণের রেণু, আপনি উপকারী, আমি উপকৃত; আপনি মহৎ, আমি ক্ষুদ্র; কিন্তু দোহাই মহারাজ, সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনে তারপর বিচার করুন। আমি দস্যু হলেও লম্পট নই, নিমকহারাম নই।

বীররাজা। বেইমান্, এখনও আমায় বোঝাতে চাও, যে তুমি লম্পট নও, নিমকহারাম নও? মিথ্যায় চির-অভ্যস্ত, তাই বুঝি বল্‌তে মুখে বাধ্‌লো না? তুমি জোনেদের হাত থেকে অর্দ্ধরাজ্য উদ্ধার করেছিলে, তাই তোমায় হত্যা কর্‌ব না; কিন্তু তুমি, তোমার দলবল সমেত, এই মুহূর্ত্তে আমার রাজ্য থেকে বহিস্কৃত হও। আর তার পূর্ব্বে তোমার দুশ্চেষ্টার প্রতিফলস্বরূপ এই পদাঘাত নিয়ে যাও। [পদাঘাত ও প্রস্থান।

রোস্তম। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) এতই ক্ষণভঙ্গুর! এমনই ক্ষণস্থায়ী! মানুষের বিশ্বাস এমনই ক্ষণস্থায়ী! অমন অগাধ বিশ্বাস. আমার পক্ষ-সমর্থনকারী একটি উত্তর শোন্‌বারও অপেক্ষা রাখ্‌লে না? বিশ্বস্তের পুরস্কার, শেষ পদাঘাত? দস্যুজীবন! কেন আবার মনের মধ্যে উঁকি মার্‌ছ? কেন প্রতিহিংসার আকারে ফেটে বেরুতে চাচ্ছ? মন, ক্রোধ সংবরণ কর। কিন্তু বড় মর্ম্মভেদী কথা—পরদারগামী, নিমকহারাম! জীবনে যে কখন পরস্ত্রীর মুখ দেখে নাই, তার মাথায় এ কি দুরপনেয় কলঙ্ক খোদা! না, আমি আমার সৎকর্ম্মের দ্বারাই তাঁদের বোঝাব, যে আমি পরদারগামী নই; মাতৃস্বরূপা রাণীর প্রতি কোন মন্দ অভিপ্রায় পোষণ করি না; খোদা! আমার পাপের অনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধান কর; এরূপ ধরণের প্রায়শ্চিত্ত সহ্য কর্‌তে আমি অশক্ত। হে করুণাময়! আমার প্রাণ বিনিময়েও রাজা ও রাণীর মন্দ ধারণা দূর কর্‌বার শক্তি দাও। [প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

বীররাজা

বীররাজা। সংসারে বিশ্বাস করি কাকে? আর বিশ্বাস কর্‌লেই বা বিশ্বস্ত, শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাসী থাকে কই? গোটাকতক অমানুষিক কার্য্য দেখে, দস্যু রোস্তমকে প্রাণ ঢেলে বিশ্বাস কর্‌লুম, কিন্তু তার ফল হাতে হাতে পেলুম। পাঠান-ভ্রাতৃদ্বয়কে বিশ্বাস ক'রে দেওয়ানীতে আর সৈন্যাপত্যে বরণ করেছি; জানি না, সে বিদেশীদের মনে কি আছে? জোনেদ তো ছুটী নিয়ে বাড়ী গেল, ফের্‌বার সময় কোন দিন উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে; কিন্তু আজও তো ফির্‌লো না। হ'তে পারে, কার্য্যবশতঃই তার বিলম্ব হচ্ছে, কিন্তু আজ আর মন সেটা কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে চায় না। নির্ম্মম দস্যু! আমার বিশ্বাস কর্‌বার, বিশ্বাস রাখ্‌বার ক্ষমতা ঘুচিয়ে দিয়ে, তোর নির্ম্মমতারই পরিচয় রাখ্‌লি। আজ মনে এ কি দারুণ অশান্তি? যেন সহস্র বিষধর-দংশনের জ্বালা!

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

বীররাজা। কি?

প্রহরী। মহারাজ! দেওয়ান মহাশয় আপনার সাক্ষাৎ কামনা করেন।

বীররাজা। দেওয়ান—দেওয়ান? শীঘ্র তাকে নিয়ে এস। (প্রহরীর প্রস্থান) যাক্ একটা দুর্ভাবনা ঘুচ্‌ল—দেওয়ান ফিরেছে; কিন্তু কি

সংবাদ নিয়ে আস্ছে কে জানে? (জোনেদের প্রবেশ ও অভিবাদন) খবর ভাল জোনেদ?

জোনেদ। বড়ই দুঃখের বিষয় মহারাজ, বহুদিনের পর সাক্ষাৎকালে আপনাকে সুসংবাদ এনে দিতে পার্লুম না।

বীররাজা। জোনেদ! উদ্বেগের সময় কথার বাঁধুনী ভাল লাগে না। সংবাদ কি, তাই শীঘ্র বল।

জোনেদ। মহারাজ! দিল্লীশ্বরের সেনাপতি আন্দাজ হাজার দশেক সৈন্য নিয়ে এসে কেন্দুয়ার ডাঙ্গায় ছাউনি করেছে।

বীররাজা। কেন?

জোনেদ। কেন, তা ঠিক বল্তে পার্লুম না মহারাজ। তবে যতদূর শুন্লুম বা বুঝ্লুম, তাতে বোধ হয় যে, রোস্তমকে আশ্রয় দেওয়াই এই ফৌজের আগমনের প্রধান কারণ।

বীররাজা। দিল্লী গিয়ে বাদশাকে এ সংবাদ দিতে কার মাথাব্যথা পড়েছিল জোনেদ?

জোনেদ। কেমন ক'রে বল্ব মহারাজ, কোন্ নরাধম এ নীচ কাজ ক'র্লে?

বীররাজা। তুমি ত জান না? কিন্তু জোনেদ! আমি আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর্তে পার্ছি, কোন্ বিশ্বাসঘাতক এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

জোনেদ। কে সে মহারাজ?

বীররাজা। আবার? আর কি বিশ্বাস করি? তুমিও যদি বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে তার নাম প্রকাশ ক'রে দাও।

জোনেদ। মহারাজ! এ গোলামকে অতটা নীচ ভাব্বেন না।

বীররাজা। ভাববার অপরাধ কি? গোটাকতক সৎকার্য্যের দোহাই

দিয়ে নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন কর্‌তে চাও ? তা কি হয় ? রোস্তমকে দেখ, কৃতজ্ঞতায় প্রতিহিংসা ডোব্‌বার ভয়ে, মৃত্যু শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেছিল, তার দশ সহস্র শিক্ষিত দস্যুসৈন্য, সকল স্বার্থ ত্যাগ ক'রে দান করেছিল, তোমাদের হাত থেকে অর্দ্ধরাজ্য রক্ষা করেছিল ; কিন্তু শেষে কি কর্‌লে ? ঐ সমস্ত মহত্ত্বের অস্তিত্ব সত্ত্বেও কেন আজ তাকে দূরীভূত কর্‌তে বাধ্য হলুম ? যাক্‌ তর্কের সময় পরে যথেষ্ট পাওয়া যেতে পারে। এখন সৈন্যদের প্রস্তুত হ'তে বল। আর মোগল-সেনাপতিকে গিয়ে বল, যে অকারণ এ যুদ্ধ-সজ্জা কেন ? তাতে যদি তিনি রোস্তমের কথা উল্লেখ করেন, তবে ব'লো যে, সে কিছুদিন এখানে ছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি তাকে দূরীভূত করা হয়েছে। যাও, শীঘ্র যাও।

জোনেদ। যথা আজ্ঞা। [প্রস্থান।

বীররাজা। (জোনেদের পথ চাহিয়া) বেইমান ! নিমক-হারাম ! চোখে ধূলো দিয়ে তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিতে চাও যে, তুমি নির্দ্দোষী ? সুস্থ সবল দেহে এতদিন দিল্লীতে ব'সে কি কর্‌ছিলে ? যৎসামান্য সম্পত্তি, তার ব্যবস্থা করতে কতদিন লাগে ? আগে মোগল-সৈন্যের হাঙ্গামা মিটুক, তার পর তোমার উপযুক্ত প্রতিফল দেব। কিন্তু সৈন্য পাঠাবার কি ব্যবস্থা করি ? দেওয়ান বেইমান ; তার ভাই সেনাপতি। না জানি সে কেমন ? তাকে দে'খে বোধ হয় লোকটা বোকা, সরল ; কিন্তু এ পাপিষ্ঠ যখন তার ভাই, তখন তাকেও যে এ ষড়্‌যন্ত্রের মধ্যে নেয়নি, তার বিশ্বাস কি ? এখন দেখ্‌ছি, নিজে সৈন্যচালনা না কর্‌লে আর উপায় নাই। রোস্তম যদি আজ বিশ্বাসঘাতকতা না কর্‌ত, তবে সে স্বয়ং অস্ত্র না ধর্‌লেও তাকে এ ভার অনায়াসে দিতে পার্‌তুম। কিন্তু এখন আর সে

চিন্তায় ফল কি? আচ্ছা, রোস্তমই কি পদাঘাতের অপমান নীরবে সহ্য কর্‌বে? সেই যে তার দশ সহস্র দস্যু নিয়ে আমার রাজ্য আক্রমণ কর্‌বে না, তারই বা ঠিক কি? কিন্তু আজ চার পাঁচ দিন হ'ল রোস্তম গেছে, এখনও তো আক্রমণ কর্‌তে আসার কোন সংবাদ পেলুম না। দস্যু-সৈন্যগণ তো এখনও আমার কেল্লাতে রয়েছে। ভাব দে'খে বোধ হয়, তারা রোস্তমের সংবাদ পর্য্যন্ত জানে না। তবে কি তাকে ভুল বুঝ্‌লুম? তার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ কর্‌তো ব'লে কি রাণীই ভুল কর্‌লে! অসম্ভব নয়। কিন্তু রোস্তম অন্তঃপুরের উদ্যানে কেন গিয়েছিল? মালী কি এ সম্বন্ধে কিছু জানে? তাকেও তো জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। (নেপথ্যে চাহিয়া) কে আছ, অন্তঃপুরের বাগানের মালীকে একবার পাঠিয়ে দাও।

রেজা ও জয়নারায়ণের প্রবেশ ও অভিবাদন।

রেজা। দেওয়ান মহাশয় বল্লেন, আমাদের যুদ্ধে যেতে হবে। সে কবে মহারাজ? আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। দস্যু আমরা, সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাক্‌তে অভ্যস্ত। তার ওপর আমরা মহাত্মা রোস্তমের শিষ্য।

বীররাজা। রোস্তম কোথায় জানো?

রেজা। না। আর তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ খুব কমই হয়। যখন হয়, তখন সামান্য দু'চারটে কথা কয়েই চ'লে যান! স্ত্রীবিয়োগের পর হ'তে তাঁর সে হাসি, সে স্ফূর্ত্তি আর নেই! তিনি যেন কেমন এক রকম হয়ে গেছেন, সুতরাং আজকাল তাঁর সংবাদ আমরা খুব কমই পাই।

বীররাজা। সে যাবার সময় তোমাদের কিছু ব'লে যায় নাই?

রেজা। কই না। তিনি কোথায় গেছেন?

বীররাজা। সেই নীচ দস্যুকে জন্মের মত আমার রাজ্য থেকে দূর ক'রে দিয়েছি।

রেজা। (চমকিত হইয়া) কি বল্লেন? তাঁকে দূর ক'রে দিয়েছেন? কি অপরাধে?

বীররাজা। লাম্পট্যের অপরাধে! নিমক-হারামী অপরাধে।

রেজা। মহারাজ! আপনি কি পাগল হয়েছেন? কাকে কি বল্‌ছেন? যে পবিত্রাত্মা, দলস্থ কারো লাম্পট্যের কথা শুন্‌লে তার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন, তিনি পরস্ত্রীমাত্রকেই মাতৃস্বরূপা জ্ঞান কর্‌তেন, যিনি পত্নীগতপ্রাণ, তাঁকে আপনি লম্পট বল্‌ছেন? এমন কথা আর বল্‌বেন না মহারাজ, আপনার মহাপাপ হবে। আর নিমক-হারাম? অন্যে যদিও তা বলে, আপনি সেটা বল্‌বেন না মহারাজ। তা হ'লে আপনাকেই আমাদের নিমক-হারাম ব'লে মনে হবে। কার কৃপায় আপনি আজ এই সুখভোগ কর্‌ছেন? ক্ষমা কর্‌বেন মহারাজ, দস্যু আমি, মর্য্যাদা রেখে কথা কইতে জানি না। কিন্তু সর্দ্দারের প্রতি আপনার এই অবিচারে মর্ম্মযাতনা চেপে রাখ্‌তে পার্‌ছি না।

বীররাজা। (স্বগত) কে নিমকহারাম সেটা ভাব্‌বার বিষয় বটে।

রেজা। যে শক্তিমান, সে নিমকহারাম হ'তে যাবে কেন? ইচ্ছা কর্‌লে যে টান মেরে আপনাকে সিংহাসন থেকে তুলে ফেলে দিতে পার্‌ত, সে নিমকহারামী কর্‌তে যাবে কি দুঃখে। আপনি তাঁকে দূরীভূত করায় তিনি নিশ্চয়ই অপমান বোধ করেছেন; কিন্তু এমন মহানুভব তিনি, যে সে অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য আমাদিগকে উত্তেজিত করা দূরে থাক্, আমাদের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করেন নি—পাছে আমরা তাঁর অপমানের সংবাদ শুনে, আপনা আপনি উত্তেজিত হয়ে

আপনার কোন অনিষ্ট ক'রে বসি। দেবতাকে পিশাচ জ্ঞান, এমন ভ্রান্তি ভাল নয় মহারাজ! এখনও সাবধান হ'ন।

বীররাজা। (স্বগত) তাই ত, এ যে ভাবিয়ে দিলে। (প্রকাশ্যে) তোমাদের দস্যু-সৈন্য কি এখনও আমার পক্ষ হয়ে বাদসার সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে প্রস্তুত?

রেজা। এখনই কি আর পরেই কি, তারা সর্ব্বদা আপনার পক্ষে যুদ্ধ কর্‌তে প্রস্তুত থাক্‌বে। মহানুভব গুরু, দস্যুতার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মহানুভবতায়ও দীক্ষিত করেছিলেন। তারা প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গে না, নিমকহারামী জানে না। জানেন কি মহারাজ, সেই মহাত্মা, তাঁর এই সুগঠিত দস্যু-সৈন্য আপনাকে উৎসর্গ কর্‌বার পূর্ব্বে তাদের কি প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়েছিলেন?—যদি—বীরভূমরাজ কোন কারণে, কখনও আমার শিরশ্ছেদ কর্‌তেও অনুমতি দেন, তোমরা অম্লান-বদনে, দ্বিধা মাত্র না ক'রে তাও ক'র্‌বে। যদি না কর, তবে আমি তোমাদের তখন নেমকহারাম ব'লেই মনে কর্‌ব। তেমন গুরুর শিষ্য হয়ে আমার কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌ব? কখন না। মর্ম্ম-যাতনায় আপনাকে কটূক্তি করেছি ব'লে, মনে কর্‌বেন না মহারাজ যে, এখনও যদি আপনি আমাদের তেমন সর্দ্দারের শিরশ্ছেদ কর্‌তে অনুমতি করেন, আমরা তাতে পরাঙ্মুখ হব না।

মালীর প্রবেশ

বীররাজা। এই যে তুমি এসেছ? রেজা, জয়নারায়ণ, তোমরা একটু বাইরে অপেক্ষা কর, মালী গেলে তোমরা আবার এস।

[রেজা ও জয়নারায়ণের প্রস্থান।

মালি! তুমি জানো কি, আজ চার পাঁচ দিন, পূর্ব্বে কে তোমার বাগানে প্রবেশ করেছিল?

মালী। জানি ধর্ম্মবতার, কিন্তু ছোট মুখে বড় কথা বলি কেমন ক'রে?

বীররাজা। তুমি নির্ভয়ে বল।

মালী। আজ্ঞে, সেনাপতি-সাহেব।

বীররাজা। কি? কে?

মালী। আজ্ঞে, সেনাপতি-সাহেব।

বীররাজা। আবার বল কে?

মালী। সেনাপতি-সাহেব।

বীররাজা। তুমি কি উন্মাদ? কাকে দেখে কাকে মনে করেছ? রোস্তম বা মহম্মদ সে দিন সেখানে যায় নাই?

মালী। ধর্ম্মবতার! তিনিও পরে গিয়েছিলেন। সেনাপতি-সাহেব যখন—মহারাজ! সাহস দেন তো বল্‌তে পারি; নতুবা নয়।

বীররাজা। পূর্ব্বেই তোমাকে বলেছি, নির্ভয়ে বল।

মালী। সেনাপতি-সাহেব যখন রাণীমার গায়ে হাত দিতে যান, তখন তিনি দৌড়ে গিয়ে সেনাপতি-সাহেবের গালে এক চড় মারেন। সেনাপতি-সাহেব "ও বাবা এ যে রোস্তম" ব'লে গুঁড়ি মেরে পালিয়ে যান। সেই শব্দে রাণীমা যখন ফির্‌লেন, তখন সম্মুখে দেখ্‌লেন রোস্তম। সুতরাং তিনি মনে কর্‌লেন যে, রোস্তমই তাঁর উপর অত্যাচার কর্‌তে উদ্যত হয়েছে। তাই তিনি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। তার পর যা যা হয়েছে, সমস্তই আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন।

বীররাজা। হুঁ, তুমি যেতে পার।

[মালীর প্রস্থান।

মন যা বলে, তা কি মিছে হয়! যা অনুমান করেছিলুম, তাই ঠিক হ'ল। ছি: ছি, কি কর্‌লুম? ধর্ম্মের অবতার, মহত্ত্বের পারাবারকে অকারণে অপমানিত কর্‌লুম? ভ্রমান্ধ হয়ে দক্ষিণ হস্ত ছেদন কর্‌লুম?

ফিরে এস রোস্তম, ফিরে এস বীর, ফিরে এস মহানুভব! তোমার অকৃতজ্ঞ বন্ধুর বিপদে সাহায্য কর্‌তে ফিরে এস। অহেতুকী ক্ষমাশীল! আজ ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা করবার জন্য ফিরে এস; বিশ্বাসী! আজ উদ্ধার কর্‌তে ফিরে এস।

রেজা ও জয়নারায়ণের পুনঃ প্রবেশ

জয়নারায়ণ। মহারাজ, তা হ'লে কত সৈন্যকে প্রস্তুত হ'তে বল্‌ব?

বীররাজা। তুমি পাঁচ হাজার আর রেজা পাঁচ হাজার। শুন্‌লুম, বাদসার সৈন্য দশ হাজার। সুতরাং আমাদেরও আর বেশী সৈন্য সঙ্গে নেবার আবশ্যক নাই। তোমরা প্রস্তুত হয়ে থাক—আমার আদেশ পাবামাত্র যা'তে তোমরা রওনা হতে পার।

[প্রস্থান।

রেজা ও জয়নারায়ণ। যো হুকুম।

উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ ও জনৈক প্রহরীর প্রবেশ ও রেজাকে পত্র প্রদান ও প্রহরীর প্রস্থান

রেজা। আপনি চলুন, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

[জয়নারায়ণের প্রস্থান।

এ কি, এ যে অবিকল সর্দ্দারের হস্তাক্ষর! "জয়নারায়ণ সিংহকে বিদায় দিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐখানেই ক্ষণেক অপেক্ষা করিবেন। জনৈক সৈনিকপদপ্রার্থী।" কে এ সৈনিকপদপ্রার্থী? এ যে অবিকল সর্দ্দারের হস্তাক্ষর।

(মুণ্ডিতশ্মশ্রু হিন্দুবেশী রোস্তমের প্রবেশ)

কে তুমি? কি চাও?

রোস্তম। কি চাই, তা পত্রে কতক বুঝেছেন, মুখেও বলি। আমি একজন সৈনিক পদ-প্রার্থী। অনুগ্রহ ক'রে আমাকে হিন্দু সৈন্যদের

দলে ভর্ত্তি ক'রে দিন, আর এই যুদ্ধে আমি যাতে যেতে পাই, তার ব্যবস্থা অনুগ্রহ ক'রে কর্‌বেন। বেতন যা দেবেন, তাতেই আমি রাজী।

রেজা। সৈনিকদলে ভর্ত্তি হবার উপযোগী, কোন্ কোন্ বিদ্যা জানো বল।

রোস্তম। অশ্বারোহণ জানি, সৈন্যচালনা জানি ; কামান, বন্দুক, তলোয়ার, তীর, সড়কি, বল্লম, রন্‌পা প্রভৃতির ব্যবহার জানি। আগে আমায় পরীক্ষা করুন, তার পর না হয় ভর্ত্তি কর্‌বেন।

রেজা। বলেছেন ভাল, শিষ্য আজ গুরুর পরীক্ষা নেবে। অযোগ্য যোগ্যতার বিচার কর্‌বে। এ অধম দাসের প্রতি আজ এ ছলনা কেন সর্দ্দার? বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কোন গোপনীয় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আজ আপনার সৈনিকদলে ভর্ত্তি হবার প্রয়োজন হয়েছে, সে উদ্দেশ্য আপনি প্রকাশ কর্‌তে চান না। তা সোজাসুজি বল্লেই ত হ'ত। তার জন্য এ ছলনা কেন? এ ছদ্মবেশ কেন? প্রকাশ করা যখন আপনার অভিপ্রায় নয়, তখন আমিই বা কৌতূহলী হয়ে তা' জিজ্ঞাসা কর্‌ব কেন? কিন্তু সর্দ্দার! যে ব্যক্তি আপনার পার্শ্বচর ছিল, তার চোখে ধূলো দিতে চেষ্টা ক'রে আপনি বালকের কার্য্য করেছেন। আপনার হিন্দুর বেশ কি, আপনার প্রশান্ত ললাট, আপনার প্রতিভা-দীপ্ত চক্ষু, আপনার বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতি লুকুতে পেরেছে? কিন্তু করেছেন কি সর্দ্দার! মুসলমান হয়ে শ্মশ্রুমুণ্ডন করেছেন? অস্ত্র না ধর্‌তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়ে, পুনরায় অস্ত্র ধর্‌তে যাচ্ছেন?

রোস্তম। বড় কোন্‌টা রেজা? দুর্নাম অপনোদন, না শ্মশ্রুমুণ্ডন? অস্ত্র না ধ'রে নিমকহারাম হওয়া, না অস্ত্র ধ'রে নিমকহালাল হওয়া? কৃতজ্ঞতা, না কৃতঘ্নতা?

রেজা। ক্ষমা করুন, আপনাকে প্রশ্ন করাই ভুল হয়েছে। আসুন, আপনাকে সৈনিকদলে ভর্ত্তি ক'রে দিই।

রোস্তম। তবে তোমার নিকট গোপন কর্ব্ব না। কি জন্য সৈন্যদলে ভর্ত্তি হ'তে চাই, বলিগে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুটীর

হেদায়েতের প্রবেশ

হেদায়েৎ। ক্ষত সার্‌লো তো দুর্ব্বলতা সার্‌লো না কেন? আর এখন সার্‌লেই বা কি, না সার্‌লেই বা কি। এই সুদীর্ঘকাল ছোটমিঞা কি আর চুপ্ ক'রে বসেছিল? কোন্ দিন বাদসার দিকট পৌঁছে, সব ঠিকঠাক করে ফেলেছে! তাদের মহৎ বংশের মাথায় চিরকালের জন্য দুর্নামের পসরা চাপিয়েছে! বিধাতার অমোঘ বিধান খণ্ডন কর্‌তে তুচ্ছ মানবের সাধ্য কি? বুড়ী মা আমার হয় ত এত দিন আমাকে না দেখে, ভেবে ভেবেই ম'রে গেছে। আমি দূরে, তাকে দেখ্‌বার যে আর কেউ নেই। (অশ্রুমোচন)

রোমেনার প্রবেশ

রোমেনা। বাবা! এখন ভাল আছ?

হেদায়েৎ। সন্তান মায়ের কোলেও যদি ভাল না থাকে, তবে আর থাক্‌বে কোথায় মা? ও স্নেহ হস্তের স্পর্শে যে মৃত্যুযন্ত্রণা পর্য্যন্ত দূর হয়। মা! একটা সংবাদ তোমাকে দেবার আছে; শয্যাগত

অবস্থায় কত কথা বলেছি, কিন্তু এটা যে কেন বল্‌তে স্মরণ ছিল না, জানি না।

রোমেনা। আমার স্বামীর সংবাদ বল্‌বে তো? বল বাপ্‌, শীঘ্র বল, উৎকণ্ঠায় কণ্ঠাগতপ্রাণ হয়ে আমার দিন কাট্‌ছে। আমি জানি, তুমি সে শুভ সংবাদ জানো; কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় তোমাকে কষ্ট দিতে পারি নি।

হেদায়েৎ। হ্যাঁ, তোমার স্বামীর কথাই বল্‌ব। কিন্তু জান্‌লে কেমন ক'রে মা, যে আমি সে সংবাদ জানি?

রোমেনা। সেই ফকির—যিনি আমার প্রাণদান দিয়েছিলেন, যিনি তোমার প্রাণদান দিলেন, তিনি ব'লে গেছেন।

হেদায়েৎ। কে সে অন্তর্যামী মহাত্মা? এমনই আমার দুর্ভাগ্য যে, সে মহাপুরুষের দর্শনলাভ আমার অদৃষ্টে হ'ল না? কখনও হবে কি না, কে জানে? তিনি আমার প্রাণদান দিলেন আর তার বিনিময়ে দু'টো তুচ্ছ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্‌বার সুযোগও আমার অদৃষ্টে ঘট্‌লো না! হে মহাপুরুষ! আমি উদ্দেশে তোমাকে সেলাম করি।

রোমেনা। বাবা! আমার স্বামী আছেন কোথায়? তিনি যে জীবিত আছেন, তা আমি জানি, আমার মন তা আমাকে ব'লে দিয়েছে!

হেদায়েৎ। মা! তিনি এখন বীররাজার সন্তানের অস্ত্র-শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তোমার এ সন্তানও তাঁর শিষ্য।

রোমেনা। বাবা! কি ব'লে তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ব, তা তো ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি না।

হেদায়েৎ। তোর যা শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ ছিল, তা তো সন্তানকে দিয়ে ব'সে আছিস্‌ মা—আর কি দিবি?

রোমেনা। তবে আবার বলি বাপ্—সৎপথে যেন তোমার মঁতি থাকে।

[প্রস্থান।

হেদায়েৎ। পরোপকারে এ কি আনন্দ! নৃত্যগতি চরণে যেন আপনিই স্ফুরিত হচ্ছে। মেহেরবান খোদা! যেন এই কুটীরে একটা নব-জীবন আমার জন্য সঞ্চিত রেখেছিলেন।

সোনাবিবির প্রবেশ

সোনা। মিঞা-সাহেব! লোকাভাবে বাড়ীতে সংবাদ পর্য্যন্ত দিতে পারা যায় নাই—না জানি, তারা কত ভাব্ছে। আমার আশা পর্য্যন্ত হয় ত তারা ছেড়ে দিয়েছে।

হেদায়েৎ। সবই বুঝ্লুম্। কিন্তু বিবিসাহেব, শয্যা ত্যাগ কর্‌তে পেরেছি মাত্র, বেশী দূর চল্‌তে তো এখনও সমর্থ হই নাই। সুতরাং সংবাদ পাঠাবার কি উপায় কর্‌ব, তা তো স্থির কর্‌তে পার্‌ছি না। এ জনহীন প্রান্তরে তো লোক পাওয়া যাবে না। সুতরাং একটু সবল না হওয়া পর্য্যন্ত অগত্যাই যে অপেক্ষা কর্‌তে হবে। সবল হ'লে আমিই গিয়ে তোমাকে রেখে আস্‌ব।

সোনা। অগত্যাই তাই হবে। কিন্তু মনে এ উদ্বেগ নিয়ে এক দণ্ডও এখানে মন টিক্‌ছে না।

হেদায়েৎ। নগরবাসিনী তোমরা, এই নির্জ্জনস্থানে একটু কষ্ট বোধ হবে বৈ কি?

সোনা। শুনেছেন কি, একদল পল্টন এখানে এসে ছাউনি করেছে?

হেদায়েৎ। কবে?

সোনা। পরশু।

হেদায়েৎ। খোদা! তুমিও বেইমানীর সহায়তা কর? কিন্তু আমি এখন কি করি? পদদ্বয় শরীরের ভার-বহনে অশক্ত, হস্ত তরবারি-

ধারণে অক্ষম। ইয়ে আল্লা, পঙ্গু ক'রে আট্‌কে রাখ্‌লে? সঠিক সংবাদটাও জেনে রাজাকে দিতে পার্‌লুম না! শুন্‌তে পাই, তুমি যা কর মঙ্গলের জন্য; বেইমান ছোট মিঞাকে বীরভূম-সিংহাসনে বসিয়ে, কি মঙ্গলসাধন কর্‌বে মঙ্গলময়! না না, ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি, খোদার খেলার তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে আমার সাধ্য কি? অদৃষ্টে যা আছে হবে।

নেপথ্যে সোলেমান। হ্যাঁ গা! সোনাবিবি ব'লে একটি স্ত্রীলোককে তোমরা কেউ দেখেছ? রাজনগরে বাড়ী?

নেপথ্যে রোমেনা। এই ঘরের মধ্যে যাও, দেখ্‌তে পাবে।

নেপথ্যে সোলেমান। মেহেরবান খোদা! তোমার অসীম মেহেরবাণী।

(বেগে ঘরের মধ্যে সোলেমানের প্রবেশ ও সোনাকে আলিঙ্গন)

সোলেমান। রাক্ষসি! আমায় ফেলে এতদিন কোথায় ছিলি? তোর জন্যে যে আমি বীরভূমের প্রত্যেক পথ, প্রত্যেক বন, প্রত্যেক পল্লী আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজ্‌লুম!

সোনা। (সোলেমানের প্রতি) ছাড় ছাড়, দেখ্‌ছ না ঘরে মিঞা-সাহেব রয়েছেন।

সোলেমান। (ত্রস্তে ছাড়িয়া দিয়া) তাই নাকি? (হেদায়েৎকে দেখিয়া) কে আপনি? না না, আপনি সেনাপতির শ্যালক সেই মহাত্মা হেদায়েৎ আলি না? তাই ত। আপনি এত দুর্ব্বল হয়ে গেলেন কি ক'রে।

হেদায়েৎ। বড়ই আহত হয়েছিলুম।

সোলেমান। কি ক'রে?

হেদায়েৎ। যাক্ ও কথা। এস প্রেমিক-দম্পতি, ভিক্ষালব্ধ কদর্য্য অন্নে সদিচ্ছা মিশিয়ে আজ পরিতোষ-সহকারে অতিথি-ভোজন করাই। ভগ্নীর আজ আমার বড় আনন্দের দিন। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বীররাজার শিবির

(নেপথ্যে যুদ্ধ-কোলাহল)

বীররাজা। কি বেইমান্! কি বেইমান্! বল্লে মোগলসৈন্য দশ হাজার, এ যে দেখ্ছি বিশ হাজারেরও বেশী। আরও দশ হাজার সৈন্য আন্তে সওয়ার তো রওনা ক'রে দিয়েছি! কিন্তু আসাদ পাঠালে হয়। তাকে এ যুদ্ধে আস্তে না দেওয়ায় সে অপমানিত বোধ করেছে। কিন্তু আন্লে কি আর রক্ষা ছিল। দুই বেইমান ভ্রাতায় একত্র থাক্তে পার্লে, জয়লাভের আশা মাত্র থাক্তো না। কিন্তু ধন্য রোস্তমের এই দস্যু-সৈন্য। আজ বুঝ্তে পার্ছি, কেন রোস্তমের নামে দিল্লীর বাদসা পর্য্যন্ত কাঁপে। আজ রোস্তমের শিক্ষায়, রোস্তমের সৈন্যের দৃষ্টান্তে আমার সৈন্যগণও দ্বিগুণ প্রতাপে, দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ কর্ছে।

নেপথ্যে মোগল-সৈন্য। পালা—পালা—

নেপথ্যে বীররাজার সৈন্য। জয় বীরভূম-ঈশ্বরের জয়, জয় বীররাজার জয়!

রেজা ও জয়নারায়ণের প্রবেশ

রেজা ও জয়নারায়ণ। জয় মহারাজের জয়!

জয়নারায়ণ। মহারাজ! মা কালীর অনুগ্রহে রেজা ভাইয়ের পাঁচ হাজার আর আমার পাঁচ হাজার সৈন্যই সমস্ত মোগলবাহিনীকে বিধ্বস্ত ক'রে দিয়েছে। তাদের আর ফের্বার পথ পর্য্যন্ত রাখে নাই। তবে সত্যের অনুরোধে বলি মহারাজ, আমার নিজের বুদ্ধিমত সৈন্যচালনা কর্লে এমন কৃতকার্য্য হ'তে পার্তুম না। ঐকিজন সামান্য সৈনিক, প্রথমেই অযাচিতভাবে আমাকে এমন পরামর্শ দিলে, যে শেষ পর্য্যন্ত

তার পরামর্শ গ্রহণ না ক'রে থাকতে পারলুম না। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রণা তারই, আমি কেবল আদেশের আকারে তা উচ্চারণ করেছি।

বীররাজা। সে সৈনিক কোথায়?

জয়নারায়ণ। তা'কে আমার সঙ্গে আস্বার জন্য বলেছিলুম, কিন্তু সে হাতযোড় করে বল্লে, "আমি সামান্য সৈনিক, রাজার সম্মুখে দাঁড়াতে আমার সাহস হবে না।" তার অনিচ্ছা দেখে আমিও তাকে আর পীড়াপীড়ি কল্লুম না।

বীররাজা। আমার কাছে আস্তে তার কি আপত্তি, তা তো বুঝ্তে পাল্লুম না।

জয়নারায়ণ। নাম বল্লে বীরদাস।

বীররাজা। কে আছ?

প্রহরীর প্রবেশ

হিন্দুসৈনিক বীরদাসকে খবর দাও।

[প্রহরীর প্রস্থান।

মোগল-সেনাপতি কি মারা গেছে না পালিয়েছে?

রেজা। সে পালিয়েছে।

বীররাজা। এখনও সে বেশী দূর যেতে পারে নাই। সন্ধান ক'রে তাকে যেমন ক'রে পার, ধ'রে আন। অকারণে যে নরাধম এত সৈন্যক্ষয় করালে, তার কিছু শিক্ষা দেওয়া উচিত।

রেজা ও জয়নারায়ণ। যো হুকুম।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

বীররাজা। মা কালী! তোমার কৃপায় আজ অসাধ্যসাধন হ'ল! স্বপ্নেও আশা কর্তে পারি নাই যে, দশ সহস্র সৈন্য বাদসার সুশিক্ষিত বিশ

সহস্র সৈন্যকে বিধ্বস্ত ক'রে দেবে। রাজনগরে গিয়ে ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা দেব।

জয়নারায়ণের প্রবেশ

কি সংবাদ জয়নারায়ণ?

জয়নারায়ণ। মহারাজ! মোগল-সেনাপতির সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় মহারাজ, তাকে ধ'রে আন্‌তে পার্‌লুম না।

বীররাজা। কেন?

জয়নারায়ণ। এই প্রান্তরে এক রমণীর কুটীরে সে আশ্রয় নিয়েছে। আলুলায়িতকুন্তলা, উন্মুক্তকৃপাণহস্তা সে রমণী বল্‌ছে যে, আমাকে যুদ্ধে বধ না ক'রে তোমরা আমার আশ্রিতকে নিয়ে যেতে পার্‌বে না। দস্যু রেজা থাক্‌লে হয় তো পার্‌তো; কিন্তু সে অন্য দিকে গেছে। হিন্দু আমরা, রমণীর গায়ে অস্ত্রাঘাত কর্‌তে না পেরে ফিরে এলুম।

বীররাজা। একটা তুচ্ছ নারীর জন্য এমনি করে আমার অভিপ্রায় ব্যর্থ করে এলে? তাকে বধ না ক'রে, ধরে রেখে যে সে পাপিষ্ঠকে বন্দী কর্‌তে পার্‌তে?

জয়নারায়ণ। সে নৃমুণ্ডমালিনীর গায়ে হাত দিতে কে সাহস কর্‌বে মহারাজ! সসৈন্যে তার পদে প্রণত হয়ে ফিরে এলুম।

বীররাজা। তুমি আবার যাও, যেমন ক'রে পার, সেই পাপিষ্ঠকে বন্দী ক'রে নিয়ে এস।

জয়নারায়ণ। ক্ষমা করুন মহারাজ, আমরা তা পার্‌ব না।

বীররাজা। কি অবাধ্যতা! জান সৈনিকের অবাধ্যতার শাস্তি কি?

জয়নারায়ণ। প্রাণদণ্ড। তাও স্বীকার মহারাজ।

বীররাজা। কি, এমনি ক'রে আমার আশা বিফল হ'লো? আমার সৈন্যগণ সকলেই কি নিমকহারাম?

রোস্তমের প্রবেশ

রোস্তম। না মহারাজ, অন্ততঃ একজনও নিমকহালাল আছে।

বীররাজা। কে তুমি? তোমার নাম কি?

রোস্তম। অধীনের নাম বীরদাস।

বীররাজা। তুমি! তোমার প্রভুভক্তি, বীরত্ব, কৌশল প্রভৃতির কথা শুন্‌লুম বটে। তুমি সেই রমণীর আশ্রয় থেকে মোগল-সেনাপতিকে বন্দী ক'রে আন্‌তে পার?

রোস্তম। পারি।

বীররাজা। প্রতিশ্রুত হও। শেষে এসে যেন ব'লো না যে, রমণীর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার ভয়ে ফিরে এলুম।

রোস্তম। মোগল-সেনাপতিকে নিয়ে ফির্‌তে পারি ফির্‌ব, না হয় সেই-খানেই প্রাণ দেবো। মহারাজ আপনার নিমক খেয়েছি। যদি নিজ হস্তে নিজের শির কাট্‌তে হুকুম করেন, তাই কাট্‌ব, তবু নিমকহারামী কর্‌ব না।

[দ্রুত প্রস্থান।

জয়নারায়ণ। অপরাধ মার্জ্জনা করুন মহারাজ, আমি বুঝতে পারি নাই। বীরদাসের ইঙ্গিতে আজ আমার চোখ খুল্‌লো। ঠিক কথা, গোলামী কর্‌তে এসে অত বিবেক মান্‌লে চল্‌বে কেন?

বীররাজা। বিবেকবিরুদ্ধ কাজ ত কিছু কর্‌তে বলি নাই. একটা দুষ্ট লোককে ধর্‌তে যদি একটা রমণীকে ক্ষণেকের জন্য আট্‌কে রাখ্‌তে হয়, সেটা কি বিবেকবিরুদ্ধ কাজ? যাক্, তোমাকে ক্ষমা কর্‌লুম। যাও, বিরক্ত ক'র না।

[জয়নারায়ণের প্রস্থান।

কিন্তু কে এ হিন্দু সৈনিক? স্বর যেন বড়ই পরিচিত। কার এমন

স্বর শুনেছি? কার? কার? হাঁ, রোস্তমের। সেই মহানুভব মুসলমান দস্যুর। এ হিন্দু-সৈনিকের আকৃতিও যেন কতকটা তার মত। তবে সে ছিল মুসলমান, আর এ হিন্দু। কথাবার্ত্তার ধরণও অনেকটা রোস্তমের মত। যাক্ এ চিন্তা, এখন মোগল-সেনাপতিকে ধরা চাই-ই। যেমন ক'রেই হ'ক্। বীরদাস কি কর্‌বে কে জানে? আমি নিজেও যাই।

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। মহারাজ! সেনাপতি আসাদ খাঁ নগর থেকে আরও দশ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছেন।

বীররাজা। পাঠিয়েছে! (স্বগত) আশা করি নাই। জোনেদের ভাই হয়ে সে এত সরল। লোকটা লম্পট বটে, কিন্তু অন্য দোষে দোষী ব'লে বোধ হয় না। (প্রকাশ্যে) চল, ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রোমেনার কুটীর-দ্বার

দ্বারে আলুলায়িতকুন্তলা রোমেনা অসি-হস্তে দণ্ডায়মান ;
বাহির হইতে হেদায়েতের প্রবেশ

হেদায়েৎ। (থমকিয়া) এ কি! প্রেমের রাণী আজ রণরঙ্গিণী কেন মা?

রোমেনা। আশ্রিত-রক্ষণের জন্য।

হেদায়েৎ। এখন একমাত্র আশ্রিত তো আমি। সোনা আর সোলেমান তো চ'লে গেছে। আমার এমন কে শত্রু আছে মা, যার জন্য প্রেমের রাণী হ'য়ে আজ অসি ধরেছ?

রোমেনা। সন্তান মায়ের কাছে থাকলে কি তাকে আশ্রিত বলে? তুমি ত আশ্রিত হয়ে এখানে ব'স্ কর্‌ছ না, সন্তানের অধিকার নিয়ে বাস কর্‌ছ। বাদসার সেনাপতি আজ বীররাজার হস্তে বিপন্ন হয়ে আমার আশ্রয় নিয়েছে। তাই স্ত্রীলোক হয়েও, অসি ধ'রে এই অনধিকার-চর্চ্চা করেছি।

হেদায়েৎ। করুণাময়ি! করুণার বশবর্ত্তিনী হয়ে এ কি করেছ মা? দেশের শত্রুকে আদরে আশ্রয় দিয়েছ? ধর্ম্মময়ি! আশ্রিতরক্ষণ-ধর্ম্ম বজায় রাখ্‌তে, আজ স্বামীর অন্নদাতার বিরুদ্ধে, হয় ত স্বামীরই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছ? ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মের মর্ম্ম তুমিই জান। কিন্তু মা! সন্তান থাক্‌তে তুমি অস্ত্র ধর্‌বে কেন?

(প্রস্থানোদ্যোগ)

রোমেনা। কোথা যাও?

হেদায়েৎ। অসি আন্‌তে।

রোমেনা। উন্মাদ সন্তান! নিজের শারীরিক অবস্থার কথা কি ভুলে গেছ?

হেদায়েৎ। মা যদি নারীর অধিকার ভুল্‌তে পারে, তবে সন্তান কি শারীরিক অবস্থার কথা ভুল্‌তে পারে না? জানি মা, অসি ধর্‌তে হাত কাঁপ্‌বে, কিন্তু মানসিক-বলে আজ সে ক্ষতি পূরণ কর্‌ব।

[ভিতরে প্রস্থান।

রোস্তমের প্রবেশ

রোস্তম। (একান্তে) ফকির! বুঝি তোমার কথাই আজ ফলে। আজ শত্রুদলনের জন্য আবার অসি ধরেছি। এক রমণীও ঐ কুটীরে প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে আমার অপেক্ষা কর্‌ছে। অদৃষ্টে বুঝি শেষে স্ত্রী-হত্যাই আছে। কিন্তু সে কথা ভাব্‌বার তো এখন সময় নয়।

আমি তো জেনে শুনে অসি ধরেছি, জেনে শুনে এ কার্য্যের ভার নিয়েছি। এখন এ চিন্তা কেন ? এখন এ দ্বিধা কেন ? নিমকহারাম দুর্নাম দূর কর্‌তে এসে কি সত্য নিমকহারাম হ'য়ে ফিরে যাব ? ছি ! ছি ! আর দ্বিধা নয়। (অগ্রসর)

রোমেনা। ঐ আবার কে আসে। খোদা ! এ দুর্ব্বল রমণীর বাহুতে শক্তিসঞ্চার কর। (তরবারি দৃঢ় ধারণ, রোস্তমের আরও অগ্রসর হওন ও রোমেনা রোস্তমকে চিনিয়া) এ কি ? তুমি ! (অসি ফেলিয়া দিয়া রোস্তমকে আলিঙ্গন ও মূর্চ্ছিত হওন)

রোস্তম। এ কি ! রোমেনা ! (প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আলিঙ্গন) কতকাল কতকাল ! খোদা ! কতকাল পরে এ বিরহ-বেদনা-হত-হৃদয়ে এমন আশাতীত মধুর শান্তি প্রদান কর্‌লে ! এ প্রেম মিলন এমনি মধুর কর্‌বে ব'লেই কি দারুণ বিরহ-তাপে তাপিত করেছিলে ? অসীম তোমার করুণা করুণাময় ! দুর্ব্বোধ্য তোমার লীলা ! মূঢ় আমরা, তোমার লীলা বুঝ্‌তে না পেরে অকারণ তোমার বিধানে সন্দিগ্ধ হই। আয় রোমেনা, নতজানু হয়ে মেহেরবান খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি আয় ! এ কি ! মূর্চ্ছিতা ! দুঃখের ভার ত সয়েছিলি রোমেনা, তবে আজ সুখের ভার সইতে পারলি না কেন ?

রোমেনা। (চেতনা প্রাপ্ত হইয়া) অসি, আমার অসি ?

রোস্তম। অসি নিয়ে কি কর্‌বি রোমেনা ?

রোমেনা। কর্ত্তব্যপালন।

রোস্তম। কি সে কর্ত্তব্য—যার জন্য রমণী হ'য়ে আজ অসি ধরেছিস্ ?

রোমেনা। আমার আশ্রিত—বাদসার সেনাপতিকে রক্ষা।

রোস্তম। সে পাপিষ্ঠ তোরই আশ্রয় নিয়েছে ! দেখিয়ে দে রোমেনা, সে পাপিষ্ঠ কোথায় ? তাকে বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়ে আমার নিমক-

হারাম দুর্নাম মোচন ক'রে আসি। আমার ধর্ম্মরক্ষা হোক্। আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হোক্।

রোমেনা। এ কেমন আদেশ কর প্রভু, আশ্রিতকে ত্যাগ করলে আমার ধর্ম্ম থাকে কই? আমার প্রতিশ্রুতি থাকে কই?

রোস্তম। সে কি? তবে কি আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বি?

রোমেনা। প্রতিশ্রুতি পালন কর্‌তে কৃতজ্ঞের ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌তে, তুমি যদি যুদ্ধ কর্‌তে পার, তবে আমি আমার ধর্ম্মরক্ষার জন্য কেন তা না পারি?

রোস্তম। ক্ষমা দে রোমেনা, এমন একটা বিসদৃশ ধর্ম্মভাব মাথায় এনে, স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্বন্ধকে এমন কর্কশ ক'রে তুলিস না। কত যুগ পরে আজ এমন অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ, সে সাক্ষাতের মাধুর্য্য এমন-ভাবে নষ্ট করিস্ না।

রোমেনা। তোমার শিক্ষায় শিক্ষিতা, তোমারই ধর্ম্মে অনুপ্রাণিতা, তোমার এ শিষ্যাকে আজ ভেবে উপদেশ দাও—এখন তার কি করা কর্ত্তব্য? প্রাণভয়ে ভীত আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দিয়ে, সাহস দিয়ে, শেষে নিজের সুখের জন্য তাকে ধরিয়ে দেওয়াই কি আমার ধার্ম্মিক স্বামীর উপদেশ?

রোস্তম। এ কি দারুণ সমস্যা!

রোমেনা। প্রশ্ন কি এতই সমস্যাপূর্ণ, প্রভু?

রোস্তম। প্রশ্নের উত্তরটি সহজ বটে, কিন্তু সে উত্তর দেওয়াটাই সমস্যা। উত্তর দিলেই তোর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে হয়, অথবা আমার চির-পালিত যুদ্ধ-নীতি ত্যাগ করে, তোকে বলপূর্ব্বক ধ'রে রেখে, মোগল-সেনাপতিকে হস্তগত কর্‌তে হয়। কিন্তু স্ত্রী হলেও তুই আজ যুদ্ধার্থিনী। যুদ্ধার্থীকে যুদ্ধদানই বা না করি কি ক'রে? তা হ'লে যে ধর্ম্ম যায়।

রোমেনা। যদি উত্তর দিতে না পার, যদি যুদ্ধ কর্‌তে না পার, তবে ফিরে যাও।

রোস্তম। তাও যে পারি না। তাই তো সমস্যা দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যার একমাত্র মীমাংসা তোর সঙ্গে যুদ্ধ। কি কল্লে আজ ধর্ম্ম থাকে। প্রতিশ্রুতি রক্ষায়, না স্ত্রী হত্যায়?

রোমেনা। খতিয়ে দেখ না প্রভু, কোন্‌টার গুরুত্ব অধিক। অন্নদাতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়ে শত্রুকে বন্দী কর্‌তে এসেছ—এখন নিজের স্বার্থের জন্য সে প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গা কোন ধর্ম্মসঙ্গত? স্ত্রীহত্যায়—তুমি কেবল তোমার নিজের ক্ষতি কর্‌বে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে—তুমি নিজে পাপসঞ্চয় কর্‌বে, দেশের অনিষ্ট কর্‌বে, নিমকহারাম হবে।

রোস্তম। নিমকহারাম কি ভীষণ কথা! না না, স্ত্রীহত্যাও স্বীকার, তবু নিমকহারাম হ'ব না। কিন্তু এ কি হ'ল রোমেনা?

রোমেনা। কি হ'ল প্রভু?

রোস্তম। জানি না। নিজেই ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, তা তোকে বোঝাব কি? মেহেরবান্! মঙ্গলময়! এ পত্নী-হত্যায় জগতের কোন্ মঙ্গল সাধন হ'বে প্রভু? হয় ত কিছু হ'বে! আমি বর্ব্বর দস্যু, আমি তা কেমন ক'রে বুঝ্‌ব? তবে আয় আমার সর্ব্বময়ী, আয় আমার প্রেমময়ী, বায়েকের জন্য অসি ত্যাগ ক'রে প্রেমিকারূপে আমার বক্ষে আয়—তার পর শত্রুমূর্ত্তি ধারণ কর্। (উভয়ে অসি ত্যাগ করিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন, পরে অসি গ্রহণ করিয়া যুদ্ধোদ্যোগ।

(হেদায়েতের প্রবেশ ও তরবারি দ্বারা রোস্তমের তরবারিতে আঘাত)

হেদায়েৎ। নূতন হ'লেও এ বিসদৃশ ব্যাপার সম্মুখে ঘট্‌তে দেব না।

রোস্তম। কে তুমি? হেদাৎ আলি? এত দুর্ব্বল!! আর এখানেই বা কেমন ক'রে এলে?

হেদায়েৎ। সে পরিচয় দেবার অবসর কৈ গুরুজী। আপনার ভীষণ অসি আমার মাথার উপর, এখন সে সমস্ত পরিচয় দেবার সময় কৈ? যুদ্ধ কর্‌তে এসেছেন, যুদ্ধ করুন।

রোস্তম। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ব না হেদাৎ আলি!

হেদায়েৎ। কেন? স্ত্রীর সঙ্গে পারেন, আর শিষ্যের সঙ্গে পারেন না?

রোস্তম। তা নয়. তুমি এখন দুর্ব্বল।

হেদায়েৎ। শরীর দুর্ব্বল বটে, কিন্তু মনের বলে যে আজ আমি বলীয়ান্। গুরুজী! বহুযত্নে আমাকে যে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন, কখনও তার পরীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। সে সুযোগ কখন ঘট্‌তো কি না, কে জানে। যদি ভাগ্যক্রমে সে সুযোগ ঘট্‌ল, তখন আপনারই শিক্ষিত কৌশল আপনারই উপর প্রয়োগ ক'রে বোঝাই, আপনার সে যত্ন কতদূর সফল হ'য়েছে। দর্শক হ'য়ে দেখলে বোঝ্‌বার গলদ্ থেকে যায়, ভুক্তভোগী হয়ে আজ সেটা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রে নিন্।

রোস্তম। খোদা! যত অদ্ভুত কার্য্য কি এই দস্যুর দ্বারাই করাবে? পত্নীহত্যা! শিষ্য হত্যা! থাকে তো আরও কাউকে নিয়ে এস! (হেদায়েৎকে) এস হেদায়েৎ আলি, এস শিষ্য, এস প্রিয়তম, যুদ্ধ কর। আজ কর্ত্তব্যের জন্য তোমাদের বধ ক'রে আমার পূর্ব্বকৃত পাপের কতক প্রায়শ্চিত্ত করি।

হেদায়েৎ। মা, আশীর্ব্বাদ করুন (রোমেনার পাদবন্দনা)

রোমেনা। তোমারই মান বজায় থাক্ বৎস। স্বামী হলেও উনি আজ আমাদের শত্রু; সুতরাং ওঁর জয় কামনা কর্‌তে পারি না।

হেদায়েৎ। আসুন গুরুজী, এখন আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। (রোস্তমের পাদবন্দনান্তে উভয়ের যুদ্ধ ও রোস্তমের অসি পতন হওন)

রোস্তম। ধন্য ধন্য, হেদায়েৎ আলি, ধন্য তোমার শিক্ষা! আমাকে

পরাজিত ক'রে আমারই মুখোজ্জ্বল করলে। তোমার অপূর্ব্ব অসি-চালনায় আজি আমি বিস্মিত, পরাজিত। তবু তুমি এখনও সবল নও।

হেদায়েৎ। গুরুজী, পুনরায় অসি গ্রহণ করুন।

রোস্তম। আর কোন্ লজ্জায় আমার চির-বিজয়-গৌরব-মণ্ডিত অসি গ্রহণ করি, বৎস? অসি হয় তো হাস্‌বে, হয় তো ব'ল্‌বে যে যদি হস্ত এমন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, তবে অন্য অসি গ্রহণ না ক'রে আমাকে গ্রহণ ক'রেছিলে কেন?

হেদায়েৎ। আপনার ও চির-বিজয়-গৌরব মণ্ডিত অসি, চির-বিজয়-গৌরবেই মণ্ডিত থাক্‌বে। ও অসির পরাজয়-সাধন কর্‌তে পারে, এমন শক্তিমান্ তো দুনিয়ার কাউকে দেখ্‌লুম না। পূর্ব্ব-পরিশ্রমে শক্তি হারিয়ে অল্পেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, তাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। গ্রহণ ক'রে দেখুন, বিশ্রামলাভে ওর পূর্ব্ব-শক্তি আবার ফিরে এসেছে।

রোস্তম। বেশ, তাই দেখি। (উভয়ের পুনরায় যুদ্ধ ও হেদায়েতের পতন)

হেদায়েৎ। বুঝ্‌লেন কি গুরুজী, যে ও অসি পরাজিত হবার নয়! শত্রুর বক্ষভেদ চিরকাল ক'রে এসেছে, এখনও কর্‌লে। আঃ, এ কি পবিত্র আনন্দ! মনে হচ্ছে যেন হুরীগণ আমাকে ঘেরে নৃত্য কর্‌ছে, আর অল্পে অল্পে বেহেস্তের দিকে তুল্‌ছে! কি আনন্দ! পদধূলি দাও গুরু, পদধূলি দাও মা, তোমাদের ও পবিত্র পদরেণুর আস্তরণ, আমার বেহেস্তের পথে কুসুম আস্তরণ হবে। (পদধূলি গ্রহণ) আল্লা দীন্ দুনিয়ার মালিক! (মৃত্যু)

রোমেনা। স্বর্গীয় আত্মার অধিকারী ছিল, তাই স্বর্গের স্বপ্ন দে'খে চ'লে গেল।

রোস্তম। কি সুন্দর এ মৃত্যু! হাসির আভাস এখনো মুখে লেগে

আছে। এমন মৃত্যু আমার পক্ষে দুরাশা। জানি না, কেমন ভীষণ মৃত্যু এ দস্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু কি কর্‌লুম? স্বহস্তে প্রিয়তম শিষ্যকে বধ কর্‌লুম! বাঃ বাঃ, জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন কর্‌লুম!

রোমেনা। রোস্তম! (যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া)

রোস্তম। হাঁ, ঠিক সম্বোধন। এখন আর নাথ বা প্রাণেশ্বর বা ঐ রকম কিছু নয়, এখন "রোস্তম"। শুভক্ষণে অসি ধরেছিলুম, তাই শিষ্য-হত্যা কর্‌লুম, আবার স্ত্রী-হত্যা কর্‌তে চলেছি। হাঃ হাঃ! বেশ! বেশ! আয়! আয়।

(উভয়ের যুদ্ধ ও রোমেনার পতন)

রোমেনা। পদধূলি—

রোস্তম। চাস্? এই শিষ্যহন্তা, পত্নী-হন্তা দুর্ব্বৃত্ত দস্যুরও পদধূলি চাস্? কিন্তু এ তো ধূলো নয়, এ যে বিষ।

রোমেনা। আমার অমৃত।

রোস্তম। নে—নে তবে অমৃত ব'লে বিষই গ্রহণ কর্। (পদধূলি প্রদান)

রোমেনা। শান্তি—পবিত্র শান্তি—খোদা দীনদুনিয়ার মালিক! (মৃত্যু)

রোস্তম। (রোমেনার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া) বাঃ বাঃ! কি সুন্দর শোভা! কবরী বিস্রস্ত, নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত, মুক্তাপাঁতি ঈষৎ বিকশিত, যেন উল্লাসে পূর্ণ হ'য়ে অলসে নিদ্রা গেছে! ঘুমোও প্রিয়তমে, ঘুমোও বিজিত-মরণে! পাছু ডেকে তোমার এ আনন্দযাত্রার ব্যাঘাত দেব না। হাঃ হাঃ! যার জন্য এত কাণ্ড কর্‌লুম, সে কোথা তার খোঁজ কর্‌লুম না! নিমকহারাম নাম ঘোচাবার জন্য এত সব ক'রে, শেষে কি নিমকহারামই থেকে যাব? দেখি দেখি। (ভিতরে গমন)

বীররাজা ও অনুচরগণের প্রবেশ

বীররাজা। (একজন অনুচরকে) এই সেই কুটার তো?

১ম অনুচর। হাঁ ধর্ম্মাবতার।

বীররাজা। তবে সে বীরদাস কৈ? সেও নিমকহারামী কর্‌লে না কি?

মোগল-সেনাপতিকে লইয়া রোস্তমের প্রবেশ

রোস্তম। এখনও নিমকহারাম বল্‌ছেন রাজা? নিমকহারাম নাম ঘোচাবার জন্য, মুসলমান হ'য়ে শ্মশ্রু মুণ্ডন ক'রেছি, মিথ্যা নাম বলেছি, শিষ্য-হত্যা পত্নী-হত্যা করেছি। এই নিন সেই মোগল-সেনাপতি। তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে যে স্ত্রীলোকের অধম হ'য়ে গৃহের কোণে লুকিয়ে থাকে, তাকে ধর্‌বার জন্য দু'দু'টো মহাপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হ'ল, এ কি কম আক্ষেপ!

বীররাজা। তুমি রোস্তম? পূর্ব্বে কেন প্রকাশ ক'রে বল্লে না ভাই! তা হ'লে কি তোমাকে অস্ত্র ধর্‌তে আদেশ দিতুম!

রোস্তম। স'রে যান রাজা, এ দস্যুর সম্মুখ থেকে স'রে যান, নতুবা আপনার মর্য্যাদা থাক্‌বে না। ক্রোধে আমার অঙ্গমধ্যে যেন তড়িৎ-প্রবাহ প্রবাহিত হচ্ছে—অসংযমিত দস্যুর ক্রোধ—নিমকহারাম হবার ভয়ে এখনও সে ক্রোধ দমন ক'রে আছি, আর বুঝি পার্‌ব না। এ দাসানুদাসের সেলাম নিয়ে শীঘ্র প্রস্থান করুন। (নতজানু হইয়া সেলাম)

বীররাজা। (স্বগত) হায়! হায়! কি কর্‌তে কি কর্‌লুম! শিষ্যহত্যা পত্নীহত্যা করিয়ে শেষে এই মহাত্মাকে উন্মাদগ্রস্ত ক'রে দিলুম। (প্রকাশ্যে সৈনিকদের প্রতি) তোমরা সসম্মানে সেনাপতি-সাহেবকে শিবিরে নিয়ে যাও! আমি একটু পরে যাচ্ছি। (মোগল-সেনাপতিকে

লইয়া সৈনিকদের প্রস্থান) (রোস্তমকে) শাস্তি দাও ভাই, আমার এ অপকর্ম্মের জন্য যে শাস্তি তোমার অভিপ্রায় হয় দাও, আমি নির্ব্বিবাদে মাথা পেতে নিচ্ছি।

রোস্তম। (রাজার কথায় কর্ণপাত না করিয়া রোমেনার দিকে ফিরিতে ফিরিতে) কৈ রে, কৈ রে—আমার স্বুবর্ণ-লতিকা! এই লৌহময় সহকারকে বেড়ে আবার ওঠ। আর পারি না, সহনাতীত ক্লেশ, ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাচ্ছে, চোখ উপ্‌ড়ে আস্‌ছে, দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, বুকের শিরাগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে, আমায় রক্ষা কর ধর্ম্মময়ী প্রেমময়ী। (মূর্চ্ছা)

প্রথম দৃশ্য

কালী-মন্দির

সখিগণের গীত

ফুল-সাজ সাজ্‌বে ভাল কাল বরণে ।
(মায়ের কালবরণে)
রাঙ্গা জবা হাস্‌বে হাসি রাঙ্গা-চরণে ॥
(মায়ের রাঙ্গা-চরণে)
অলি যারে ছোঁয়নি ভুলে, চল আনি সে ফুল তুলে,
হোক না কলি হাস্‌বে মুখ খুলে ;
মায়ের আমার এম্‌নি পরশ,
শুক্‌নো ফুলে পায় রূপ-রস,
ভুবনভরা মধুর সুবাস, মনোহরণে ॥
(মায়ের মনোহরণে)

[সখিগণের প্রস্থান ।

বীররাজা ও ভানুমতীর প্রবেশ

বীররাজা । রাণি ! মায়ের কৃপায় যুদ্ধে জয়ী হয়েছি বটে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে কত যে পাপ সঞ্চয় করেছি, তা বল্‌তে পারি না । তোমার অন্যায় সন্দেহের ফলে, আমিও ভ্রান্ত হয়ে রোত্তমকে অপমানিত করেছি । শেষে তার সর্ব্বনাশের হেতু হয়েছি । সে উন্মাদ হ'য়ে কোন্‌ দিকে গেল, স্থির কর্‌তে পার্‌লুম না । আজও ত কেউ তার সংবাদ এনে

দিলে না। রাণি! যে আমাদের এত উপকারী, আমরা তার এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লুম? মায়ের পূজা দাও, প্রাণ ভ'রে মাকে ডাক, তিনি আমাদের এ পাপ হ'তে মুক্ত করুন।

ভানুমতী। তাই ত, কি কর্‌লুম মহারাজ? মহাত্মার প্রতি অন্যায় সন্দেহ ক'রে তার চির-জীবনটা বিষময় ক'রে দিলুম? মুক্ত কর শ্যামা, এ অজ্ঞানকৃত পাপ হ'তে আমাদের মুক্ত কর মা।

বীররাজা। কি কর্‌তে কি হ'ল? রাজ্যের মঙ্গল-ইচ্ছায় আসাদ ও জোনেদকে উচ্চপদে নিয়োগ কর্‌লুম; কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, তাদের সেই নিয়োগে রাজ্যের অমঙ্গলেরই সূচনা ক'রে রেখেছি। বেইমান-দিগকে যত সহজে বাহাল করেছিলুম, তত সহজে বরতরফ কর্‌তে পার্‌ছি কই। বন্দী হ'বার পরে মোগল-সেনাপতি জোনেদের বিশ্বাস-ঘাতকতা সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা ব'লে গেল, সে সমস্ত শুনে আর কেমন ক'রে তাকে রাজ্যে স্থান দিই? কিন্তু দূরীভূতই বা করি কেমন করে? আর আসাদ—পিশাচ—লম্পট, সে আমার স্ত্রীর প্রতি অত্যাচারের চেষ্টা করেছে; তাকে স্বহস্তে হত্যা কর্‌তে পার্‌লে তবে গাত্রজ্বালা নিবারণ হয়? কিন্তু আজ আমার কি ভয়ানক অবস্থা! কাপুরুষের মত সমস্তই সহ্য কর্‌তে হচ্ছে। হাঁ মা, মুক্তকেশি! সেই পাপিষ্ঠের রক্ত আমার দ্রৌপদীর বেণী কি বেঁধে দিতে পার্‌ব না। সুযোগ দে মা সুযোগ দে, সেই লম্পটের শিরোমণিকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে আমার মনের জ্বালা নিবারণ করি।

ভানুমতী। মা সতীকুলরাণি, সতীর মান রাখ মা! ম্লেচ্ছের সেই স্পর্শ-চেষ্টায় জীবন বিষময় হয়ে উঠেছে, সতীর সতীত্বাভিমানে আঘাত লেগেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুকামনা কর্‌ছি, কিন্তু প্রতিশোধ না নিয়েও মর্‌তে পার্‌ছি না।

বীররাজা। মৃত্যু ত হিন্দুর হাতধরা, কিন্তু প্রতিশোধ না নিয়ে ম'লে মনুষ্যত্ব থাকে কই? রাণি! মরা হবে না। যতদিন প্রতিশোধ না নিতে পারি, ততদিন এ জ্বালা ভোগ কর্‌তেই হবে। মা শান্তিপ্রদা শান্তি দাও, শান্তি দাও! (বেদীতলে উপবেশন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বক্রেশ্বর নদীতীরস্থ বন

রোস্তম, রোমেনার সমাধিপার্শ্বে উপবিষ্ট

রোস্তম। ধীরে ধীরে! বিহঙ্গকুল! কলরব করো না! নীড়ে ফির্‌ছ ফের, কলরব কর্‌ছ কেন? দেখতে পাচ্ছ না, প্রিয়তমা আমার ক্লান্ত হয়ে অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছে? তার যে নিদ্রাভঙ্গ হবে। বিহঙ্গকুল! আমার কথা রাখ। (নতজানু হইয়া) খোদা! মঙ্গলময়! ঐশ্বর্য্যের দিনে তোমায় ডাক্‌তে স্মরণ হয় নাই, আজ দীনের দিন দীনহীন হয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছি। দস্যুতায় সঞ্চিত ঐশ্বর্য্যরাশি স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে তোমার দ্বারে শান্তি ভিক্ষা কর্‌তে এসেছি, শান্তি দাও, শান্তি দাও।

রহিমশার প্রবেশ

রহিম। শান্তি চাও?

রোস্তম। এ কি! এ কি! দীপ্ত নয়ন, প্রশান্ত বদন, কে তুমি করুণাবতার। তোমার নয়নে করুণা, বদনে করুণা নির্ঝর-ধারার মত সর্ব্বাঙ্গে করুণার ধারা ঝর্‌ছে। এই পাপীর প্রতি করুণা-পরবশ হয়ে খোদা! তুমি কি নিরাকার হয়েও আকার ধারণ করেছ? যদি দয়া ক'রে এসেছ মেহেরবান তবে মেহেরবাণি ক'রে এই শান্তিহীনকে শান্তি দাও।

রহিম। বৎস! যা অন্যকে দাওনি, তা নিজে পাবার প্রত্যাশা কেমন ক'রে কর্‌তে পার? দেওয়ার প্রকৃত অর্থ দেওয়া নয়—পাওয়া। দানী দান করে না—দানের দ্বারাই সঞ্চয় করে। সংসারে প্রকৃত কৃপণ তারা—যারা দানী। যে যেমন দেয়, সে তেমনি পায়। তুমি ঘরে ঘরে অশান্তি বিলিয়েছ, তাই নিজের জন্য অশান্তিই সঞ্চয় করেছ; সেই সঞ্চিত ধন এখন ভোগের সময় এসেছে, পরাঙ্মুখ হ'লে চল্‌বে কেন? সুতরাং সহ্য কর। অধীর হয়ে ফল নাই। এখন সময় আছে, বিকট উন্মাদ তোমাকে আয়ত্ত কর্‌বার পূর্ব্বে সময় থাক্‌তে থাক্‌তে সংযম অবলম্বন কর।

রোস্তম। সংযম অবলম্বন! হাঃ হাঃ, জানেন কি হজরৎ, আমি কি করেছি?

রহিম। জানি। কিন্তু রোস্তম, যে কর্ত্তব্যজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হয়ে রোমেনার ন্যায় পতি-অনুরক্তা পত্নীকে স্বহস্তে নিহত করেছ, সে কর্ত্তব্যজ্ঞান এত অল্প সময়ের মধ্যে কেমন ক'রে বিলুপ্ত হ'ল? তুমি হয় ত উত্তর দেবে যে, শক্তিস্বরূপিণী পত্নীর স্বর্গারোহণের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সমস্ত শক্তি চ'লে গেছে। কিন্তু তুমি তা বল্লেও আমি বিশ্বাস কর্‌ব না। সত্য বটে, সহধর্ম্মিণীরূপে সে তোমার ধর্ম্মের সহায় ছিল; কিন্তু তোমারও মধ্যে ধর্ম্ম না থাক্‌লে তার সে সহায়তায় কি ফল হ'ত? তোমার ধর্ম্মরূপ ইস্পাতে সে মাঝে মাঝে শাণ দিত মাত্র। সুতরাং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির কর। উন্মত্ততায় এমন মহৎ জীবনের অবসান ক'র না।

রোস্তম। উন্মত্ততাকে ঠেকিয়ে রাখা কি আমার হাত?

রহিম। নয় ত কার? জ্ঞান থাক্‌তে থাক্‌তে চিন্তাস্রোত অন্য পথে ধাবিত কর। দিবারাত্র সেই শোচনীয় ঘটনার চিন্তা মন থেকে দূর

কর। উন্মত্ততা এসে তোমাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত কর্‌লে, আর তোমার সে ক্ষমতা থাক্‌বে না। সুতরাং সময় থাক্‌তে সাবধান হও।

রোস্তম। হজরৎ! উন্মাদ আমি না আপনি? মানবের যা সাধ্যায়ত্ত, এমন উপদেশ দিন, নইলে কেবল উপদেশের জন্য উপদেশ দিলে কি ফল হবে? দূর কর্‌ব বল্লেই কি চিন্তা মন থেকে দূর করা যায়?

রহিম। যায়, তবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চাই। এই নিঃসঙ্গ অবস্থা ত্যাগ ক'রে সংসারের কোলাহলে যোগদান কর। নিজেকে কর্ম্মে ব্যাপৃত কর। দেখ্‌বে—শোকের ভার অনেক লাঘব হবে।

রোস্তম। আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য! কিন্তু কয়েক দিন কর্ম্ম থেকে দূরে থেকে যেন কাজ কর্‌বার অভ্যাস ছুটে গেছে। সংসারের কোথাও যেন আর নিজেকে খাপিয়ে নিতে পার্‌ব না মনে হচ্ছে। যদি এত দয়াই কর্‌লেন, তবে উপস্থিত একটা কাজও দেখিয়ে দিন।

রহিম। উত্তম কথা। যাও, রাজনগরে যাও, গিয়ে রাণীকে রক্ষা কর।

রোস্তম। কেন, রাজা কি নাই, যে আমি রাণীকে রক্ষা কর্‌ব? আর রাণীরই বা এমন বিপদ কি?

রহিম। বৎস! যদি সমস্ত বল্‌তে পার্‌ব, তবে অন্তর্যামীতে আর জ্যোতির্ব্বিদে প্রভেদ কি? আমি ত অন্তর্যামী নই, অৰ্দ্ধ-শিক্ষিত জ্যোতির্ব্বিদ মাত্র।

রোস্তম। ফকির! আপনি কে?

রহিম। ফকির! ফকিরের পরিচয় ফকির, অন্য পরিচয় আর কি? আর বিলম্ব ক'রো না রোস্তম। শীঘ্র রাণীর রক্ষাকার্য্যে অগ্রসর হও। পল-বিলম্বে প্রলয় হ'য়ে যেতে পারে। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কালীর নাট-মন্দির—পার্শ্বে বৃহৎ কূপ

জনৈক সন্ন্যাসী

গীত

লোল রসনা রুধির দশনা বিবসনা কাল কামিনী।
ভালে পাবক জ্বলে ধক্ ধক্ অঙ্গে খেলিছে দামিনী।
লটপট দোলে কুন্তল অট্টহাসি অধরে,
কোটীচন্দ্র তপন কিরণ নখর নিকরে ঠিকরে,
আসব পানে রক্ত নয়ন টলমল ক্ষিতি একি নর্ত্তন,
ঘোরে ফিরে বামা চমকে তপন, রূপে বামা ঘোরা যামিনী॥

বীররাজার প্রবেশ

(রাজা পূজা করিতে বসিবে, এমন সময় জনৈক কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

কর্ম্মচারী। মহারাজ!

বীররাজা। (প্রায়োপবিষ্ট রাজার উত্থান) আঃ সন্ধ্যা-পূজায় বস্‌ব, এমন সময় পাছু ডাক্‌লে ?

কর্ম্ম। অপরাধ হ'য়েছে মহারাজ! কিন্তু মহারাজের আদেশ ছিল যে, যাদের মহম্মদের অনুসন্ধানে পাঠান হ'য়েছে, তারা যেদিন যখন ফির্‌বে, রাত্রি দ্বিপ্রহরে ফির্‌লেও যেন আপনাকে সংবাদ দেওয়া হয়, তাই মহারাজের সান্ধ্য-পূজার সময় জেনেও এই কালী-মন্দিরে সংবাদ দিতে এসেছি।

বীররাজা। বেশ ক'রেছ, আজ বুঝি শেষ দল ফির্‌ল ? কিন্তু কেউ কি মহম্মদের কোন সংবাদ এনেছে ?

কর্ম্ম। না মহারাজ! সকলেই হতাশ হ'য়ে ফিরে এসেছে।

বীররাজা। কোন সন্ধানই পেলে না? আচ্ছা যাও।

[কর্ম্মচারীর প্রস্থান।

গুরুতর অপরাধ করেছি, তাই কি অভিমানে চলে গেলে ভাই? মার্জ্জনা চাইলুম, তবু ক্ষমা কর্‌তে পার্‌লে না? না, না, এ যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ! ফিরে এস রোস্তম, ফিরে এস বন্ধু, তোমার অকৃতজ্ঞ বন্ধুর বাহুবন্ধনে আবার ফিরে এস! এ কি, সন্ধ্যা যে উত্তীর্ণ হয়, এখনও সন্ধ্যা-পূজায় বসা হ'ল না! (পূজায় বসিয়া ও পুষ্পাঞ্জলি হাতে করিয়া) জীবনে লোকে অনেক ভুল ক'রে থাকে, কিন্তু জোনেদ আর আসাদকে আশ্রয় দিয়ে, দেওয়ানি ও সৈন্যাপত্যে নিয়োগ ক'রে আমি যেমন ভুল করেছি, এমন ভুল যেন শত্রুতেও না করে। নিজের রাজ্যে যে রাজার কর্ত্তৃত্ব চলে না, সে রাজার অস্তিত্বে প্রয়োজন কি? (কালীর প্রতি চাহিয়া) অপরাধ নিও না মা, তোমার পাদপদ্মে অর্পণ কর্‌বার জন্য পুষ্পাঞ্জলি হাতে ক'রে মন্ত্র ভুলে গিয়ে, কায়মনোবাক্যে নিজের ধ্বংস-চিন্তা কর্‌ছি। মনের অবস্থা বুঝে সন্তানকে ক্ষমা কর। সর্ব্বমঙ্গল-মাঙ্গল্যে—

ব্যস্তে ভানুমতীর প্রবেশ।

ভানুমতী। মহারাজ! শীঘ্র আসুন! ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে কুমারের পা ভেঙ্গে গেছে।

বীররাজা। অ্যাঁ, পা ভেঙ্গে গেছে? (ব্যস্তে উঠিয়া গিয়া পুষ্পাঞ্জলি হস্ত হইতে পড়িয়া গেল) এ কি কর্‌লুম, পাদপদ্মে দেবার জন্য গৃহীত অঞ্জলি, পাদপদ্মে না দিয়েই ফেলে দিলুম?

ভানুমতী। তাই ত, একি কর্‌লেন মহারাজ!

বীররাজা। রাণি! কোন নিদারুণ অশুভের জন্য প্রস্তুত হও। যাও

বৈদ্যকে সংবাদ দিতে বল : আমি পরে যাচ্ছি। [রাণীর প্রস্থান।
এই ত্যক্ত ফুলের অঞ্জলিই আবার তুলে নেব? না নূতন ফুলের অঞ্জলি গ্রহণ কর্‌ব? তাই ত, কি করা উচিত? না, এই ত্যক্ত ফুলই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, এ গুলিকে একবার মায়ের নাম ক'রে তোলা হ'য়েছিল। (পবিত্যক্ত গ্রহণ করিয়া সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে—

জোনেদের প্রবেশ

জোনেদ। (নাটমন্দিরের সীমার বাহিরে দাঁড়াইয়া ব্যস্তভাবে) মহারাজ!

বীররাজা। (ভ্রূকুটীর দ্বারা অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া এবং পুনরায় কালীর দিকে ফিরিয়া) শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে—

জোনেদ। (ব্যস্তভাবে) মহারাজ!

বীররাজা। (পুনর্ব্বার ভ্রূকুটী করিয়া কালীর দিকে ফিরিয়া) শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী—

জোনেদ। মহারাজ! (স্বগত) আরও কাছে না গেলে শুন্‌তে পাচ্ছেন না। (নাটমন্দিরের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া) মহারাজ! রাজকুমার ঘোড়া থেকে পড়ে পা ভেঙ্গেছেন।

বীররাজা। (ব্যস্তে) নাটমন্দিরের সীমায় পা দিও না, নাটমন্দিরের সীমানায় পা দিও না। (উঠিয়া পড়িলেন) যা, কি কর্‌লি নরাধম, মন্দির অপবিত্র কর্‌লি? দূর হ! দূর হ! (পুষ্পাঞ্জলি পতিত হইল)

জোনেদ। বাহবা! আমি এলুম আপনার ভালর জন্যে, আর আপনি অযথা আমাকে নীচের মত অপমান ক'র্‌ছেন। মহারাজ! আমি আপনার বেতনভোগী হ'লেও আমারও একটা মর্য্যাদা আছে, এ মর্য্যাদাহানির প্রতিফল যদি আপনাকে না দিই, তবে আমি পাঠান নই।

বীররাজা। বেইমান! প্রতিফল দিতে বাকী কি রেখেছিস্? দুধ-কলা

দিয়ে কালসর্প পুষেছিলুম, তাই আজ ফণা তোল্‌বার শক্তি হয়েছে। এখনও এখান হ'তে দূর হ'য়ে যা, নইলে আরও অপমানিত হ'তে হবে।

[রাগতভাবে জোনেদের প্রস্থান।

কিন্তু আজ পুষ্পাঞ্জলি দিতে এত বিঘ্ন উপস্থিত হচ্ছে কেন? একবার নয়—বারবার! আবার গৃহীত অঞ্জলি কখন্ ফেলে দিয়েছি। তবে কি দিন নিকট? তাই কর মা, তাই কর। এ অক্ষমকে অপসৃত ক'রে কোন শক্তিমানের উপর বীরভূমের ভার প্রদান কর। না, পুষ্পাঞ্জলি আর দেওয়া হ'ল না। (পুষ্পাঞ্জলি-সংগ্রহে ব্যাপৃত)

আসাদকে লইয়া জোনেদের একান্তে প্রবেশ

জোনেদ। (একান্তে) ভাইজী! বড় অপমান। জীবনে কখন এমন অপমানিত হই নাই। প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি এর প্রতিশোধ না নিতে পারি, তবে আমি পাঠান নই। একা এর প্রতিশোধ নিতে আমার ক্ষমতা নাই, কারণ, রাজা সমধিক বলশালী। তাই তোমার সাহায্য ভিক্ষা কর্‌ছি, তুমি রাজার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ কর। সেই অবস্থায় আমি স্বহস্তে তার বক্ষে ছুরিকাঘাত করব, বাধা দিতে পার্‌বে না।

আসাদ। বলিস্ কি জোনেদ? অন্নদাতা—

জোনেদ। ভাইজী! রাখ তোমার অন্নদাতা; স্মরণ কর, আমি যা বল্‌ব, তা কর্‌তে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়ে আছ। যাও, অগ্রসর হও।

আসাদ। জোনেদ! তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক্। (অগ্রসর)

বীররাজা। (পুষ্পাঞ্জলি হাতে করিয়া) সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে, শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি—

জোনেদ। (গম্ভীর স্বরে) রাজা!

বীররাজা। (ক্ষিপ্তবৎ উঠিয়া) বেইমান! আবার এসেছিস্! (জোনেদকে

প্রহার করিতে অগ্রসর হইলেন ও আসাদকর্ত্তৃক ধৃত হইলেন) এই যে ভাইকে শুদ্ধ নিয়ে এসেছিস্! (আসাদকে ধাক্কা দিলেন ও উভয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে করিতে কূপের নিকটবর্ত্তী হইলেন)

জোনেদ। (স্বগতঃ) ছুরিকাঘাত? না তার চেয়ে ঐ কূপে নিক্ষেপ করাই ত সহজ পন্থা।

(নিকটে গিয়া রাজা ও আসাদকে জোরে ধাক্কা দিল, উভয়েই কূপে পতিত হইলেন)

(রাজা ও আসাদের আর্ত্তনাদ)

বীররাজা। (কূপ হইতে কাতরভাবে) বেইমান! রাজ্যের আশায় যেমন আমাকে বধ কর্‌লি, তেমনি তোকে অশান্তিপূর্ণ জীবন যাপন কর্‌তে হবে। রাজ্য তোর হ'ল বটে, কিন্তু প্রজায় তোকে রাজা বল্‌বে না, তারা তোকে, তোর বংশাবলীকে, দেওয়ান আখ্যাতেই অভিহিত কর্‌বে। কালি, কোলে স্থান দে মা! (মৃত্যু)

আসাদ। ভেতুড়ে হেদায়েৎকে দু'মুটো ভাত দিস্ ভাই। (মৃত্যু)

(জোনেদ কূপের দিকে ঝুঁকিয়া দেখিয়া আসিল)

জোনেদ। হাঃ হাঃ হাঃ!

প্রতিধ্বনি। হাঃ হাঃ হাঃ!

জোনেদ। ও কে?

প্রতিধ্বনি। কে?

জোনেদ। আমি নবাব জোনেদালি খাঁ বাহাদুর। এখন বীরভূমের রাজা আমি!

প্রতিধ্বনি। আমি!

জোনেদ। কে আমার কথার উত্তর দিচ্ছে? নিশ্চয়ই এখানে কেউ একজন আছে।

প্রতিধ্বনি। একজন আছে।

জোনেদ। (অনুসন্ধান করিতে করিতে) কে ব'ল্লে? কে ব'ল্লে?

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

জোনেদের কক্ষ

জোনেদের প্রবেশ

জোনেদ। রাজা হবার পথে একমাত্র কণ্টক রাজপুত্র। তাকে কোন রকমে মেরে ফেল্‌তে পার্‌লেই ফকিরের ভবিষ্যদ্‌বাণী ছত্রে ছত্রে সফল হবে। রাজা আর ভাইজীকে যে আমি মেরেছি, এ কেউ দেখে নাই। সকলে মনে কর্‌বে, তারা উভয়েই বিবাদ কর্‌তে কর্‌তে কূপে পতিত হয়েছে। সুতরাং কলঙ্কের হাত এড়ানো গেছে। তেমনি এক সুযোগে যদি রাজকুমারকে নিকেশ কর্‌তে পারি, তবে হত্যাকারী ব'লে প্রজাদের অশ্রদ্ধাভাজন হ'ব না, অথচ রাজ্যও হস্তগত হবে। যদি নিতান্তই তেমন সুযোগ না জোটে, তবে সেই বালককে মেরে-ফেল্‌তেই বা কতক্ষণ? সব ত হ'ল, কিন্তু মনের সে শান্তি কোথায় গেল? এ আমি জিত্‌লুম না হার্‌লুম?

রহিম শার প্রবেশ

রহিম। বীরভূমরাজ! হার্‌লে।

জোনেদ। (সচকিত) অ্যাঁ, বীরভূমরাজ! আমি?

রহিম। লোকে যে রাজ্য ঐশ্বর্য্য চায়, সে কি জন্য? সুখে থাক্‌বে ব'লে। সংসারী সুখ বলে কাকে? না নিজে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকা, পরিবার-বর্গকে, আত্মীয়স্বজনকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখা, সম্মানের সর্ব্বোচ্চ শিখরে ওঠা। এর মধ্যে তোমার কোন্‌টা রইল যে, তুমি রাজ্য নিয়ে সুখী

হবে? হত্যাকারীর মন নিয়ে আর কি তুমি শান্তির প্রত্যাশা কর্‌তে পার?—সম্মান? বিশ্বাসঘাতকের—হত্যাকারীর সম্মানই বা কে করে? আমি বীরভূমরাজ বল্লেও লোকে তোমাকে রাজা না ব'লে, দেওয়ান জোনেদ বল্‌বে। তোমার অপেক্ষা সইল না, নইলে দেখ্‌তে পেতে যে উত্তরাধিকারীর অভাবে রাজ্য আপনি তোমার হস্তগত হ'ত। কারণ, রাজা, রাণী বা রাজকুমারের পরমায়ুর আজ রাত্রিই শেষ-রাত্রি।

জোনেদ। অ্যাঁ, শেষ-রাত্রি! রাণী ও রাজকুমারও আজ মর্‌বে? কি ক'রে মর্‌বে? কি ক'রে মর্‌বে।

রহিম। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" আমার সকল কথার মধ্যে তুমি সার ব'লে বেছে নিলে "রাণী, রাজকুমার কি ক'রে মর্‌বে।" আর সকল কথা জলে গেল। জান্‌লেও আর কোন কথা তোমাকে বল্‌ব না। পূর্ব্বে বলেছিলুম, ভুল করেছিলুম। আজ তাই মনে অনুতাপ জাগ্‌ছে। প্রতীকারের শক্তি নাই, শুধু ভবিষ্যদ্‌বাণী ক'রে লাভ কি? যখন প্রতীকারের শক্তি হবে, যখন বিধির বিধান উল্টাতে পারব, পারি ত তখন ভবিষ্যদ্‌বাণী করব; নতুবা ভবিষ্যদ্‌বাণী বৃথা। তবে চল্লুম জোনেদ! প্রথম সাক্ষাতে তোমাকে বীরভুমরাজশ্রীর আবাহন-সংবাদ জ্ঞাপন করেছিলুম, শেষ সাক্ষাতে তোমাকে বীরভূমরাজ ব'লে অভিবাদন ক'রে জন্মের মত তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ কর্‌ছি। [প্রস্থান।

জোনেদ। সেলাম, সেলাম। বাক্‌সিদ্ধ ফকির যখন আমাকে বীরভূম-ঈশ্বর ব'লে অভিবাদন ক'রে গেল, তখন আর কি? নিশ্চিন্ত, রাজা হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। তবে লোকে রাজা বল্‌বে না, এ যে বড় দুঃখ। রাজার অর্দ্ধেক সুখ যে রাজ-সম্বোধনে। যাক্‌, রাজকুমারের ঐ ভাঙ্গা পা থেকেই বোধ হয় ধনুষ্টঙ্কার হবে। আর রাণী বোধ হয় পুত্র-

শোকে বিষ খাবে। যদি না খায়? রাজার মৃত্যু-সংবাদটাও সেই সঙ্গে দিতে পার্‌লে বিষ আর না খেয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না। বিষ একটু সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই, যদি রাণীর কাছে বিষ না থাকে! রাজার মৃত্যুসংবাদটাও যথাসময়ে দেওয়া আবশ্যক। এখনও যে রাজার মৃত্যুসংবাদ, দুই চার জন আমারই লোক ছাড়া আর কেউ শোনে নাই; নইলে কি এতক্ষণ খবর পেতে বাকী থাক্‌ত? যাক, কোনক্রমে আমিই সংবাদটা দিয়ে আসি। আর সংবাদ শুনে কি করে, সেটাও স্বচক্ষে দেখে আসি। যদি বিষ খাওয়াই স্থির করে, তবে কোন রকমে বিষটা সম্মুখে ফেলে দেব। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজকুমারের শয়নকক্ষ

শায়িত ভগ্নপদ রাজকুমার পৃথক শয্যায় রাণী নিদ্রিতা

জয়ন্ত। মা! মা! ঘুমুলে? না জাগাব না। বড় বেশী রকম পরিশ্রান্ত না হ'লে, মা আমার ঘুমুত না। আর জেগেই বা কি কর্‌বে? দাসী ত এইমাত্র প্রলেপ দিয়ে গৃহান্তরে গেল। মা জেগে আমার যন্ত্রণা ত টেনে তুলে ফেল্‌তে পার্‌বে না, অনর্থক মায়ের বিশ্রামে ব্যাঘাত দিই কেন? কিন্তু বড় যন্ত্রণা। উঃ! ঘন ঘন এত পিপাসাই বা পাচ্ছে কেন? এই যে জল খেলুম। না, এখন আর জল খাব না। একটু চুপ ক'রে প'ড়ে থাকি, দেখি যদি ঘুম আসে। (তদ্রূপ করণ)

ধীরে ধীরে জোনেদের প্রবেশ

জোনেদ। (স্বগত) তৃষ্ণা পেয়েছে, তবু চুপ ক'রে শুলো।' আচ্ছা কাঠ-প্রাণ! কিন্তু ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ ত কিছু দেখ্‌ছি না। তা হ'লে পা

ভাঙ্গায় ত মর্‌বে না। তবে কি ক'রে মর্‌বে ? এই রাত্রের মধ্যে আর এমন কি ঘট্‌তে পারে,—যাতে কুমার মর্‌তে পারে ? কিছুই ত দেখি না। ফকিরের বাণী সফল হ'ল দে'খে আর অবিশ্বাস কর্‌তেও প্রবৃত্তি হয় না ; কিন্তু বিশ্বাসই বা করি কি ক'রে ? এখন তবে কি কর্‌ব ? ফকিরের কথায় নির্ভর ক'রে কি রাণীকে কুমারকে মার্‌বার এমন সুযোগটা ছেড়ে দেবো ? পুরুষকার ত্যাগ করা কখনই উচিত নয়। কুমার ও জলতৃষ্ণা কখনই দমন কর্‌তে পার্‌বে না, একটু পরে নিশ্চয়ই জল খাবে। এই গুঁড়োটুকু জলে মিশিয়ে রেখে দিই ; খায় ভালই, না খায়, তখন অন্য পথ দেখা যাবে। (বিষ মিশাইয়া দিল) এখন অন্তরালে যাই, কি জানি, যদি হঠ্‌ ক'রে কেউ এসে পড়ে।

(অন্তরালে গমন)

জয়ন্ত। না, ঘুম এল না। তৃষ্ণাও মিট্‌ল না।—মা!—না, ডাক্‌ব না। আমিই হাত বাড়িয়ে পাত্রটা নিই। (জলের পাত্র লইয়া জলপান) উঃ! এ কি মা— (মৃত্যু)

জোনেদের পুনঃপ্রবেশ

জোনেদ। (কুমারের নিকটে গিয়া ও পর্য্যবেক্ষণসহকারে দেখিয়া) যাক্‌, নিশ্চিন্ত। কুমারও ত আমার হাতে ম'ল। ফকির কি এই জন্যেই বল্‌লে না ? কে জানে, ওর কথা আমি অর্দ্ধেকটা বুঝ্‌তে পারি, অর্দ্ধেকটা পারি না। রাণীকে কি ক'রে মার্‌ব ? ছুরী ? যদি চেঁচিয়ে ওঠে ? জানাজানি হবে। কাজ নেই। পতিপুত্রহীনা রাণী বেঁচে থাক্‌লই বা। যদি পোষ্যপুত্র নেয় ? তবে যে আবার হাঙ্গামা বেড়ে যাবে। ও জড় রাখা ঠিক নয়—শেষ করাই ভাল। মুখ চেপে ধ'রে ছুরী মারি। বেশী চেঁচাতে পার্‌বে না। (ছুরী বাহির করিয়া রাণীর দিকে অগ্রসর)

রোস্তমের প্রবেশ

রোস্তম। কে ও?

জোনেদ। (চমকিয়া) কে ও?

রোস্তম। পিশাচ! তুই এখানে? ওঃ, বুঝেছি। রাজাকে বধ ক'রে, রাজ্ঞীর বিশ্বস্ত নিদ্রায়, তাঁর উপর অত্যাচার ক'র্‌তে এসেছিস্? নরাধম! দূর হ'! আর আমাকে নরহত্যা ক'র্‌তে বাধ্য করিস্‌নি।

জোনেদ। (স্বগত) এ ত উন্মাদ হয় নাই—সম্পূর্ণ জ্ঞানে আছে! ও থাক্‌তে ত রাজ্য গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। ওকে যেমন ক'রে হোক্ শেষ ক'র্‌তেই হবে। কিন্তু একা সে কার্য্য অসম্ভব। যাই কতগুলো সৈন্য নিয়ে আসি। এখন তো সৈন্যদল আমার হাতে। (প্রকাশ্যে) সাবধান রোস্তম; আমাকে অপমানিত ক'রে কাজ ভাল ক'র্‌লে না। দেখ্‌ব, আমার ইচ্ছায় কেমন ক'রে তুমি বাধা দাও। যদি কিছুমাত্র বীরত্বের অহঙ্কার রাখ, তবে এ কক্ষ ত্যাগ ক'র না, আমি এখনই আস্‌ছি। [প্রস্থান।

রোস্তম। (পথ চাহিয়া) যা বেইমান, সৈন্য নিয়ে আয়! শশকের ভয়ে সিংহ পালাবে না! রাণী আর রাজকুমারকে কোন নিরাপদ স্থানে আগে রেখে আসি। তারপর আবার ফিরে এইখানে আস্‌ব। এসে তোর হাতে ম'র্‌ব, তবু দেখাব যে, রোস্তম প্রাণের ভয় করে না। আর, প্রাণ কৈ, তাই প্রাণের ভয় ক'র্‌ব? (কুমারের নিকট গিয়া) কুমার! কুমার! এ কি! মৃত? দেহ যে নীলবর্ণ। বিষ কে দিলে? কে আর দেবে? যে দেবার সেই দিয়েছে। পথ ত নিষ্কণ্টক ক'রেছে, শুধু আমি আর বাধা দিই কেন? আর কার জন্যই বা বাধা দেব? সয়তানে ভগবানে মিলে যার রাজ্যপ্রাপ্তির সহায়তা ক'রেছে, সেই এ রাজ্য গ্রহণ করুক্। রাণী-মা! রাণী-মা! এ কি কাল নিদ্রা!

পতি পুত্র হত, সতীত্ব আক্রান্ত, তবু নিদ্রালসা। জাগো মা, জেগে নারীর গৌরব—সতীত্ব-রত্ন রক্ষণে যত্নবতী হও, নতুবা বুঝি সব যায়। মা মা!—তবু নিদ্রা ভাঙ্গলো না! এখন ত অঙ্গ-স্পর্শ ব্যতীত নিদ্রা-ভঙ্গের কোন উপায় দেখি না! সন্তানরূপে মাতৃ-চরণ স্পর্শ কর্‌বো, তাতে দোষই বা কি? (পাদস্পর্শ করিয়া) মা! মা!

(রাণীর নিদ্রাভঙ্গ ও উত্থান)

ভানুমতী। (রোস্তমকে দেখিয়া) কে আছ, রক্ষা কর, লম্পট দস্যুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।

রোস্তম। (নতজানু হইয়া) মা! চিরকাল অপরাধই গ্রহণ ক'রে আস্‌ছ, কখন কৈফিয়ৎ দেবার অবকাশ দিলে না, একবার কৈফিয়ৎটা দয়া ক'রে শোন। চেয়ে দেখ মা, আমি নতজানু। অত্যাচারীর ত এ ভঙ্গী নয় মা! তন্ন তন্ন ক'রে আমার নয়ন অনুসন্ধান কর, দেখ, সেখানে কি লুক্কায়িত? লাম্পট্য—না ভক্তি? নির্ভয়ে দাঁড়াও মা, আমার বক্তব্য শোন।

ভানুমতী। না, না, কেন চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম। ঘুমের ঘোরে পূর্ব্বধারণাই মনে জাগরূক হয়েছিল, তাই আমাদের পরমোপকারী, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য রোস্তমকে সেই পূর্ব্ব-দস্যু বলেই মনে হয়েছিল। বারংবার ভ্রমে প'ড়ে, বারংবার তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। বৎস! আজ তার জন্য কৃতাঞ্জলি পুটে তোমার মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌ছি। তুমি আজ আমাকে মার্জ্জনা কর। কিন্তু বৎস! এক অপরাধে আবার আমি তোমাকে অভিযুক্ত কর্‌ছি। এই রাত্রে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করা তোমার ন্যায় বিজ্ঞের উপযুক্ত হয় নাই।

রোস্তম। সে কথা মা ঠিক। কিন্তু যে কারণে আজ তোমার পবিত্র

কক্ষে প্রবেশ কর্‌তে বাধ্য হয়েছি, সে কারণটি শোন, তা হ'লে সন্তানকে আর অপরাধী কর্‌বে না।

ভানুমতী। কি সে কারণ?

রোস্তম। দস্যু আমি, মা! আমি জন্ম গ্রহণ করেছি কেবল লোকের মন্দ কর্‌তে; তুমি মা, তোমার আর কি মন্দ কর্‌ব? কিন্তু মন্দ না কর্‌লে আমার এমন অভিশপ্ত জীবন বৃথা হয়ে যায়, তাই তোমাকে অন্ততঃ দু'টো মন্দ সংবাদও শোনাব। মনকে প্রস্তুত কর মা, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির কর।

ভানুমতী। আর উদ্বেগে রেখ না বৎস, শীঘ্র বল।

রোস্তম। মা! বেইমান জোনেদের কৌশলে রাজা রাজকুমার হত, তোমারও সতীত্ব আক্রান্ত!

ভানুমতী। অ্যাঁ, কি বল্‌লে? পতি-পুত্র হত, সতীত্ব আক্রান্ত! না, না—মিথ্যা কথা!

রোস্তম। অবিশ্বাসযোগ্য কথা হ'লেও, কথাটি ঠিক। ঐ পালঙ্কে চেয়ে দেখ মা, তোমার পুত্র, আমার শিষ্য বিষের জ্বালায় প্রাণ হারিয়েছে! (নিজে মুখ ফিরাইয়া চক্ষু ঢাকিল)

ভানুমতি। (দৌড়িয়া গিয়া কুমারের গায়ে পড়িল) কুমার! কুমার! (মূর্চ্ছা)

(নেপথ্যে বহু লোকের পদশব্দ ও অস্ত্র-ঝনৎকার শব্দ)

নেপথ্যে জোনেদ। চল, শীঘ্র চল। তোমাদের রাজার অপমানের প্রতিশোধ দাও।

রোস্তম। এসে পড়্‌লো, হ'ল না, হ'ল না, রাণীকে কোন নিরাপদ স্থানে রেখে আসা হ'ল না। ফকিরের কথায় এখানে এসে তবে কি কর্‌লুম? না পার্‌লুম রাজাকে রক্ষা কর্‌তে, না পার্‌লুম কুমারকে রক্ষা কর্‌তে, বুঝি রাণীমার সতীত্বও রক্ষা কর্‌তে পার্‌লুম না। একা

আমি, ওরা সহস্র। যতই শক্তির অহঙ্কার করি, সহস্রের নিকট আমি অতি তুচ্ছ। (পদশব্দ ও অস্ত্র ঝনৎকার শব্দ নিকটবর্ত্তী হইল) এসে পড়্‌ল, আর যে চিন্তা করবারও সময় নাই। মা! মা। ওঠো, তোমার পতি-পুত্র হত ; কিন্তু তাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠরত্ন আক্রান্ত, চেতনা লাভ ক'রে নারীর শ্রেষ্ঠরত্ন রক্ষণে যত্নবতী হও! রাণীর চক্ষুতে জলের ছিটা দেওন, রাণীর চেতনা-লাভ)

(পদশব্দ ইত্যাদি আরও নিকটবর্ত্তী হইল)

ভানুমতী। ও কি রোস্তম! এখানে ও অস্ত্র-ঝনৎকার কিসের?

রোস্তম। এ তো আর শান্তিময় অন্তঃপুর নেই মা, এ এখন পিশাচের লীলাভূমি! পিশাচ জোনেদ তোমাকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য সসৈন্যে আগমন করছে। তুমি মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়্‌লে, তোমাকে কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবারও সাবকাশ পাওয়া গেল না, এখন আর সকল চেষ্টা বৃথা!

ভানুমতী। তা হ'লে এখন উপায়?

রোস্তম। উপায়? উপায় আমি আর কি বল্‌ব মা। আমি হৃদয়বৃত্তিহীন দস্যু, সে মহৎ ভাব আমি যে ধারণাও করতে পারবো না—

ভানুমতী। বুঝেছি বৎস, আমি ঐ প্রাকারের নিম্নস্থিত জলাশয়ে আত্ম-বিসর্জ্জনের জন্য চল্লুম। শুধু এইটুকু দেখ বৎস, যেন আমি জলে পতিত হবার পূর্ব্বে পাপাত্মা আমার নিকটস্থ না হ'তে পারে। আমি চল্লুম। কে বলে তুমি দস্যু—তুমি মহৎ, পরোপকারী, ধার্ম্মিক! তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। গর্ভের সন্তান মৃত, কিন্তু আজ আমি তোমারি ন্যায় সন্তান পেয়ে গৌরবান্বিতা। আশীর্ব্বাদ করি বৎস—

রোস্তম। আশীর্ব্বাদ? কি আশীর্ব্বাদ কর্‌বে মা? অপুত্রক, বিপত্নীক, সংসার স্পৃহাশূন্য ব্যক্তিকে কি ব'লে আশীর্ব্বাদ কর্‌বে? আশীর্ব্বাদ

ব্যর্থ হবে। আশীর্ব্বাদ ক'রো না। আমার প্রতি তোমার এবং রাজার মন্দ-ধারণা যে দূর হ'য়েছে, এই আমার পরম শান্তি!

রাজমুকুটধারী জোনেদ ও সৈন্যগণের প্রবেশ

রোস্তম। আর অপেক্ষা করা চলে না মা, সন্তানের শেষ-সেলাম গ্রহণ কর।

ভানুমতী। সতীকুলরাণি! সতীর মান রাখ মা! [অপর দিক্ দিয়া প্রস্থান।

জোনেদ। ঐ পালায়, ধর্ ধর্।

১ম সৈন্য। সে কি? ঐ নারীকে?

জোনেদ। হাঁ, ঐ নারীকে।

১ম সৈন্য। আমরা যোদ্ধা, দূতী নই।

জোনেদ। সাবধান, এটা জেনে রেখ, যে আমি আর যাই হই, আমি লম্পট নই।

১ম সৈন্য। কে ও, সর্দ্দার? তুমি বেঁচে আছ?

রোস্তম। বেঁচে না থাক্‌লে এ দৃশ্য দেখ্‌ত কে? রাজা গেল, রাজকুমার গেল, রাণী গেল, রাজ্য গেল,—সেই সমস্ত আমি একরকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লুম, কোন প্রতিবিধান কর্‌তে পার্‌লুম না। এখন আমার মরণটা কবে হবে, সেই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

জোনেদ। তার আর বিলম্ব নেই। অর্দ্ধেক সৈন্য রাণীকে ধর, অর্দ্ধেক রোস্তমকে মার।

রোস্তম। এস জোনেদ, এস বন্ধু! মৃত্যু দাও। আত্মহত্যা মহাপাপ ব'লে আত্মহত্যা কর্‌তে পারি নাই, তাই তোমার ন্যায় একজন বন্ধুর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। কাপুরুষ তুমি, তোমার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর্‌ব না; এই অস্ত্র ত্যাগ কর্‌লুম, মৃত্যু দাও—বুক পেতে দাঁড়িয়ে আছি—মৃত্যু দাও।

জোনেদ। (১ম সৈন্যের প্রতি) মার মার।

রোস্তম। ও কি পার্‌বে? ও সামান্য সৈনিক হ'লেও যে ওর প্রাণ আছে। আর তোমার পাপের বোঝা ও বেচারীর স্কন্ধ চাপাবে কেন?

জোনেদ। ধর, ধর, আমিই মার্‌ব। (দ্বিতীয় দলকে) তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে করছ কি? রাণীকে ধর।

রোস্তম। ওহো, হ'ল না, বাধা দিতে হ'ল। এখনও মা আমার জ… আত্মবিসর্জ্জন করতে পারেন নাই। পাপিষ্ঠ! সাবধান, এ আ… এখনই প্রত্যাহার কর।

(জোনেদের গলা টিপিয়া ধরিল ও জোনেদ ইঙ্গিতে সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল)

নেপথ্যে ভানুমতী। মা সতীকুলরাণী! সতীর মর্য্যাদা রাখ মা।

(জলে ঝম্প প্রদানের শব্দ

রোস্তম। ব্যস্‌! আর বাধা দেবার প্রয়োজন নাই। (জোনেদের গল… ছাড়িয়া) আমার কার্য্য শেষ। এস জোনেদ।

(জোনেদ কর্ত্তৃক তরবারির আঘাত ও পতন)

রোমেনা, যাই! (মৃত্যু)

রহিম শার প্রবেশ

রহিম। গেলে রোস্তম? কৃতজ্ঞতার আধার—পত্নীগতপ্রাণ—শিষ্য-বৎস… —গেলে বীর! যাও! শোকভারাক্রান্ত মানবজীবনের অবসানে সেই দুন্দুভি-নিনাদিত বীণা-মুরজ-ঝঙ্কৃত শান্তিধামে যাও। যে অজ্ঞান, সে তোমার মৃত্যুতে শোক ক'র্‌বে, কিন্তু জ্ঞানীর চক্ষে এ সংসারে তোমা… অস্তিত্ব চিরন্তন। রোস্তম! তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাক… চিরকাল লোকে দেখ্‌বে, অন্ধকারের পাশে আলো, জোনেদের পাশে রোস্তম!

যবনিকা-পতন